Hitesranjan Sanyal Memorial Collection
Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Record No.	CSS 2000/58	Place of Publication:	Calcutta
		Year:	1278b.s. (1871)
		Language	Bangla
Collection:	Indranath Majumder	Publisher:	B.P.M's Press, 22 Zhamapukur Lane, by Amritalal Chaudhuri.
Author/ Editor:	Harishchandra Kabiratna (tr.) Bishakhadatta (Au.)	Size:	13x21.5cm
		Condition:	Brittle
Title:	Mudrarakshas Natak	Remarks:	Fiction – literature (drama)

MAJUMDÁRA'S SERIES.

মুদ্রারাক্ষস নাটক

অর্দ্ধেন্দু—নাট্য—পাঠাগার
স্থাপিত ১৩২৭ বঙ্গাব্দ
পুস্তক নং..........
কলিকাতা

কবিবর বিশাখদত্ত বিরচিত।

শ্রীযুক্ত বাবু বরদাপ্রসাদ মজুমদারের প্রার্থনানুসারে

কলিকাতা প্রেসিডেন্সিকালেজের সংস্কৃত শিক্ষক
শ্রীহরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন কর্ত্তৃক অনুবাদিত।

কলিকাতা
বি, পি, এম্‌স্‌ যন্ত্রে
শ্রীঅমৃতলাল চৌধুরী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
২২নং ঝামাপুকুর লেন।
১২৭৮ সাল।

অর্দ্ধেন্দু—নাট্য—পাঠাগার
স্থাপিত ১৩২৭ বঙ্গাব্দ
পুস্তক নং………
কলিকাতা

বিজ্ঞাপন।

খ্রীষ্টীয় শকের প্রায় চারি শতাব্দী পূর্ব্বে মগধদেশের (অধুনাতন বেহার) সিংহাসনে নন্দবংশীয় ভূপালগণ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কোন কারণ বশতঃ* চাণক্যনামা এক জন অসাধারণধীশক্তিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ঐ বংশীয় সমুদায় ভূপতিকেই ধ্বংস করিয়া তদ্বংশীয় চরম নৃপতি মহানন্দের দাসীগর্ভজাত তনয় চন্দ্রগুপ্তকে তত্রত্য সিংহাসনে স্থাপিত করেন। রাক্ষস নামে এক জন ব্রাহ্মণ নন্দদিগের অতি প্রাচীন সচিব ছিলেন। তিনি স্বচক্ষে স্বামিবিনাশ সন্দর্শন করিয়া নগর হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক মলয়কেতুনামে এক জন পার্ব্বতীয় রাজার সমভিব্যাহারে সসৈন্যে চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী পুষ্পপুর অবরোধ করেন। এই অবরোধ ব্যাপারটী অবলম্বন করিয়া কবি বিশাখদত্ত এই মুদ্রারাক্ষস নাটক প্রণয়ন করেন। নাটক খানি সম্পূর্ণরূপে আদিরসবর্জ্জিত এবং বীর ও করুণ রসে অলঙ্কৃত। ইহাতে চাণক্যের বুদ্ধিচাতুরী ও রাক্ষসের অকৃত্রিম স্বামিভক্তি বিষদ ও হৃদয়ঙ্গম রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

এই নাটক খানি অবিকল অনুবাদ করিতে যত দূর সাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। সংস্কৃত শ্লোকের অনুবাদ গুলি স্বতন্ত্র প্যারেগ্রাফে সন্নিবেশিত করিয়াছি; এবং স্থানে স্থানে আবশ্যক মত দুই একটী টীকাও লিখিয়া দিয়াছি। এক্ষণে পাঠকগণের কিঞ্চিৎ প্রীতিকর হইলেই শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব ইতি।

১১ই আষাঢ়। ১২৭৮।
প্রেসিডেন্সী কালেজ।

শ্রীহরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা।

---

* এই কারণ অতিবিস্তৃত, সুতরাং এস্থলে বিবৃত হইল না। মুদ্রারাক্ষসের পূর্ব্বপীঠিকায় এই বিষয়টী সম্যক্ বর্ণিত হইয়াছে।

বিজ্ঞাপন

সংস্কৃত মুদ্রারাক্ষসের অনুবাদ সমাপ্ত হইল। সংস্কৃত কালেজের উত্তীর্ণ ছাত্র শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন মহাশয় ইহার অনুবাদের ভার গ্রহণ করেন। তিনি যথার্থ পরিশ্রম করিয়া স্বকার্য্য সাধন করিয়াছেন। সংস্কৃত মুদ্রারাক্ষসের যেখানে যেরূপ ভাবও সঙ্কেত-চাতুর্য্য আছে, অনুবাদেও অবিকল সেইরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। এরূপ না হইলে সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ কখন যথার্থ সংস্কৃত নাটকাদির রসাস্বাদে সমর্থ হন না, অতএব ইহাতে প্রয়োজনানুরূপ সমস্তই বিন্যস্ত হইয়াছে। এক্ষণে সংস্কৃত পাঠার্থী ছাত্রবৃন্দের ও তদনভিজ্ঞ সাম্প্রদায়িক সমাজের কিঞ্চিৎ সাহায্য হইলেই আমার-আয়াস, অধ্যবসায় ও অর্থব্য… [illegible] হয়, লালমতিপল্লবিতেন।

শ্রী বরদাপ্রসাদ মজুমদার।

মুদ্রারাক্ষস

স্থাপিত ১৩২৭ বঙ্গাব্দ
পুস্তক নং…………
কলিকাতা

নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

নান্দী।

(একদিন পার্ব্বতী সপত্নী সুরধুনীকে স্বামির মস্তকারূঢ় দেখিয়া সাতিশয় খিন্নমনে মহাদেবকে পরিহাসচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিলেন) মহাশয়! এই যে সৌভাগ্যশালিনী আপনার মস্তকোপরি বাস করিতেছেন, ইনি কে? (ভূতপতি পার্ব্বতীর সমক্ষে জহ্নু-কন্যাকে গোপন করিতে ইচ্ছুক হইয়া উত্তর করিলেন) গিরিরাজ-তনয়ে! ইনি চন্দ্রকলা। (পার্ব্বতী স্বামির শঠতা বুঝিতে পারিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন) এইটীই কি ইহাঁর নাম, না আর কিছু আছে? (শঙ্কর উত্তর করিলেন) হাঁ, ইহাঁর নাম এই বটে, তুমি বিশেষ জানি-য়াও কেন বিস্মৃত হইতেছ। (পার্ব্বতী ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া কিঞ্চিৎ স্পষ্টরূপে কহিলেন) আমি কোন স্ত্রীলোকের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, চন্দ্রের বিষয় আমার অভিপ্রেত নহে। (শিব কহিলেন) যদি তোমার চন্দ্রের কথায় প্রমাণ বোধ না হয়, তবে বিজয়াকে জিজ্ঞাসা কর, সেই বলিবে এখন। গৌরীর সমক্ষে জাহ্নবীকে গোপন রাখি-বার নিমিত্ত ভূতভাবন ভগবানের এইরূপ চাতুরী-বচন তোমাদিগের শুভদায়ক হউক। (১)

ত্রিপুর-বিজয়ের পর পরম আনন্দে নৃত্য করিয়া পশুপতি সমুচিত সুখ অনুভব করিতে পারেন নাই, কারণ গুরুতর পদভরে ধরণী পাছে রসাতলে গমন করে, এই ভাবিয়া অতি আস্তে আস্তে পাদক্ষেপ পূর্ব্বক তাহাকে রক্ষা করিতে হইয়াছিল, বিপুল বাহুদ্বয় বিস্তৃত করিলে পাছে চতুর্দ্দশ ভুবন বিপর্য্যস্ত হয় এই ভয়ে সঙ্কোচ করিয়াই নৃত্য করিতে হইয়াছিল, এবং পাছে সমস্ত জগৎ ভস্মসাৎ হয় এই আশঙ্কায় কোন দিকেই বিকটাকার অগ্নিকণাসদৃশ নেত্র নিক্ষেপ করিতে পারেন নাই। ত্রিপুরারির এইরূপ আশ্রয়স্থানানুরোধে অতিকষ্টে নৃত্য তোমাদিগকে রক্ষা করুক। (২)

নান্দীপাঠের পর

সূত্রধার। আর অতিবিস্তারে প্রয়োজন নাই। অদ্য সভাস্থগণ আমাকে ডাকিয়া, সামন্ত বটেশ্বর দত্তের পৌত্র মহারাজ পৃথুর পুত্র বিশাখদেব কবি যে মুদ্রারাক্ষস নামক নাটক প্রণীত করিয়াছেন, এই সভায় তাহার অভিনয় করিতে অনুমতি করিয়াছেন। কাব্যের গুণদোষ-বিচার-সমর্থ এই সভাস্থলে অভিনয় করিতে আমারও অন্তঃকরণে যথার্থই এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের আবির্ভাব হইতেছে।

কৃষক কৃষিকর্ম্মে নিতান্ত অনিপুণ হইলেও উর্ব্বর ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে, উহা অবশ্যই পুষ্কল ও ফলবান্ হইয়া উঠে, তাহাতে বপন-কর্ত্তার গুণের অপেক্ষা করে না।

অতএব এক্ষণে গৃহে গমন করিয়া গৃহিণীকে ডাকিয়া পরিজন-গণের সহিত সঙ্গীত আরম্ভ করি।

(ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ ও অবলোকন করিয়া)

এই আমাদের গৃহ, অতএব ইহার ভিতর প্রবেশ করি।

(প্রবেশ করিয়া ও দেখিয়া)

একি! আজি যে আমাদের বাড়ীতে মহা ধূমধাম দেখিতেছি,

পরিজনেরা নিবিষ্টচিত্তে আপন আপন কর্ম্মে নিযুক্ত রহিয়াছে। তথাহি

এই নারী কলস কক্ষে জল আনিতেছেন, ইনি গন্ধদ্রব্য (ঝাল মসলা) পেষণ করিতেছেন, ইনি মনোহর মালা গাঁথিতেছেন, ইনি মুসল দ্বারা ধান্যাদি চূর্ণ করিতে করিতে প্রতিবার মুসলক্ষেপে হুঙ্কার শব্দ ছাড়িতেছেন।

ভাল, গৃহিণীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করি।

(নেপথ্যের দিকে দেখিয়া)

হে গুণবতি! ধনোপার্জ্জনসাধন! মর্য্যাদাহেতু! ধর্ম্মার্থকাম-সাধিকে! মদ্গৃহ-রীতিনীতিপ্রকাশিকে! হে আর্য্যে! কোন বিশেষ কার্য্য আছে, তুমি ত্বরায় এখানে আইস।

নটী। (প্রবেশ করিয়া)। আর্য্যপুত্র! এই এসেচি, অনুগ্রহ করে কি কর্ম্ম কর্ত্তে হবে আজ্ঞা করুন।

সূত্র। আর্য্যে! আজ্ঞা করা এখন থাক্; আগে বল দেখি, কেন এত পাকের উদ্‌যোগ হচ্চে? আজি কি ব্রাহ্মণ মহাশয়গণকে নিমন্ত্রণ করিয়া কুটুম্ববর্গকে অনুগৃহীত করিয়াছ, অথবা কোন পূজ-নীয় অতিথি আমাদের ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন?

নটী। আর্য্য! আজি ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করেচি।

সূত্র। কেন, কি জন্যে?

নটী। আজি যে চন্দ্রগ্রহণ হবে।

সূত্র। কে এ কথা বল্লে?

নটী। নগরবাসী লোকে এইরূপ বল্‌চে।

সূত্র। আর্য্যে! অনেক শ্রম করিয়া চতুঃষষ্ঠ্যঙ্গ জ্যোতিঃশাস্ত্র শিখি-য়াছি। তা ব্রাহ্মণোদ্দেশে যে পাক আরম্ভ করিয়াছি তাহা সম্পন্ন কর গে, কিন্তু চন্দ্রগ্রহণের বিষয় তোমাকে কেহ প্রতারণা করিয়াছে। দেখ, কেতুসহায় ক্রূরগ্রহ এক্ষণে অসম্পূর্ণমণ্ডল চন্দ্রকে বলপূর্ব্বক পরাভব করিতে ইচ্ছা করিতেছে,—

(এই কথা অর্দ্ধেক বলিতে না বলিতে)

নেপথ্যে

আঃ! আমি জীবিত থাকিতে কোন্ ব্যক্তি বলপূর্ব্বক চন্দ্রকে পরাভব করিতে ইচ্ছা করিতেছে?

সূত্র। কিন্তু বুধের সহিত সহবাস ইহাকে রক্ষা করিতেছে।

নটী। আর্য্য! কে এ সাহসী ব্যক্তি যে পৃথিবীর লোক হয়ে চন্দ্রকে গ্রহণ হতে রক্ষা কর্ত্তে ইচ্ছা কচ্চে?

সূত্র। সত্য বটে। এ ব্যক্তি কে তা আমিও লক্ষ্য করি নাই। ভাল, পুনর্ব্বার মনঃসংযোগ করিয়া দেখি, যদি কণ্ঠস্বর শুনিয়া কোন্ ব্যক্তি বুঝিতে পারি।

(কেতুসহায় ক্রূরগ্রহ ইত্যাদি পুনর্ব্বার পাঠ করিল।)

নেপথ্যে

আঃ! আমি জীবিত থাকিতে কোন্ ব্যক্তি বলপূর্ব্বক চন্দ্রগুপ্তকে পরাভব করিতে ইচ্ছা করিতেছে?

সূত্র। (শুনিয়া)। হাঁ, বুঝিতে পারিয়াছি। এ ব্যক্তি চাণক্য।

(নটী ভয়ের আকার প্রকাশ করিল।)

সূত্র। যে মহাপুরুষ নিমেষের মধ্যেই প্রবল কোপানলে সমস্ত নন্দবংশ দগ্ধ করিয়াছেন, সেই কুটিলমতি চাণক্য " চন্দ্রগ্রহণ " এই শব্দ শ্রবণ করিয়াই " শত্রুরা চন্দ্রগুপ্তকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছে " এইরূপ বোধে প্রজ্বলিতক্রোধে এই স্থানেই আসিতেছেন।

অতএব চল, এখান হতে আমরা যাই।

(উভয়ে প্রস্থান করিল।)

(প্রস্তাবনা।)

(অনন্তর বিমুক্ত শিখা স্পর্শ করিতে করিতে চাণক্য প্রবেশ করিলেন)

চাণ। বল্ দেখি, আমি জীবিত থাকিতে কোন্ ব্যক্তি বলপূর্ব্বক চন্দ্রগুপ্তকে পরাভব করিতে ইচ্ছা করিতেছে?

কোন্ ব্যক্তি জৃম্ভাকালীন প্রসারিত সিংহের বদন মধ্য হইতে হতদ্বিরদ-রুধিরসংযোগে লোহিতকান্তি, সায়ংকালীন শশাঙ্ককলার ন্যায় অরুণবর্ণ, দীপ্যমান দন্ত উৎপাটন করিতে অভিলাষ করিতেছে?

আরও শোন্,

কোন্ হতভাগ্য আসন্নকাল ব্যক্তির অদ্যাপি এমন ইচ্ছা নয় যে আমি নন্দকুলের কালসর্পীস্বরূপ, কোপাগ্নির চঞ্চলধূমলতার সদৃশ আমার এই শিখা বন্ধন করি।

আরও দেখ্,

কোন হিতাহিত-বিবেক-শূন্য ব্যক্তি নন্দকুল-কাননের দাবানল স্বরূপ আমার প্রদীপ্ত কোপানল-প্রতাপ উল্লঙ্ঘন করিয়া পতঙ্গ-পথানুসরণে বিনাশ বাসনা করিতেছে?—শার্ঙ্গরব! শার্ঙ্গরব!

শিষ্য। (প্রবেশ করিয়া)। উপাধ্যায় মহাশয়! কি আজ্ঞা করুন।

চাণ। বৎস! উপবেশন করিতে ইচ্ছা করি।

শিষ্য। উপাধ্যায় মহাশয়! এই দ্বারদেশের প্রকোষ্ঠগৃহের সমীপে বেত্রনির্ম্মিত আসন রহিয়াছে, মহাশয়! এই আসনেই উপবেশন করুন।

চাণ। বৎস! গুরুতর কার্য্যে অভিনিবেশ হেতুই আমি এরূপ ব্যাকুলচিত্ত হইয়াছি, নতুবা ত্বাদৃশ শিষ্যজনের রীতিবিরুদ্ধ আচার দর্শনে উপাধ্যায়সুলভ কোপ ও বিরক্তি প্রকাশ করিতেছি না।

কি! একথা কি সমস্ত পুরবাসিগণের নিকট প্রকাশ হয়েছে, যে রাক্ষস নন্দকুলবিনাশ হেতু কোপান্বিত হইয়া পিতার বধে ক্রুদ্ধ পর্ব্বতকপুত্র মলয়কেতুর সহিত সন্ধি করিয়াছে, এবং "সমুদায় নন্দরাজ্য সমর্পণ করিব" বলিয়া তাহাকে প্রোৎসাহিত করিয়া তৎ-

সংগৃহীত ম্লেচ্ছ সৈন্য সমভিব্যাহারে বৃষলের (চন্দ্রগুপ্তের), সহিত যুদ্ধার্থ আগমন করিতেছে। অথবা যে আমি সর্ব্বলোক সমক্ষে নন্দবংশধ্বংস প্রতিজ্ঞা করিয়া সেই দুস্তর প্রতিজ্ঞাসাগর উত্তীর্ণ হইয়াছি, সেই আমি এক্ষণে এই সামান্য বিষয় প্রকাশ হইলেও কি নিবারণ করিতে সমর্থ নহি? ইহা কখনই সম্ভবে না।

যেরূপ দাবানল প্রজ্বলিত হইলে দিঙ্-মুখ সকল নিরন্তর ধূমপটলে মলিন হইয়া যায়, প্রবল পবন বেগে ভস্মরাশি উত্থিত হইয়া তরুগণকে আচ্ছন্ন করে, অগ্নি লাগিয়া বংশপ্ররোহ সকল দগ্ধ হইয়া গেলে তত্রস্থ বিহঙ্গমকুল ত্রস্তে ব্যস্তে উড়িয়া পলায়ন করে, সেইরূপ আমার ক্রোধ-বহ্নি-প্রতাপে রিপুনারীগণের বদনসুধাকর প্রিয়বিয়োগশোকে সন্তপ্ত ও মলিন হইয়াছে, বিচিত্র নীতি প্রয়োগে মন্ত্রিমুখ্যদিগের অন্তঃকরণ মোহাচ্ছন্ন হইয়াছে, সমস্ত নন্দবংশ দগ্ধ হওয়াতে সম্ভ্রান্ত পৌরবৃন্দ প্রাণ লইয়া পলায়ন করিয়াছে। এরূপ ছারক্ষার করিয়াও ক্রোধানল খেদযুক্ত ও বিরত হইতেছে না, কিন্তু কি করে, সমুদায় দাহ্যবস্তু নিঃশেষিত হইয়াছে দেখিয়া ক্রমে শান্ত হইতেছে।

আরও,

যাহারা ইতিপূর্ব্বে আমাকে বিষ্টরাসন হইতে অবমান পূর্ব্বক আকৃষ্ট দেখিয়া শোকে আকুল হইয়াছিল, এবং নরপতিভয়ে কিছু বলিতে না পারিয়া কেবল মনে মনে রাজাকে ধিক্কার দিয়াছিল, তাহারা এক্ষণে দেখুক, সিংহ যেরূপ মাতঙ্গকে পর্ব্বতশিখর হইতে অধঃস্থ করে, সেইরূপ সেই অবমানিত ব্রাহ্মণ চাণক্য সবংশ নন্দবংশীয়দিগকে মহার্হ সিংহাসন হইতে দূরীকৃত করিয়াছে।

কিন্তু ইদানীং আমি নিজ প্রতিজ্ঞায় সম্যক্ উত্তীর্ণ হইয়াও কেবল বৃষলের অনুরোধে শস্ত্র ধারণ করিতেছি।

যে নন্দনরপতিগণ প্রজারঞ্জন দ্বারা মেদিনীর পরম অনুরাগভাজন হইয়া উঠিয়াছিল, সেই নয় জনকেই আমি সমুচ্ছিন্ন করিয়াছি, এবং নলিনী যেরূপ সরোবরে বদ্ধমূল হয় সেইরূপ রাজলক্ষ্মীকে চন্দ্রগুপ্তে চিরপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। এই প্রকারে আমার কোপ ও

প্রণয়ের প্রধান ফল স্বরূপ নিগ্রহ ও অনুগ্রহ সাতিশয় আগ্রহ সহকারে শত্রু ও মিত্রে সমানরূপে বিভক্ত করিয়াদিয়াছি।

অথবা, যতদিন রাক্ষসকে হস্তগত করিতে না পারা যায় তত দিন নন্দবংশের কি উচ্ছিন্ন করা হইল, কি প্রকারেই বা চন্দ্রগুপ্ত-লক্ষ্মীর স্থিরতা সম্পাদন করা হইল।

(চিন্তা করিয়া)

অহো! নন্দবংশে রাক্ষসের দৃঢ়তর ভক্তি আছে; তদ্বংশজাত অঙ্কুরমাত্রও জীবিত থাকিতে তাহাকে কোন মতেই বৃষলের মন্ত্রিত্ব পদ গ্রহণ করাইতে পারা যাইবেক না। অতএব "রাক্ষসের অভি-যোগ বিষয়ে আমাদিগের কোন মতেই নিরুদ্‌যোগ হওয়া উচিত নয়" ভাবিয়াই তপস্বী নিরপরাধী নন্দবংশীয় সর্ব্বার্থসিদ্ধি তপোবনে গিয়া বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিলেও বিনাশ করিয়াছি; তাহার আরও এক কারণ এই—যে, ঐ সর্ব্বার্থসিদ্ধি মলয়কেতুকে সর্ব্বস্ব অঙ্গীকার করিয়া আমাদিগের বিনাশে যত্ন প্রদর্শন করিতেছে।

(আকাশে রাক্ষসকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াই যেন)

সাধু! অমাত্য রাক্ষস! সাধু! সাধু! মন্ত্রিবৃহস্পতে! সাধু! কারণ, লোকে স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত সম্পৎশালী প্রভুকে সেবা করে; স্বামির পুনরুত্থান হইলে অর্থলাভ হইবে ভাবিয়া, বিপৎকালেও তাহার অনুগমন করে; কিন্তু যাহারা স্বামির বিনাশেও পূর্ব্বকৃত উপকার স্মরণ করিয়া স্বার্থশূন্য ভক্তি সহকারে তাঁহার কর্ত্তব্য সম্পাদন করে, তাহারাই ধন্য। কিন্তু এরূপ প্রভুভক্ত সেবক তোমা-ভিন্ন আর দেখিতে পাওয়া যায় না।

এই জন্যই, তোমাকে হস্তগত করিতে আমাদিগের এতাদৃশ প্রয়াস, কিরূপে তুমি বৃষলের মন্ত্রিত্ব স্বীকার করিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবে ইহাই আমাদিগের ভাবনা। কারণ,

যে ভৃত্য সাতিশয় অনুরক্ত কিন্তু বুদ্ধিবিহীন ও কাপুরুষ, তাহাতে

স্বামির কোন উপকার দর্শে না; আবার যাহাদিগের বুদ্ধি ও বিক্রম উভয় আছে কিন্তু তাদৃশ ভক্তি নাই, সেরূপ ভৃত্যেও কোন ফললাভ হয় না; কিন্তু যাহারা বুদ্ধি, বিক্রম, ও ভক্তি এই তিন গুণবিশিষ্ট হয়, তাহারাই প্রকৃত ভৃত্য এবং তাহাদের দ্বারাই স্বামির কি সম্পদ্ কি বিপদ্ সকল কালেই যথার্থ মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা। তদ্ভিন্ন অপর সকলেই কলত্র সদৃশ।

অতএব আমি এবিষয়ে নিদ্রিত হইয়া রহি নাই, রাক্ষসকে হস্তগত করিতে যতদূর সাধ্য যত্ন করিতে ক্রটি করিতেছি না। তন্মধ্যে প্রথম এই—" বৃষল ও পর্ব্বতক এই উভয়ের মধ্যে অন্যতরের বিনাশে চাণক্যের অপকার হইবে বুঝিয়া রাক্ষস বিষকন্যা পাঠাইয়া আমাদের পরম উপকারী মিত্র নিরপরাধী পর্ব্বতেশ্বরের প্রাণনাশ করিয়াছে" এইরূপ লোকাপবাদ সাধারণের প্রত্যয় ও আমাদের অভিপ্রেত প্রকাশনের নিমিত্ত সর্ব্বত্র প্রচারিত করিয়া দিয়াছি। এদিকে আবার " চাণক্য তোমার পিতার প্রাণসংহার করিয়াছে (তোমাকেও বিনাশ করিবে) গোপনে এইরূপ ভয় দেখাইয়া পর্ব্বতক-পুত্র মলয়কেতুকে ভাগুরায়ণ দ্বারা দূরীকৃত করিয়াছি। রাক্ষসবুদ্ধি সহায় হইলেও যুদ্ধার্থি উদ্যুক্ত মলয়কেতুকে নিবারণ করা আমাদিগের বুদ্ধির অসাধ্য হইবে না। কিন্তু মলয়কেতুর নিগ্রহে তৎপিতা পর্ব্বতকের বধজনিত অপযশঃ অবশ্যই প্রকাশ হইয়া পড়িবে, তাহা কিছুতেই ঘুচাইতে পারা যাইবেক না। অপর এই—কোন্ ব্যক্তি আমাদিগের পক্ষ, আর কে বা শত্রুপক্ষের অনুরক্ত, তাহা বিশেষ জানিবার নিমিত্ত নানাবিধ ভাষাজ্ঞ চর সকল নিযুক্ত করিয়াছি; তাহারা নানাবিধ বেশ ধারণ ও নানাপ্রকার চিহ্ন গ্রহণ করিয়া নানাদেশে ভ্রমণ করত তত্রস্থ লোকের আচার ব্যবহার অবগত হইতেছে। এবং কুসুমপুরনিবাসী নন্দনরপতির অমাত্য ও সুহৃদ্গণের গূঢ় ব্যাপার ও উপায় নিপুণরূপে অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে। চন্দ্রগুপ্ত সহোত্থায়ী ভদ্রভট প্রভৃতি প্রধান পুরুষদিগকে সেই সেই কারণ দর্শাইয়া উচ্চ উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। বিষপ্রযোগার্থ

শত্রু-প্রেরিত ব্যক্তিগণের যথোচিত প্রতিবিধানে সমর্থ, সদা সতর্ক, বিজ্ঞাতভক্তি কতকগুলি বিশ্বস্ত পুরুষ চন্দ্রগুপ্তের সমীপে নিযুক্ত করিয়া দিয়াছি।

আরও, বিষ্ণুশর্ম্মা নামে এক ব্রাহ্মণ আমার সহাধ্যায়ী ও পরম মিত্র আছেন, তিনি শুক্রাচার্য্যপ্রণীত দণ্ডনীতিতে বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন, এবং চতুঃষষ্ঠ্যঙ্গ জ্যোতিঃশাস্ত্রেও সাতিশয় প্রবীণতা লাভ করিয়াছেন। নন্দবধে প্রতিজ্ঞা করিবার অব্যবহিত পরেই তাঁহাকে ক্ষপণকবেশে কুসুমপুরে আনাইয়া নন্দের যাবতীয় অমাত্যবর্গের সহিত বন্ধুতা সম্পাদন করাইয়াছি। বিশেষতঃ রাক্ষস তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপ বিশ্বাস করিয়া থাকে। এক্ষণে সেই মিত্র দ্বারাও আমার অনেক প্রয়োজন সিদ্ধি হইবেক। অতএব বোধ হয় আমাদিগের কোন কার্য্যই কোন অংশে পরিহীন (বিফল) হইবে না। প্রধানস্বভাব বৃষলই কেবল আমাদের উপর সমস্ত রাজ্যভার অর্পণ করিয়া স্বয়ং নিরন্তর উদাসীনভাবে রহিয়াছে। অথবা—যে রাজ্যে রাজাকে স্বয়ং যুদ্ধাদিচিন্তা-জনিত অসাধারণ ক্লেশ সহ্য করিতে হয় না, সেই রাজ্যই পরম সুখের স্থান। কারণ,

গজেন্দ্রকুল ও নরেন্দ্রগণ স্বভাবতঃ অপরিমিতবলশালী হইয়াও, নিজ পরিশ্রমে স্বকীয় ভোগ্য বস্তু আহরণ করে বলিয়াই, প্রায় অবসন্ন ও দুঃখিত হইয়া থাকে।

(যমপট হস্তে এক জন চরের প্রবেশ।)

চর। যমরাজের চরণে প্রণাম, অপর দেবতায় আর কি প্রয়োজন? কারণ, যমরাজই অন্যদেবভক্ত ব্যক্তিদিগের জীবন ধড়ফড় করিতে করিতেই হরণ করেন।

আরও,

যাহার সেবায় মরণ হইবার সম্ভাবনা, তাহাকেই যদি গাঢ়তর ভক্তি করা যায়, তাহা হইলেও মানবের জীবনযাপন হইতে পারে। দেহ, যিনি সর্ব্বলোকের প্রাণনাশ করেন, সেই যমের প্রসাদেই আমি জীবন ধারণ করিতেছি।

তবে, এই গৃহে প্রবেশ করিয়া যমপট দেখাইয়া গান করি।

(ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ।)

শিষ্য। (দেখিয়া)। ভদ্র! প্রবেশ করিও না।

চর। ওহে ব্রাহ্মণ! এ ঘরটি কার?

শিষ্য। আমাদিগের প্রাতঃস্মরণীয় উপাধ্যায় আর্য্য চাণক্যের গৃহ।

চর। (হাসিয়া)। ওহে ব্রাহ্মণ! এ ত আমার ধর্ম্মভ্রাতার ঘর। তবে আমায় প্রবেশ করিতে দাও, গিয়া তোমার উপাধ্যায়কে কিঞ্চিৎ ধর্ম্মোপদেশ দিয়া আসি।

শিষ্য। (সক্রোধে)। রে মূর্খ! তোরে ধিক্। তুই কি আমাদের উপাধ্যায় অপেক্ষাও অধিক ধর্ম্মজ্ঞ?

চর। ওহে ব্রাহ্মণ! রেগো না; সকলে কিছু সকল বিষয় জানে না। তবে তোমার উপাধ্যায় কিছু জানেন, আর মাদৃশ ব্যক্তিরাও কিছু জানে।

শিষ্য। (সক্রোধে)। মূর্খ! তুই আমাদের উপাধ্যায়ের সর্ব্বজ্ঞতা অপলাপ (চুরি) করিতে ইচ্ছা করিস্?

চর। ওহে ব্রাহ্মণ! যদি তোমার উপাধ্যায় সকলই জানেন, তবে বলুন দেখি—চন্দ্র কাহার অনভিমত।

শিষ্য। মূর্খ! এ কথা জেনে আমাদের গুরুর কি হবে?

চর। ওহে ব্রাহ্মণ! এ কথা জেনে যা হবে তোমার উপাধ্যায়ই তা জানিবেন, তুমি সরলবুদ্ধি, তুমি কেবল জান, " চন্দ্র পদ্মেরই অনভিমত "।

দেখ,

পদ্ম দেখিতে অতি সুন্দর, কিন্তু তাহার যেরূপ স্বভাব, রূপ সেরূপ নহে; কারণ উহা সম্পূর্ণমণ্ডল চন্দ্রের বিরোধী।

চাণ। (শুনিয়া স্বগত)। অয়ে! এ ব্যক্তি "চন্দ্রগুপ্তের প্রতি বিরক্ত ব্যক্তিদিগকে জানি" এই কথাই ইঙ্গিতে বলিতেছে।

শিষ্য। দূর্ মূর্খ! কি এ সব অসঙ্গত প্রলাপ করিতেছিস্।

চর। ওহে ব্রাহ্মণ! এ সকলিই সুসঙ্গত হয়, —

শিষ্য। কি হলে হয়?

চর। যদি শ্রোতা ও বোদ্ধা লোক পাওয়া যায়।

চাণ। (দেখিয়া)। ভদ্র! সচ্ছন্দে (গৃহে) প্রবেশ কর, (এখানে) শ্রোতা ও বোদ্ধা সকলিই পাইবে।

চর। এই প্রবেশ করি।

(প্রবেশ করিয়া ও চাণক্যের সমীপে উপস্থিত হইয়া)

মহাশয়ের জয় হউক।

চাণ। (দেখিয়া স্বগত)। অনেক কার্য্য একত্র হওয়াতে, কোন্ কার্য্যে নিপুণককে নিযুক্ত করিয়াছি স্মরণ হইতেছে না।—হাঁ স্মরণ হইয়াছে, প্রকৃতিবর্গের মনের ভাব জানিবার জন্য ইহাকে নিযুক্ত করিয়াছি। (প্রকাশ্যে)। ভদ্র! কেমন, ভাল আছ ত? উপবেশন কর।

চর। যে আজ্ঞা মহাশয়।

(ভূমিতে উপবেশন।)

চাণ। ভদ্র! তোমাকে যে কার্য্যে পাঠাইয়াছিলাম, এক্ষণে তাহার বৃত্তান্ত বর্ণন কর। প্রজারা কি বৃষলের প্রতি অনুরক্ত আছে?

চর। আজ্ঞে হাঁ। মহাশয় সেই সেই বিরক্তির কারণ অপনয়ন করাতে সুবিখ্যাতনামা দেব চন্দ্রগুপ্তে সমস্তই প্রজা দৃঢ়তর অনুরক্ত হইয়াছে। কিন্তু প্রথমাবধি রাক্ষসের স্নেহপাশে বদ্ধ কেবল তিন ব্যক্তিই দেব চন্দ্রগুপ্তের রাজলক্ষ্মী সহ্য করিতে পারিতেছে না।

চাণ। (সক্রোধে)। " তাহারা আপনাদিগের জীবনভার সহ্য করিতে পারিতেছে না " এই কথাই তোমার বলা উচিত ছিল। ভদ্র! তাদের নাম কি জান?

চর। আমি কি নাম না জেনে মহাশয়কে নিবেদন করিতেছি?

চাণ। তবে শুনিতে ইচ্ছা করি।

চর। শুনুন্ মহাশয় ; প্রথম—ক্ষপণক মহাশয়ের শত্রুপক্ষের পরম পক্ষপাতী।

চাণ। (সহর্ষ স্বগত)। ক্ষপণক আমাদের শত্রুপক্ষের পরম পক্ষপাতী। (প্রকাশ্যে)। তাহার নাম কি?

চর। তাহার নাম জীবসিদ্ধি।

চাণ। ক্ষপণক আমাদের শত্রুপক্ষের পরম পক্ষপাতী এবিষয় তুমি কি রূপে জানিলে?

চর। কারণ, সে অমাত্যরাক্ষসপ্রেরিত বিষকন্যাকে দেব পর্ব্বতেশ্বরের নিকট প্রেরণ করিয়াছে।

চাণ। (স্বগত)। জীবসিদ্ধি ত আমাদের চর। (প্রকাশ্যে)। ভদ্র! আর কে?

চর। মহাশয়! অপর, অমাত্য রাক্ষসের প্রিয়বয়স্য শকটদাস নামে এক জন কায়স্থ।

চাণ। (ঈষৎ হাস্য করিয়া, স্বগত)। " কায়স্থ " ও অতি তুচ্ছ কথা। কিন্তু সামান্য শত্রুকেও অবজ্ঞা করা উচিত নয়। তাহার নিকট বন্ধুচ্ছলে সিদ্ধার্থককে নিযুক্ত করিয়া দিয়াছি। (প্রকাশ্যে)। ভদ্র! আর এক জনের নাম শুনিতে চাই।

চর। (হাস্য করিয়া)। তৃতীয়,—অমাত্য রাক্ষসের দ্বিতীয় হৃদয়স্বরূপ চন্দনদাস নামে এক জন মণিকারশ্রেষ্ঠী এই কুসুমপুরে বাস করে, যাহার গৃহে কলত্র রাখিয়া অমাত্য রাক্ষস নগর হইতে বহির্গত হইয়াছেন।

চাণ। (স্বগত)। এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই রাক্ষসের পরম মিত্র, নতুবা অভিন্নহৃদয় না হইলে রাক্ষস কখনই কলত্র রাখিয়া যাইতেন না। (প্রকাশ্যে)। ভদ্র! রাক্ষস যে চন্দনদাসের গৃহে কলত্র রাখিয়া গিয়াছেন তাহা তুমি কিরূপে জানিতে পারিলে?

চর। মহাশয়! এই অঙ্গুলিমুদ্রাই আপনাকে সকলি অবগত করাইবে।

(চাণক্যের হস্তে মুদ্রা সমর্পণ।)

চাণ। (মুদ্রা দেখিয়া, গ্রহণ করিয়া, রাক্ষসের নাম পাঠ করিয়া সহর্ষ স্বগত)। রাক্ষস ত আমাদের অঙ্গুলিগত হইয়াছে। (প্রকাশ্যে)। ভদ্র! কি প্রকারে এই অঙ্গুলিমুদ্রা প্রাপ্ত হইলে তাহা প্রকাশ করিয়া বল, আমি শুনিতে ইচ্ছা করি।

চর। শুনুন্ মহাশয়! আপনি আমাকে পৌর জনের চরিত্র দর্শনে নিযুক্ত করিয়াছেন ; সেই আদেশানুসারে আমি পরগৃহে অশঙ্কিত রূপে প্রবেশ করিবার উপায়স্বরূপ এই যমপট লইয়া ক্রীড়া করিতে করিতে মণিকারশ্রেষ্ঠী চন্দনদাসের গৃহে প্রবেশ করিলাম ; তথায় যমপট খুলিয়া গীত গাইতে আরম্ভ করিলাম।

চাণ। তার পর, তার পর।

চর। তার পর, একটী পরমরমণীয়াকৃতি পঞ্চমবর্ষীয় কুমার বালজনসুলভ কৌতূহল হেতু প্রফুল্লনয়নে এক আবরকের (পর্দ্দার) মধ্য হইতে বহির্গত হইতে উপক্রম করিল ; তার পর সেই আবরকের অভ্যন্তরে " হায়! নির্গত হলো, হায়! নির্গত হলো " বলিয়া আতঙ্কসূচক গম্ভীর এক মহান্ কলকল ধ্বনি উত্থিত হইল। তার পর এক জন স্ত্রীলোক দ্বারদেশ দিয়া বদন ঈষৎ বহির্গত করিয়া, কুমার বহির্গত হইতে না হইতেই তাহাকে অনেক ভৎর্সনা করিয়া কোমল বাহুলতা দিয়া ধরিল ; কুমারের সংরোধজনিত সম্ভ্রমে অঙ্গুলিসকল বিচলিত হওয়াতে সেই নারীর করতল হইতে পুরুষাঙ্গুলিপরিমাণানুসারে নির্ম্মিত এই অঙ্গুলিমুদ্রা দেহলীবন্ধে (দ্বারদেশের নিম্নস্থ কাষ্ঠ বিশেষ) পড়িল ; নারী তাহা কিছুই জানিতে পারিল না ; মুদ্রা আমার চরণতলের সমীপে আসিয়া প্রণামনম্রা নববধূর ন্যায় নিশ্চল হইল ; আমিও মুদ্রায় অমাত্য রাক্ষসের নাম অঙ্কিত রহিয়াছে দেখিয়া মহাশয়ের শ্রীচরণে আনিয়া দিয়াছি। এই ত মুদ্রাপ্রাপ্তির বিবরণ।

চাণ। ভদ্র! সব শুনেছি ; এখন যাও ; শীঘ্রই এই পরিশ্রমের উপযুক্ত পুরস্কার পাইবে।

চর। যে আজ্ঞা মহাশয়।

(প্রস্থান করিল।)

চাণ। শার্ঙ্গরব! শার্ঙ্গরব!

শিষ্য। (প্রবেশ করিয়া)। উপাধ্যায় মহাশয়! আজ্ঞা করুন।

চাণ। বৎস! মসীপাত্র (দোয়াত) ও এক খানা পত্র (কাগজ) আন।

শিষ্য। যে আজ্ঞা উপাধ্যায় মহাশয়!

(নির্গত হইয়া পুনঃ প্রবেশ করিয়া)

উপাধ্যায় মহাশয়! এই মসীপাত্র ও পত্র, গ্রহণ করুন।

চাণ। (লইয়া স্বগত)। ইহাতে কি লিখি। এই লেখাতেই রাক্ষসকে জয় করিতে হইবে।

প্রতীহারী। (প্রবেশ করিয়া)। আর্য্যের জয় হউক্।

চাণ। (সহর্ষ স্বগত)। জয়ধ্বনি গ্রহণ করিলাম। (প্রকাশ্যে) শোণোত্তরে! আগমনের প্রয়োজন কি?

প্রতী। আর্য্য! দেব চন্দ্রশ্রী (চন্দ্রগুপ্ত) কমলমুকুলসদৃশ অঞ্জলি শিরে ধারণ করিয়া আর্য্যকে এই নিবেদন করিয়াছেন, যে, "আমি স্বর্গত দেব পর্ব্বতেশ্বরের পারলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন করিতে ইচ্ছাকরি; এবং তৎপরিগৃহীত আভরণগুলি গুণবান্ ব্রাহ্মণগণকে বিতরণ করিতে অভিলাষ করি; ইহাতে মহাশয়ের অনুমতির অপেক্ষা।"

চাণ। (সহর্ষ স্বগত)। সাধু! বৃষল! সাধু, আমার মনের সহিত মন্ত্রনা করিয়াই যেন তুমি এরূপ আবেদন করিয়া পাঠাইয়াছ। (প্রকাশ্যে) শোণোত্তরে! আমার বচনানুসারে বৃষলকে বল গে,— "সাধু! বৎস! সাধু! লোকাচার বিষয়ে তুমি বিলক্ষণ অভিজ্ঞ; অতএব এক্ষণে আপন অভিপ্রেত কার্য্য অনুষ্ঠান কর; কিন্তু পর্ব্বতেশ্বর যে সকল আভরণ পরিধান করিতেন তাহা সকলই মহামূল্য, অতএব ঐ গুলি গুণবান্ ব্রাহ্মণগণকেই প্রদান করা কর্ত্তব্য, এই জন্য আমি স্বয়ং গুণাগুণ বিবেচনা করিয়া সদ্ব্রাহ্মণদিগকে পাঠাইতেছি"।

প্রতী। যে আজ্ঞা আর্য্য!

(প্রস্থান করিল।)

চাণ। শার্ঙ্গরব! শার্ঙ্গরব! বিশ্বাবসু প্রভৃতি তিন জন ভ্রাতাকে আমার কথানুসারে বল গে, তাহারা যেন বৃষলের নিকট হইতে আভরণ গুলি গ্রহণ করিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করে।

শিষ্য। যে আজ্ঞা উপাধ্যায় মহাশয়।

(প্রস্থান করিল।)

চাণ। এটী ত পত্রের শেষে লিখিবার বিষয়, প্রথম কি লেখা যায়।

(চিন্তা করিয়া)

হাঁ হয়েছে; চরদিগের মুখে শুনিয়াছি, যে, যে সকল ম্লেচ্ছরাজবল রাক্ষসের সহায় হইয়াছে তাহার মধ্যে পাঁচ জন সর্ব্বপ্রধান রাজা প্রগাঢ় ভক্তি সহকারে তাঁহার সেবা করিতেছে। যথা—

কুলূতদেশের রাজা চিত্রবর্ম্মা, মলয়াধিপতি পুরুষশ্রেষ্ঠ সিংহনাদ, কস্মীরদেশের অধিপ পুষ্করাক্ষ, সিন্ধুদেশের রাজা শত্রুঘাতন সিন্ধুসেণ, এবং বৃহতুরঙ্গসৈন্যশালী পারসীকপতি মেঘাক্ষ—এক্ষণে এই পাঁচ জনেরই নাম লিখি, চিত্রগুপ্ত (যদি তাহাদের দোষক্ষালন করিতে সমর্থ হয় তবে) ঐ গুলি বিলুপ্ত করুক্।

(চিন্তা করিয়া)

অথবা লিখিব না; সকলই অপ্রকাশ্য থাকুক্।

(প্রকাশ্যে)।—শার্ঙ্গরব! শার্ঙ্গরব!

শিষ্য। (প্রবেশ করিয়া)। উপাধ্যায় মহাশয়! আজ্ঞা করুন।

চাণ। বৎস! শ্রোত্রিয় ব্যক্তি যত্ন পূর্ব্বক লিখিলেও অক্ষর গুলি প্রায়ই অপরিস্ফুট হইয়া থাকে; অতএব আমার বচনানুসারে সিদ্ধার্থককে বলগে—

(কর্ণে বলিয়া).

"কেহ, কিছু, কাহার কাছে, স্বয়ং বক্তব্য" ইত্যাদি কথা লিখিয়া,

শিরোনাম না দিয়া, শকটদাস দ্বারা পত্রখানি লিখায়া এবং তাহা লইয়া আমার নিকট আইসে ; আরও, 'চাণক্য পত্র লিখিতে বলিয়াছে' একথা যেন শকটদাসকে সে না বলে।

শিষ্য। যে আজ্ঞা উপাধ্যায় মহাশয় !।

(প্রস্থান করিল।)

চাণ। (স্বগত)। অহো ! মলয়কেতুকে জয় করা গেল।

সিদ্ধার্থক। (লেখ হস্তে প্রবেশ করিয়া)। আর্য্যের জয় হউক। আর্য্য ! আমার বচনে কোন বিচার না করিয়া শকটদাস এই লেখ স্বহস্তে লিখিয়াছে।

চাণ। (লইয়া দেখিয়া)। অহো ! অক্ষরগুলি কি রমণীয় ! (পাঠ করিয়া)। ভদ্র ! এই মুদ্রা দিয়া অঙ্কিত কর।

সিদ্ধা। যে আজ্ঞা আর্য্য ! (সেইরূপ করিয়া)। আর্য্য ! লেখখানি এই মুদ্রাঙ্কিত হয়েছে ; অতএব আজ্ঞা করুন, অপর কি কার্য্য করিতে হইবে।

চাণ। ভদ্র ! তোমাকে এমন একটী কার্য্যে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করি, যাহা তোমাকে নিজে করিতে হইবে।

সিদ্ধা। (সহর্ষ) আর্য্য ! অনুগৃহীত হলেম ; তা এ দাসজন আর্য্যের কি করিবে আজ্ঞা করুন।

চাণ। ভদ্র! প্রথমে বধ্যস্থানে (মশানে) গিয়া ঘাতক পুরুষ-দিগকে সকোপনয়নে দক্ষিণচক্ষু সঙ্কোচ করিয়া ইঙ্গিত করিবে ; তার পর তাহারা সেই ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া কপট ভয়ে এদিক্ সেদিক্ পলাইলে শকটদাসকে বধ্যস্থান হইতে লইয়া রাক্ষসকে সমর্পণ করিবে; সুহৃদের প্রাণরক্ষা করিলে বলিয়া রাক্ষস তোমাকে যে পুরস্কার দিবেন তাহা লইবে ; কিয়ৎকাল রাক্ষসেরই সেবা করিবে ; তার পর শত্রুসৈন্য সন্নিহিত হইলে এই এই কার্য্য সাধন করিবে।

(কর্ণে বলিল।)

সিদ্ধা। যে আজ্ঞা আর্য্য !

চাণ। শার্ঙ্গরব ! শার্ঙ্গরব !

শিষ্য। (প্রবেশ করিয়া)। উপাধ্যায় মহাশয় আজ্ঞা করুন।

চাণ। কালপাশিক ও দণ্ডপাশিক উভয়কে আমার বচনানুসারে বল গে,—যে, " যে জীবসিদ্ধি নামক ক্ষপণক রাক্ষস কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া বিষকন্যা দ্বারা পর্ব্বতেশ্বরের প্রাণনাশ করিয়াছে, তাহাকে ঐ দোষ উদঘোষণ করিয়া ভৎর্সনা করিতে করিতে নগর হইতে নির্ব্বাসিত করে, " বৃষল এই আজ্ঞা দিতেছে।

শিষ্য। যে আজ্ঞা উপাধ্যায় মহাশয় !

(পরিক্রমণ করিতেছে।)

চাণ। বৎস ! দাঁড়াও, দাঁড়াও ; শকটদাস নামে যে একজন কায়স্থ এই পুরে বাস করে, সে ব্যক্তি, রাক্ষস কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সর্ব্বদা আমাদের শরীরের অনিষ্ট চেষ্টা করিতেছে, তাহাকে ঐ দোষেই শূলে আরোপিত করুক্, আর তাহার সমুদায় পরিবারবর্গকে কারাগারে নিক্ষেপ করুক্।

শিষ্য। যে আজ্ঞা উপাধ্যায় মহাশয় !

(প্রস্থান করিল।)

চাণ। (চিন্তার আকার প্রকাশ করিয়া স্বগত)। তুরাত্মা রাক্ষসকে কি গ্রহণ করা যাইতে পারিবে ?

সিদ্ধা। আর্য্য ! গ্রহণ করিয়াছি।

চাণ। (সহর্ষ স্বগত)। রাক্ষসকে তবে গ্রহণ করা যাইবে। (প্রকাশ্যে)। ভদ্র ! কি গ্রহণ করিয়াছ ?

সিদ্ধা। আর্য্যের আদেশ গ্রহণ করিয়াছি ; তবে এক্ষণে সেই কার্য্য সম্পন্ন করিতে যাই।

চাণ। (অঙ্গুলিমুদ্রাঙ্কিত লেখ সিদ্ধার্থকের হস্তে দিয়া)। ভদ্র ! সিদ্ধার্থক ! যাও তবে, তোমার কার্য্যসিদ্ধি হউক।

সিদ্ধা। যে আজ্ঞা আর্য্য!

(প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল।)

শিষ্য। (প্রবেশ করিয়া)। উপাধ্যায় মহাশয়! কালপাশিক ও দণ্ডপাশিক উভয়ে মহাশয়ের শ্রীচরণে এই নিবেদন করিতেছে—যে, "আমরা দেব চন্দ্রগুপ্তের আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে এই চলিলাম"।

চাণ। ভাল। বৎস! মণিকারশ্রেষ্ঠী চন্দনদাসকে একবার দেখিতে ইচ্ছা হইতেছে।

শিষ্য। যে আজ্ঞা উপাধ্যায় মহাশয়!

(নির্গত হইয়া পুনঃ প্রবেশ করিয়া)

ওহে শ্রেষ্ঠী! এদিকে, এদিকে।

চন্দনদাস। (স্বগত)। নির্দ্দয়হৃদয় চাণক্য নিতান্ত নির্দ্দোষ ব্যক্তিকেও যদি একবার ডাকিয়া পাঠায়, তাহা হইলে তাহারও মনে ভয় জন্মে; আমার ত কথাই নাই, কারণ আমার দোষ আছে। এই ভাবিয়াই আমি ধনসেনপ্রভৃতি তিন জন বণিক্‌কে বলিয়া আসিয়াছি—"হতভাগ্য চাণক্য যদি কখন আসিয়া আমার গৃহ অনুসন্ধান করে, তখন তোমরা সাবধানে অমাত্য রাক্ষসের পরিবারকে স্থানান্তরিত করিও, আমার কপালে যা হয় তা হউক"।

শিষ্য। ওহে শ্রেষ্ঠী! এদিকে, এদিকে।

চন্দ। এই যাই এই।

(উভয়ের পরিক্রমণ।)

শিষ্য। উপাধ্যায় মহাশয়! এই শ্রেষ্ঠী চন্দনদাস।

চন্দ। (অগ্রসর হইয়া)। আর্য্যের জয় হউক।

চাণ। (দৃষ্টিপাত করিয়া)। ওহে শ্রেষ্ঠী! কেমন, সব মঙ্গল ত? এই আসনে উপবেশন কর।

চন্দ। (প্রণাম করিয়া) আর্য্য কি জানেন না, যে, যে ব্যক্তি যেরূপ সম্মানের উপযুক্ত তাহার অতিরিক্ত সম্মান করিলে, তাহার অন্তঃকরণে

পরাভব দুঃখ অপেক্ষাও অধিক কষ্ট হইয়া থাকে। অতএব (আমি আসনে বসিবার উপযুক্ত নই,) এই চিরোচিত ভূমিতেই বসি।

চাণ। ওহে শ্রেষ্ঠী! না, না, এমনও কথা, মাদৃশ ব্যক্তির সহিত তোমার এইরূপই উচিত; অতএব এই আসনেই বস।

চন্দ। (স্বগত)। এ হতভাগ্য অবশ্যই কিছু লক্ষ্য করে বল্‌ছে। (প্রকাশ্যে)। আর্য্যের যেমন আজ্ঞা হয়।

(উপবেশন।)

চাণ। ওহে শ্রেষ্ঠী চন্দনদাস! কেমন, তোমার বাণিজ্য ব্যবসায়ের বেস্‌ লাভ হচ্চে ত?

চন্দ। আজ্ঞা হাঁ; আর্য্যের প্রসাদে আমার বাণিজ্যের কোন ব্যাঘাত নাই।

চাণ। ওহে শ্রেষ্ঠী! চন্দ্রগুপ্তের দোষ দেখিয়া প্রজারা কি এখন অতীত গুণবান্‌ নরপতিদিগকে কখন কখন স্মরণ করিয়া থাকে?

চন্দ। (কর্ণদ্বয়ে হস্ত প্রদান করিয়া)। রাম! রাম! এমন কথা বল্‌বেন না; শরৎকালীন পূর্ণিমাচন্দ্রের ন্যায় চন্দ্রশ্রী ভূপতি হওয়াতে প্রজারা অধিক আনন্দ অনুভব করিতেছে।

চাণ। ওহে শ্রেষ্ঠী! যদি এমন, তবে রাজাও প্রতী প্রজাবর্গের নিকট প্রিয় বস্তু পাইতে ইচ্ছা করেন।

চন্দ। আর্য্য! আজ্ঞা করুন, এ অধীনের নিকট কি বস্তু, অথবা কত অর্থ, লইতে অভিলাষ করেন।

চাণ। ওহে শ্রেষ্ঠী! এ চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য, নন্দরাজ্য নয়; অর্থলোভী নন্দের কেবল অর্থলাভেই পরিতোষ হইত; চন্দ্রগুপ্তের কেবল তোমরা ক্লেশ না পেলেই সুখ।

চন্দ। (সহর্ষ)। আর্য্য! অনুগৃহীত হলেম।

চাণ। ওহে শ্রেষ্ঠী! কি করিলে সেই ক্লেশ না হয় তাহা বোধ করি তোমার আর আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে না।

চন্দ। আর্য্য! কি আজ্ঞা করুন।

চাণ। অধিক কি আর, রাজার প্রেতি প্রতিকূল আচরণ না করিলেই সেই ক্লেশ হয় না।

চন্দ। আর্য্য! আপনি কোন্ হৃতভাগ্য ব্যক্তিকে রাজার বিরোধী বলিয়া স্থির করিয়াছেন?

চাণ। কেন, তুমিই ত তাদের মধ্যে প্রথম।

চন্দ। (কর্ণদ্বয়ে হস্ত প্রদান করিয়া)। রাম! রাম! এমন কথা বল্‌বেন না; এমন কথন মনে কর্‌বেন না; অগ্নির সহিত তৃণের কি কথন বিরোধ ঘট্‌তে পারে?

চাণ। না এমন কিছু বিরোধ নয়, তবে এই যে, তুমি রাজার অনিষ্টকারী অমাত্য রাক্ষসের পরিবার অদ্যাপি নিজ গৃহে রক্ষা করিতেছ।

চন্দ। আর্য্য! এ কথা অলীক; কোন পাজিব্যক্তি আর্য্যের সমীপে এরূপ বলেছে।

চাণ। ওহে শ্রেষ্ঠী! তোমার ভয়ের প্রয়োজন নাই; পূর্ব্বকার রাজপুরুষেরা নবভূপতিভয়ে পুরবাসিগণের অনিচ্ছাতেও তাহাদিগের গৃহে নিজ নিজ পরিবার রাখিয়া দেশান্তরে প্রস্থান করিত। তবে সেই বিষয় গোপন করিলেই দোষ জন্মে।

চন্দ। আজ্ঞা এমন বটে; সে সময় আমার বাটীতে অমাত্য রাক্ষসের পরিবার ছিল।

চাণ। আগে বলিলে "অলীক," এখন আবার বল্‌ছ "ছিল"? এই দুই কথার পরস্পর মিল হইতেছে না।

চন্দ। এই টুকুই কেবল আমার কথার ছল হয়েছে।

চাণ। ওহে শ্রেষ্ঠী! এখন চন্দ্রগুপ্ত রাজা, এখন আর ছল করা চলিবে না; অতএব রাক্ষসের পরিবার সমর্পণ কর, তোমারও ছল ঘুচে যাউক্।

চন্দ। আর্য্য! আমি নিবেদন করিতেছি, সে সময় আমার গৃহে অমাত্য রাক্ষসের পরিবার ছিল।

চাণ। ভাল, এক্ষণে কোথায় গেছে?

চন্দ। কোথায় গেছে তা আমি জানি নে।

চাণ। (ঈষৎ হাস্য করিয়া)। সত্যই কি জান না? ওহে শ্রেষ্ঠী! তোমার মস্তকে ভুজঙ্গ-(সদৃশ রাজদণ্ড) রহিয়াছে; কিন্তু ইহার প্রতীকার বহুদূরে আছে। আরও, নন্দকে যেমন চাণক্য—

(অর্দ্ধেক বলিতে না বলিতে লজ্জা প্রকাশ করিয়া)

চন্দ। (স্বগত)।

(বিরহির) মস্তকোপরি মেঘ গর্জ্জন হইতেছে, কিন্তু প্রিয়তমা দূরবর্ত্তিনী; শিরে সর্পাঘাত, কিন্তু প্রতীকারের মহৌষধ বহুদূরবর্ত্তি হিমগিরিতে রহিয়াছে; অতএব দেখিতেছি আমারও সেই দশা ঘটিল।

চাণ।——অমাত্য রাক্ষস চন্দ্রগুপ্তকে উচ্ছিন্ন করিবে এরূপ মনেও করিও না। দেখ,

নন্দের জীবিতাবস্থায়, বক্রনাস প্রভৃতি পরাক্রমশালী, নীতিবিশারদ সচিবগণ যে রাজলক্ষ্মীকে একদণ্ডও স্থির রাখিতে পারে নাই, সর্ব্বদাই গমনোন্মুখী হইত; চন্দ্রমণ্ডল হইতে জগতের আনন্দদায়িনী কান্তি অপনয়ন করা যেরূপ সুকঠিন, তদ্রূপ সেই রাজলক্ষ্মীকে চন্দ্রগুপ্ত হইতে বিভিন্ন করিতে কোন্ ব্যক্তি মনেও করিতে পারে? আরও,

"কোন্ ব্যক্তি জৃম্ভাকালীন প্রসারিত সিংহের বদন মধ্য হইতে."

(ইত্যাদি পুনঃ কথন।)

চন্দ্র। (স্বগত)। ভাগ্যক্রমে কার্য্য সফল হওয়াতেই তোমার এত আত্মশ্লাঘা শোভা পাইতেছে।

(নেপথ্যে লোক সরাইয়া দিবার শব্দ।)

চাণ। শার্ঙ্গরব! কি এ, দেখে এস দেখি।

শিষ্য। যে আজ্ঞা উপাধ্যায় মহাশয়!

(নির্গত হইয়া পুনঃ প্রবেশ করিয়া)

উপাধ্যায় মহাশয়! রাজা চন্দ্রগুপ্তের আজ্ঞানুসারে রাজার অনিষ্ট-

ক্যারী জীবসিদ্ধি নামক ক্ষপণককে তিরস্কার পূর্ব্বক নগর হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিতেছে।

চাণ। আহা হা! ক্ষপণক!;—অথবা রাজার অনিষ্টচেষ্টার ফলভোগ করুক। ওহে শ্রেষ্ঠী চন্দনদাস! রাজার অনিষ্টকারীদিগের উপর রাজা এইরূপ তীক্ষ্ণ দণ্ড ধারণ করেন; অতএব বন্ধুর বাক্য গ্রাহ্য কর, রাক্ষসের পরিবার প্রত্যর্পণ কর; তাহা হইলেই নানাপ্রকারে রাজার অনুগ্রহের ফল ভোগ করিতে পাইবে।

চন্দ। অমাত্যের পরিবার আমার বাটীতে নাই।

(নেপথ্যে পুনঃ কলকল।)

চাণ। শার্ঙ্গরব! দেখ দেখি আবার এ কি।

শিষ্য। যে আজ্ঞা উপাধ্যায় মহাশয়!

(নির্গত হইয়া পুনঃ প্রবেশ করিয়া)

উপাধ্যায় মহাশয়! রাজা চন্দ্রগুপ্তের আজ্ঞায় রাজার অনিষ্টকারী কায়স্থ শকটদাসকে শূলে দিবার নিমিত্ত লইয়া যাইতেছে।

চাণ। আপন কর্ম্মের ফলভোগ করুক। ওহে শ্রেষ্ঠী! রাজার অনিষ্টকারীদিগের উপর রাজারা এইরূপ তীক্ষ্ণ দণ্ড ধারণ করেন, রাক্ষসের কলত্র গোপন রাখিবার জন্য তোমার যে অপরাধ হইয়াছে তাহা তিনি কখনই ক্ষমা করিবেন না, অতএব পরকলত্র অর্পণ করিয়া তুমি আপন জীবন ও কলত্র রক্ষা কর।

চন্দ। আর্য্য! কি আমাকে ভয় দেখান? আমার বাটীতে অমাত্য রাক্ষসের পরিবার থাকিলেও দিতাম না; এখন ত নাই।

চাণ। চন্দনদাস! এই তুমি স্থির করিয়াছ?

চন্দ। আজ্ঞা হাঁ; এই আমার স্থির নিশ্চয়।

চাণ। (স্বগত)। সাধু! চন্দনদাস! সাধু!

ধনোপার্জ্জনের উপায় থাকিতে কলিকালে শিবি ব্যতীত আর

কোন্ ব্যক্তি পর দুঃখে দুঃখিত হইয়া এরূপ দুষ্কর কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারে?

(প্রকাশ্যে)। চন্দনদাস! এই তুমি স্থির করিয়াছ?

চন্দ। আজ্ঞা হাঁ, এই আমার স্থির নিশ্চয়।

চাণ। (সক্রোধে)। দুরাত্মন্! দুষ্ট বণিক্! তবে রাজার ক্রোধের ফল ভোগ কর্।

চন্দ। (বাহুদ্বয় বিস্তৃত করিয়া)। প্রস্তুত আছি; যাহা আপনার ক্ষমতার অধীন হয় করুন্।

চাণ। (সক্রোধে)। শার্ঙ্গরব! আমার কথানুসারে কালপাশিক ও দণ্ডপাশিককে বল গে—শীঘ্রই এই দুষ্ট বণিক্‌কে নিগ্রহ করুক্। অথবা ও থাক্; দুর্গপাল ও বিজয়পালকে বল গে—এই দুষ্ট বণিকের গৃহগত যাবতীয় সম্পত্তি বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া, পুত্র ও কলত্র সমেত বন্ধন করিয়া রাখুক। ইতিমধ্যে আমি বৃষলকে বলি গে, সে এখন ইহার সর্ব্বস্ব হরণ পূর্ব্বক প্রাণদণ্ড করিবেক্।

শিষ্য। যে আজ্ঞা উপাধ্যায় মহাশয়! ওহে শ্রেষ্ঠী! এদিকে, এদিকে।

চন্দ। (উঠিয়া)। আর্য্য! এই যাই। (স্বগত)। ভাগ্যে ভাগ্যে মিত্রের কার্য্য হেতুই আমার প্রাণনাশ ঘটিল, কিন্তু এবিষয়ে আমার কোন দোষ নাই।

(ইতস্ততঃ পরিক্রমণ করিয়া শিষ্যের সহিত প্রস্থান।)

চাণ। (সহর্ষ)। অহো! এক্ষণে রাক্ষসকে পাওয়া গেল। কারণ, এ ব্যক্তি যেরূপ রাক্ষসের বিপদ্‌কালে আপন প্রাণ তুচ্ছ বস্তুর ন্যায় পরিত্যাগ করিতে উদ্যত; সেইরূপ এ ব্যক্তির বিপদ্‌কালেও তাহার প্রাণ কখনই অধিক আদরণীয় বস্তু হইবে না।

(নেপথ্যে কলকল।)

চাণ। শার্ঙ্গরব!

শিষ্য। (প্রবেশ করিয়া)। উপাধ্যায় মহাশয় আজ্ঞা করুন।

চাণ। জেনে এস দেখি—কি এ।

শিষ্য। (নির্গত হইয়া, দেখিয়া, পুনঃ প্রবেশ করিয়া, সসম্ভ্রমে)। উপাধ্যায় মহাশয়! সিদ্ধার্থক, বধার্থ আনীত শকটদাসকে বধ্যভূমি হইতে লইয়া, এই মাত্র চলিয়া গেল।

চাণ। (স্বগত)। সাধু! সিদ্ধার্থক! সাধু! তুমি নিজ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছ। (প্রকাশ্যে।) কি! বলপূর্ব্বক লইয়া গেল! (সক্রোধে)। বৎস! ভাগুরায়ণকে বল গে—যেন সিদ্ধার্থককে শীঘ্র ধরিয়া আনে।

শিষ্য। (পুনর্ব্বার সেইরূপ করিয়া, প্রবেশ করিয়া, সবিষাদে)। উপাধ্যায় মহাশয়! হায়! ছি ছি! কি কষ্ট! ভাগুরায়ণও পলাইয়াছে।

চাণ। (স্বগত)। নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের সিদ্ধির নিমিত্ত যাক্। (প্রকাশ্যে, কল্পিতক্রোধে)। বৎস! বিষণ্ণ হবার কোন প্রয়োজন নাই; আমার বাক্যানুসারে ভদ্রভট, পুরুষদত্ত, হিঙ্গুরাত, বলগুপ্ত, রাজসেন, রোহিতাক্ষ ও বিজয়বর্ম্মাকে বল গে—যেন তাহারা শীঘ্রই গিয়া দুরাত্মা ভাগুরায়ণকে ধরে।

শিষ্য। যে আজ্ঞা উপাধ্যায় মহাশয়!

(নির্গত হইয়া পুনঃ প্রবেশ করিয়া সবিষাদে)

উপাধ্যায় মহাশয়! হায়! ছি ছি! কি কষ্ট! সমস্ত প্রজামণ্ডলই এককালে ব্যাকুল হয়েছে; ভদ্রভট প্রভৃতি পুরুষেরাও রজনী প্রভাত হইতে না হইতেই পলাইয়াছে।

চাণ। (স্বগত)। সকলেরই পথে কোন অমঙ্গল না হউক। (প্রকাশ্যে)। বিষণ্ণ হবার কোন প্রয়োজন নাই। দেখ,

যাহারা কোন অভিসন্ধি মনে করিয়া গিয়াছে, তাহারা ত অগ্রেই পলাইয়াছে; আর যাহারা এখনও রহিয়াছে, তাহারাও গমনের উদ্‌যোগ করুক। কিন্তু নন্দবংশ ধ্বংস হেতু যে বুদ্ধির ক্ষমতা ও মহিমা

সকলেই দেখিয়াছে, এবং যাহা প্রয়োজন-সিদ্ধিবিষয়ে শত সেনা অপেক্ষাও বলবতী, আমার সেই বুদ্ধিই কেবল না যাউক।

(আসন হইতে উঠিয়া, আকাশে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া, প্রত্যক্ষ দেখিয়াই যেন)

এই আমি দুরাত্মা ভদ্রভটপ্রভৃতিকে ধরিতে চলিলাম। (স্বগত)। দুরাত্মা রাক্ষস! এখন আর কোথায় যাবি?

লোকে যেরূপ যূথভ্রষ্ট, দানজলসিক্ত-কপোলমণ্ডল, বলদর্পে উন্মত্ত, অরণ্যজাত দন্তীকে বুদ্ধিকৌশলে ধরিয়া ভারবহন-কার্য্যে নিযুক্ত করিবার জন্য শৃঙ্খলদ্বারা আবদ্ধ করে, আমিও সেইরূপ অসহায়, বদান্যাভিমানী, সেনাবল হেতু অহঙ্কৃত তোরে অচিরকাল মধ্যেই বুদ্ধিপ্রভাবে হস্তগত করিয়া বৃষলের সচিবকার্য্যে নিযুক্ত করিব।

(সকলের প্রস্থান।)

মুদ্রারাক্ষসে প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত।

মুদ্রারাক্ষস।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

(একজন আহিতুণ্ডিকের প্রবেশ।)

আহি। যাহারা সম্যক্রূপে তন্ত্রযুক্তি * অবগত আছে, যাহারা যথাস্থিত মণ্ডল লিখিতে † সমর্থ, এবং যাহারা মন্ত্ররক্ষণে ‡ পারগ, তাহারাই কেবল সর্পরাজের § সমীপে আনুগত্য করিতে পারে।

(আকাশে)

আর্য্য! কি বলিতেছেন? "কে তুমি?" আর্য্য! আমি একজন আহিতুণ্ডিক, আমার নাম জীর্ণবিষ।

(পুনর্ব্বার আকাশে)

কি বলিতেছেন? "আমিও সাপ খেলিতে ইচ্ছা করি।" আর্য্য কোন্ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন?

(পুনর্ব্বার আকাশে)

কি বলিতেছেন? "রাজকুলসেবক।" আর্য্য ত সাপ খেলেই

---

* সর্পপক্ষে—ঔষধযোজন। রাজপক্ষে—রাজ্যতন্ত্রের ন্যায়ান্যায় যুক্তি।

† সর্পপক্ষে—ভূমিতে মণ্ডলাকার রেখা লিখিতে। রাজপক্ষে—দ্বাদশ রাজমণ্ডল লিখিতে, অর্থাৎ কে স্বপক্ষ কে বিপক্ষ বুঝিয়া পত্রাদি লিখিতে।

‡ সর্পপক্ষে—গারুড়মন্ত্রদ্বারা আত্মরক্ষণ। রাজপক্ষে—মন্ত্রণার রক্ষণ অর্থাৎ গোপন।

§ একপক্ষে সর্পরাজ। অন্যপক্ষে সর্পের ন্যায় তীক্ষ্ণপ্রতাপ রাজা।

থাকেন? কি বলিতেছেন? "কেমন্ করে?" দেখুন, যে সর্পোপজীবী মন্ত্র ও ঔষধিবিষয়ে নিতান্ত অজ্ঞ, যে মত্তগজারোহী অঙ্কুশ গ্রহণ করে না, এবং যে রাজসেবক যুদ্ধে জয়ী হইয়া উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হয়—সেই তিন প্রকার ব্যক্তিরাই অবশ্য বিনাশ প্রাপ্ত হয়। কি? দেখিতে দেখিতেই যে এ ব্যক্তি চলে গেল!

(পুনর্ব্বার আকাশে)

আর্য্য! আপনি আবার কি বলিতেছেন? "এই সকল পেটকের ভিতর কি আছে?" আর্য্য! এতে আত্মজীবিকাসম্পাদনের উপায়-স্বরূপ সাপসকল আছে।

(পুনর্ব্বার আকাশে)

কি বলিতেছেন? "দেখিতে ইচ্ছা করি।" আর্য্য! আমায় ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন, ইহা সাপ দেখাবার স্থান নয়। তবে যদি আপনার নিতান্ত কৌতূহল হয়ে থাকে, তবে আসুন, এই বাটীতে গিয়ে দেখাই।

(পুনর্ব্বার আকাশে)

কি বলিতেছেন? "ইহা প্রভু অমাত্য রাক্ষসের ভবন, এখানে মাদৃশ জনের প্রবেশের অনুমতি নাই।" তবে মহাশয় যান; জীবিকা-প্রসাদে আমার এখানে প্রবেশ আছে। কি? এও যে চলে গেল!

(চারিদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া, [সংস্কৃত ভাষা আশ্রয় করিয়া] * স্বগত)

অহো! কি আশ্চর্য্য! যখন দেখি, চন্দ্রগুপ্ত চাণক্য-বুদ্ধিবলে নিরন্তর পরিরক্ষিত, তখন রাক্ষসের সমুদায় প্রয়াস বিফল বলিয়া বোধ

---

* [ ] এইচিহ্নের অন্তর্গত বাক্যটী বাঙ্গালা অনুবাদকালে উল্লেখ করা নিরর্থক। কিন্তু অবিকল সংস্কৃতের অনুবাদ করাই অভিপ্রেত এই বলিয়া সন্নিবিষ্ট হইল। ইতিপূর্ব্বে আহিতুণ্ডিক নীচজাতিব্যবহৃত প্রাকৃতভাষায় কথা কহিতেছিল, এক্ষণে নির্জন দেখিয়া স্বীয়ভাষা অবলম্বন করিল।

হয়; আবার যখন দেখি, মলয়কেতু রাক্ষস-বুদ্ধিকৌশলে সতত পরিচালিত. তখন আবার চন্দ্রগুপ্তকে রাজ্য হইতে পরিভ্রষ্ট বলিয়া বোধ হয়। তথাহি

কৌটিল্য নিজ ধীশক্তিরূপ রজ্জুদ্বারা চন্দ্রগুপ্তের রাজলক্ষ্মীকে সংযত করিয়া সুস্থির রাখিয়াছে, এরূপ বোধ হইতেছে, কিন্তু রাক্ষসও সামাদি উপায়রূপ হস্ত দ্বারা তাঁহাকে যেন আকর্ষণ করিতেছেন, এরূপও প্রত্যক্ষ করিতেছি।

অতএব নীতিবিশারদ এই উভয় সচিবের বিরোধহেতু রাজলক্ষ্মী সংশয়স্থলে অবস্থিতি করিতেছেন, ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে।

কারণ,

রাজলক্ষ্মী, উপস্থিত বিষয়ে পরস্পর একান্তবিরোধী মন্ত্রিপ্রবর-যুগলের মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া, গহন কাননে পরস্পর বিবদমান বনগজদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তিনী করিণীর ন্যায়, কোন্ পক্ষ অবলম্বন করিবেন নিশ্চয় করিতে না পারিয়া ভয়প্রযুক্ত একবার এদিকে আরবার ওদিকে গতায়াত করাতে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছেন।

তা যাহা হউক, আমি এক্ষণে অমাত্য রাক্ষসকে দেখি।

(অনন্তর আসনোপবিষ্ট স্বগৃহস্থিত একজন পুরুষ কর্ত্তৃক সেব্যমান চিন্তায়মান রাক্ষসের প্রবেশ।)

রাক্ষ। (ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বাষ্পাকুললোচনে)। আঃ! কি কষ্ট! কি কষ্ট! নীতিবিশারদ, পরাক্রমশালী, গুণবান্, শত্রুজেতা নন্দদিগের যদুবংশের ন্যায় এই প্রকাণ্ড বংশ অকরুণ দৈব-বশতঃ একবারে বিনাশ প্রাপ্ত হইল দেখিয়া, নিরন্তর চিন্তাজালে আমার মন ব্যাকুলীভূত হইয়াছে, নয়ন দিবারাত্রি উন্নিদ্রই রহিয়াছে; কিন্তু আমার সেই চিন্তারূপ চিত্রকর্ম্মরচনা আধার-ফলক ব্যতিরেকে নিরবলম্ব ও নিরবচ্ছিন্নই রহিয়াছে।

অথবা

আমি স্বামিভক্তি বিন্দুমাত্রও বিস্মৃত হই নাই, সামাদি প্রয়োগ বিষয়ে আমার মনও বিমূঢ় হয় নাই, আমি কিছুমাত্র প্রাণের ভয় করি না, এবং আমার যশোলাভের অণুমাত্রও অভিলাষ নাই। তবে এই প্রকার পরাধীনতা স্বীকার করিয়া আমার নিপুণরূপে নীতিমার্গে মনোনিবেশ করিবার একমাত্র কারণ এই যে, যদি আমি কোন প্রকারে শত্রু বিনাশ করিয়া স্বর্গত দেব যোগানন্দের কিঞ্চিন্মাত্রও আনন্দ উৎপাদন করিতে পারি।

(আকাশে দত্তদৃষ্টি হইয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে)

ভগবতি! কমলালয়ে! তুমি গুণাগুণ বিবেচনায় নিতান্ত অজ্ঞ।

কারণ,

তুমি কি বুঝিয়া তাদৃশ আনন্দহেতু নন্দদেবকে পরিত্যাগ করিয়া পরম শত্রু মৌর্য্যপুত্রে আসক্ত হইলে? বল। চপলস্বভাবে! লক্ষ্মি! গন্ধদ্বিপের বিনাশ হইলে যেরূপ মদজলধারাও তৎসঙ্গে বিলীন হয়, সেইপ্রকার তুমিও কেন সেই দেবের সহিত বিনাশ প্রাপ্ত হইলে না?

আরও, হা অনভিজাতে! হা পাপে!

পৃথিবীতে কি বিখ্যাতকুলোৎপন্ন ভূপতিগণ একেবারে ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছেন, যে তুমি অকুলীন মৌর্য্যপুত্রকে পতিত্বে বরণ করিয়াছ? অথবা, আকাশকুসুমের ন্যায় নিতান্ত চপল রমণীগণের বুদ্ধি স্বভাবতই পুরুষের গুণাগুণবিবেচনায় একান্ত অসমর্থ।

আরও, দুর্ব্বিনীতে! তবে আমি তোমার আশ্রয়স্থানকে উন্মূলন করিয়া তোমার মনস্কামনা নিষ্ফল করিব।

(চিন্তা করিয়া)

আমি সুহৃত্তম চন্দনদাসের গৃহে পরিজন স্থাপন পূর্ব্বক নগর হইতে নির্গত হইয়া যুক্তিযুক্ত কার্য্যই করিয়াছি। কারণ, ইহাতে তত্রত্য দেবপাদোপজীবী মদীয় সহকারী কর্ম্মচারীরা নিশ্চয় মনে করিবেন, রাক্ষস কুসুমপুরের অভিযোগ-বিষয়ে কখন উদাসীন নয়; সুতরাং তাঁহারা কদাচ শিথিলপ্রযত্ন হইবেন না। চন্দ্রগুপ্তের বিনাশ নিমিত্ত আমরা

যে সকল বিষপ্রদায়ী প্রণিধি নিযোজিত করিয়াছি তাহাদিগের সংগ্রহের জন্য এবং বিপক্ষপক্ষের ভেদসাধনার্থ, দ্রবিণপূর্ণ কোষসঞ্চয় দ্বারা শকটদাসকে নগর মধ্যেই রাখিয়া আসিয়াছি। আর শত্রুপক্ষের প্রতিক্ষণের বৃত্তান্ত পরিগ্রহের নিমিত্ত এবং তদীয় ব্যূহভেদার্থ জীবসিদ্ধি প্রভৃতি সুহৃদ্গণকে নিযোজিত করিয়াছি। অতএব এ বিষয়ে আর অধিক কি করিব,

পুত্রবৎসল নন্দদেব যে মৌর্য্যপুত্রকে শার্দ্দূলপোতের ন্যায় লালন পালন করিয়া অকস্মাৎ সবংশে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছেন, অসহমান দৈব যদি সেই চন্দ্রগুপ্তের বর্ম্মরূপী না হয়েন, তাহা হইলে আমি বুদ্ধিরূপ শর দ্বারা অবশ্যই তাহার মর্ম্মভেদ করিব।

(কঞ্চুকীর প্রবেশ।)

কঞ্চু। যেরূপ চাণক্যনীতি যোগানন্দকে নিপাত করিয়া মৌর্য্যকে ক্রমে নগরে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছে, এবং রাক্ষস জয়লাভার্থ নিরন্তর চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না; সেইরূপ জরাও আমার সমুদায় বিষয়বাসনা নিরস্ত করিয়া মদীয় অন্তঃকরণে কোন ক্রমে ধর্ম্মকে স্থাপিত করিয়াছে, এবং সেই ধর্ম্ম ক্রমশঃ প্রবলও হইতেছে; কিন্তু রাজসেবা-হেতু প্রাপ্তাবকাশ লোভরিপু এক্ষণে ধর্ম্মকে পরাজয় করিবার অভিলাষে যথেষ্ট প্রয়াস পাইতেছে, কিন্তু কোনক্রমেই জয়ী হইয়া উঠিতে পারিতেছে না।

(দেখিয়া)

এই যে অমাত্য রাক্ষস।

(পরিক্রমণ পূর্ব্বক সমীপে উপস্থিত হইয়া)

অমাত্যের মঙ্গল হউক।

রাক্ষ। আর্য্য জাজলে! অভিবাদন করি। প্রিয়ম্বদক! আর্য্যকে আসন এগিয়ে দাও।

প্রিয়ং। এই আসনে আর্য্য বসুন।

কঞ্চু। (উপবেশন করিয়া)। অমাত্য! কুমার মলয়কেতু অমাত্যকে এই বিজ্ঞাপন করিয়াছেন,—" বহুকালাবধি আর্য্য শরীরোচিত সংস্কারসকল পরিত্যাগ করিয়াছেন, এজন্য আমার মনে অত্যন্ত কষ্ট বোধ হয়। স্বামিগুণ সহসা বিস্মৃত হইতে পারা যায় না বটে, কিন্তু আমার অনুরোধ রক্ষা করাও আর্য্যের কর্ত্তব্য।"

(ইহা বলিয়া আভরণগুলি দেখাইয়া)

অমাত্য! কুমার এই সকল আভরণ নিজশরীর হইতে উন্মোচন করিয়া পাঠাইয়াছেন, অতএব আপনি পরিধান করুন।

রাক্ষ। আর্য্য জাজলে! তুমি আমার বচনানুসারে কুমারকে জানাইবে,—" আমি তোমার গুণপক্ষপাতী হইয়া স্বামিগুণসকল বিস্মৃত হইয়াছি। কিন্তু

হে নৃপশ্রেষ্ঠ! যাবৎকাল আমি তোমার সমস্ত রিপুচক্র নিঃশেষ করিয়া তোমার হেমাঙ্গ সিংহাসন সুগাঙ্গপ্রাসাদে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারি, তাবৎ পরপরিভব-হেতু নিতান্ত দুঃখিত এই নির্ব্বীর্য্য অঙ্গে স্বল্পমাত্রও সংস্কার বিধান করিব না।"

কঞ্চু। আপনি অধিনায়ক মন্ত্রী থাকিতে কুমারের ইহা অসুলভ নহে। অতএব কুমারের এই প্রথম প্রণয় আপনি প্রতিমানিত করুন।

রাক্ষ। আর্য্য! কুমারের ন্যায় তোমারও বচন অনতিক্রমণীয়, অতএব কুমারের আজ্ঞা অনুষ্ঠান করি।

কঞ্চু। (ভূষণগুলি পরিধান করাইয়া)। তোমার মঙ্গল হউক, আমি আসি।

রাক্ষ। আর্য্য! অভিবাদন করি।

কঞ্চু। আমি আপন কর্ম্মে চলিলাম।

(ইহা বলিয়া সৎকৃত হইয়া নিষ্ক্রান্ত হইল।)

রাক্ষ। প্রিয়ম্বদক! দেখ দেখি, আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত কে এ দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া আছে।

প্রিয়ং। যে আজ্ঞা আর্য্য।

(নিষ্ক্রান্ত হইয়া আহিতুণ্ডিককে দেখিয়া)

আর্য্য ! কে তুমি ?

আহি। ভদ্র ! আমি আহিতুণ্ডিক, আমার নাম জীর্ণবিষ। অমাত্য রাক্ষসের সম্মুখে সাপ খেলিতে ইচ্ছা করি।

প্রিয়ং। দাঁড়াও তবে, অমাত্যের নিকট গিঁয়া নিবেদন করি।

(রাক্ষসের সমীপে উপস্থিত হইয়া)

আর্য্য ! এ ব্যক্তি সর্পোপজীবী অমাত্যের সন্নিধানে সাপ খেলিতে ইচ্ছা করে।

রাক্ষ। (অশুভ-সূচক বামাক্ষিস্পন্দ প্রকাশ করিয়া আত্মগত)। কি ! প্রথমেই সর্পদর্শন হলো। (প্রকাশে)। প্রিয়ম্বদক ! আমার সর্পদর্শনে কৌতূহল নাই, অতএব তুমি তাহাকে পরিতুষ্ট করিয়া বিদায় কর।

প্রিয়ং। যে আজ্ঞা আর্য্য।

(নিষ্ক্রান্ত হইয়া আহিতুণ্ডিকের নিকট গমন করিয়া)

ভদ্র ! অমাত্য তোমার খেলা না দেখিয়াই এই তোমাকে পুরস্কার দিয়াছেন।

আহি। ভদ্র ! আমার বাক্যানুসারে অমাত্যকে এই নিবেদন কর গিয়ে, যে, "আমি কেবল সর্পোপজীবী নহি, প্রাকৃতকবিও বটে। তবে যদি অমাত্য একান্তই আমায় দেখা দিয়ে অনুগ্রহ না করেন, তবে অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই পত্রখানি পাঠ করুন।"

(পত্র অর্পণ করিল।)

প্রিয়ং। (পত্রগ্রহণ পূর্ব্বক রাক্ষসের নিকট উপস্থিত হইয়া)। অমাত্য ! আহিতুণ্ডিক এই নিবেদন করিতেছে যে—"আমি কেবল সর্পোপজীবী নহি, প্রাকৃতকবিও বটে। তবে যদি অমাত্য একান্তই আমায় দেখা দিয়ে অনুগ্রহ না করেন, তবে অনুগ্রহপূর্ব্বক এই পত্রখানি পাঠ করুন।"

রাক্ষ। (পত্র গ্রহণ করিয়া পাঠ করিলেন।)

আপন কৌশলগুণে, মধুকরসুনিপুণে,
পান করি কুসুমের সার।
যে মধু বমন করে, সেই মধু করে পরে,
অপরের কত উপকার ॥

রাক্ষ। (আত্মগত)। অয়ে ! "আমি কুসুমপুরের বৃত্তান্ত অবগত আছি, এবং আপনার প্রণিধি," এই কথা এই কবিতায় ব্যক্ত করিতেছে। আঃ ! মন নানাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকাতে এবং প্রণিধিবর্গও অনেক হওয়াতে আমি বিস্মৃত হইয়াছিলাম, এক্ষণে মনে পড়িয়াছে, এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই আহিতুণ্ডিকচ্ছলে কুসুমপুর হইতে প্রত্যাগত বিরাধগুপ্তই হইবে। (প্রকাশে)। প্রিয়ম্বদক ! এ ব্যক্তিকে প্রবেশিত কর, এ সুকবি বটে, ইহার নিকট আরও সুমধুর বাক্য শুনিতে হইবে।

প্রিয়ং। যে আজ্ঞা আর্য্য।

(আহিতুণ্ডিকের নিকট উপস্থিত হইয়া)

আসুন আর্য্য, আসুন।

আহি। (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া, দেখিয়া, স্বগত)। অয়ে ! এই যে অমাত্য রাক্ষস বসিয়া আছেন। [সংস্কৃত ভাষা আশ্রয় করিয়া] যাঁহার উদ্‌যোগ ও যত্ন দেখিয়া পুনর্বিয়োগ আশঙ্কায় রাজলক্ষ্মী অদ্যাপি মৌর্য্যের বক্ষঃস্থলে দক্ষিণ স্তন স্থাপন করিয়া গাঢ়ালিঙ্গন-জনিত অনির্ব্বচনীয় সুখ অনুভব করিতে পারিতেছেন না ; বাম বাহুলতা মৌর্য্যের স্কন্ধে শিথিলভাবে নিবেশিত করিয়াছেন বটে, কিন্তু ভয়প্রযুক্ত পরাবৃত্তমুখী হইয়া রহিয়াছেন ; মৌর্য্য বলপূর্ব্বক দক্ষিণ বাহুলতা স্বীয় স্কন্ধোপরি বারংবার নিহিত করিলেও তাহা তৎক্ষণাৎ ক্রোড়ে আসিয়া পড়িতেছে ; ইনিই সেই অমাত্য। (প্রকাশে)। অমাত্যের জয় হউক।

রাক্ষ। (অবলোকন করিয়া)। অয়ে ! বিরাধ নাকি ?

(এই কথা অর্দ্ধেক বলিয়াই স্মরণ হওয়াতে)

প্রিয়ম্বদক! এখন সর্প লইয়া ক্ষণেক বিনোদন করিব, তবে পরিজনবর্গ সকলেই বিশ্রাম করুক গে, এবং তুমিও আপন নিয়মিত কার্য্যে নিযুক্ত হও গে।

প্রিয়ং। যে আজ্ঞা অমাত্য।

(পরিবারবর্গ-সমেত নিষ্ক্রান্ত হইল।)

রাক্ষ। সখে বিরাধগুপ্ত! এই আসনে উপবেশন কর।

বিরা। যে আজ্ঞা অমাত্য।

(উপবেশন করিল।)

রাক্ষ। (নিরীক্ষণ করিয়া খিন্নমনে)। অহো! দেব-পাদপদ্মোপজীবী জনের এই প্রকার দুরবস্থা ঘটিয়াছে!

(এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।)

বিরা। অমাত্য! বৃথা শোক করিবেন না, অমাত্যের প্রযত্নে অচির-কাল মধ্যেই আমরা পূর্ব্বতন অবস্থা প্রাপ্ত হইব।

রাক্ষ। সখে বিরাধগুপ্ত! এক্ষণে কুসুমপুরের বৃত্তান্ত বর্ণন কর।

বিরা। অমাত্য! কুসুমপুরের বৃত্তান্ত অতিবিস্তীর্ণ, অতএব আজ্ঞা করুন, কোন্ ঘটনা হইতে বলিতে আরম্ভ করি?

রাক্ষ। সখে! চন্দ্রগুপ্তের নগরপ্রবেশ হইতে আরম্ভ করিয়া আমার প্রেরিত বিষপ্রদায়ী প্রণিধিবর্গ কি কি কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছে, তৎসমুদায় আদ্যোপান্ত শুনিতে ইচ্ছা করি।

বিরা। এই বলিতেছি। শক যবন কিরাত কাম্বোজ পারসীক বাহ্লীক প্রভৃতি চন্দ্রগুপ্ত ও পর্ব্বতেশ্বরের সৈন্যদল, চাণক্য-বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইয়া, প্রলয়-কালে বিচলিত-জলরাশি জলনিধির ন্যায়, কুসুমপুরের চারি দিক উপরোধ করিল।

রাক্ষ। (শস্ত্র আকর্ষণ করিয়া সসম্ভ্রমে)। আমি জীবিত থাকিতে, কার্ সাধ্য কুসুমপুর রোধ করে?——প্রবীরক! প্রবীরক! এখনই——ধনুর্দ্ধারী পুরুষগণ প্রাচীরের চতুষ্পার্শ্বে ক্ষিপ্রাস্ত্রসকল নিক্ষেপ করুক, শত্রুদিগের গজঘটা-বিনাশে সমর্থ মাতঙ্গ-দল তোরণদ্বারে অবস্থিতি করুক; এবং যাহাদের জয়লাভজনিত যশোবাসনা বলবতী, তাহারা প্রাণভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার সহিত একমন হইয়া দুর্ব্বল শত্রুবল মন্থন করণার্থ নির্গত হউক।

বিরা। অমাত্য! এত উদ্বিগ্ন হইবেন না। আমি ভূত বৃত্তান্তই বর্ণন করিতেছি।

রাক্ষ। কি? এ ঘটনা হয়ে গিয়েছে? আমি মনে করিলাম যেন এখনই ঘটিয়াছে।

(শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া সজলনয়নে)

হা দেব নন্দ! আপনি রাক্ষসের প্রতি যে সকল অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেন, সে সমুদায় তাহার এক্ষণে স্মরণ হইতেছে। আপনি এবম্বিধ বিপৎকালে অনুমতি প্রদান করিতেন, যে, যে স্থলে নীরদনীল গজঘটা বিরাজমান হইতেছে সেখানে রাক্ষস গমন করুক, চঞ্চলজলসদৃশ প্লুত-গামী অশ্বসৈন্য রাক্ষসই পরিচালিত করুক, এবং রাক্ষসই শত্রুপদাতির ব্যূহমধ্যে নিজ সৈন্য প্রবেশিত করুক; এইরূপ এক কালে আমাকে নানাবিষয়ক আজ্ঞা দিয়া বাৎসল্য হেতু মনে করিতেন যেন নগরমধ্যে সহস্র রাক্ষস বাস করিতেছে।—তার পর, তার পর?

বিরা। তার পর, দেব সর্ব্বার্থসিদ্ধি চতুষ্পার্শ্বে কুসুমপুর অবরুদ্ধ দেখিয়া, এবং বহুদিন হইতে পুরবাসীরা কঠিন উপরোধ-দুঃখ বহন করিতেছে ইহা দেখিতে অসহমান হইয়া, সেই অবস্থায় পৌরগণের মঙ্গলার্থ সুরঙ্গ দিয়া অপক্রান্ত হইয়া তপোবনে প্রস্থান করিলে; স্বামিবিয়োগ হেতু আপনাদিগের সৈন্যদল ভগ্নোৎসাহ হইলে; [বিপক্ষগণের জয়ঘোষণার ব্যাঘাত-উৎপাদন প্রভৃতি সাহস কার্য্য

দ্বারা নগরবাসীদিগের আন্তরিক ভাব অনুমানে বুঝিয়া]* পুনর্ব্বার নন্দরাজ্য উদ্ধারার্থ আপনারা সুরঙ্গ আশ্রয় করিলে; এবং চন্দ্রগুপ্ত-বধের নিমিত্ত আপনি যে বিষকন্যা প্রেরণ করিয়াছিলেন তদ্দ্বারা নিরপরাধী পর্ব্বতেশ্বর বিনাশিত হইলে;——

রাক্ষ। সখে আশ্চর্য্য দেখ,

যেরূপ কর্ণ অর্জুনবিনাশার্থ একপুরুষঘাতিনী ইন্দ্রদত্ত শক্তি রক্ষা করিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু পরিশেষে সেই শক্তি দ্বারা ঘটোৎকচকে নিধন করিয়া কৃষ্ণের যথেষ্ট উপকার সাধন করিয়াছিলেন, সেইরূপ আমিও একপুরুষব্যাপাদিনী যে বলবতী বিষকন্যা চন্দ্রগুপ্তবধার্থ প্রেরণ করিয়াছিলাম, সেই কন্যা বধার্থ-মনোনীত পর্ব্বতেশ্বরকে বিনষ্ট করিয়া চাণক্যহতকের পরম উপকার সম্পাদন করিল!

বিরা। অমাত্য! এবিষয়ে দৈবেরই ইচ্ছা বলবতী, আপনি কি করিবেন?

রাক্ষ। তার পর, তার পর?

বিরা। তার পর, কুমার মলয়কেতু পিতৃবধহেতু ভীত হইয়া কুসুম-পুর হইতে অপক্রান্ত হইলে, পর্ব্বতকভ্রাতা বৈরোধককে (অভয়প্রদান ও রাজ্যার্দ্ধদানের অঙ্গীকার দ্বারা) বিশ্বস্ত করিলে, এবং চন্দ্রগুপ্তের নন্দ-ভবনপ্রবেশ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলে, চাণক্যহতক কুসুমপুরবাসী সকল সূত্রধারকেই ডাকাইয়া কহিল, যে, দৈবজ্ঞবচনানুসারে অদ্যকার অতি প্রশস্ত অর্দ্ধরাত্র সময়েই চন্দ্রগুপ্তের নন্দভবনপ্রবেশ হইবে; অতএব প্রথম তোরণদ্বার অবধি সমুদায় রাজভবনের সংস্কার কর। তদনন্তর সূত্র-ধারেরা কহিল, আর্য্য! দারুবর্ম্মা-নামক এক সূত্রধার রাজা চন্দ্রগুপ্তের নন্দভবনপ্রবেশ পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়া কনকতোরণাদি সংস্কার-বস্তুর বিশেষরূপ বিন্যাস দ্বারা প্রথম দ্বারের সংস্কার করিয়াছে; এক্ষণে আমরা অন্তঃপুরের সংস্কার করি গে। তৎপরে চাণক্যবটু, আদেশ না

* এই স্থলের সংস্কৃত মূলের অর্থ অতিদুর্ব্বোধ। টীকাকার যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ও তদনুসারে যে পাঠান্তর সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তাহাও কিছু বুঝা গেল না। অতএব স্বমনঃকল্পিত অর্থ অবলম্বন করিয়াই অনুবাদ করা গেল। পাঠকগণ একবার মূল দর্শন করিয়া অর্থের তারতম্য বিবেচনা করিবেন।

পাইয়াই দারুবর্ম্মা রাজভবন-দ্বারের সংস্কার করিয়াছে বলিয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়া, ক্ষণকাল তদীয় নৈপুণ্য অভিনন্দন করিয়া কহিল, অবিলম্বেই দারুবর্ম্মা এই নৈপুণ্যের সমুচিত ফল প্রাপ্ত হইবে।

রাক্ষ। (উদ্বিগ্নচিত্তে)। সখে! চাণক্যবটুর পরিতোষ কোথায়? আমি স্পষ্টই বুঝিতেছি, দারুবর্ম্মার সমুদায় যত্ন হয় নিষ্ফল হইবে, নয় অনিষ্টফলক হইবে। যে হেতু দারুবর্ম্মার বুদ্ধিভ্রংশ হেতুই হউক, অথবা রাজভক্তির আতিশয্য বশতই হউক, নিয়োগকাল প্রতীক্ষা না করাতেই চাণক্যবটুর মনে দৃঢ়তর সন্দেহ জন্মিয়াছে। তার পর, তার পর?

বিরা। তার পর, চাণক্যহতক "অদ্য অনুকূললগ্নে অর্দ্ধরাত্র সময়ে চন্দ্রগুপ্তের নন্দভবনপ্রবেশ হইবে" এই কথা শিল্পিগণ ও পৌরজন-দিগকে অবগত করাইয়া, সেই ক্ষণেই পর্ব্বতেশ্বরভ্রাতা বৈরোধককে চন্দ্রগুপ্তের সহিত এক আসনে উপবেশন করাইয়া, পৃথিবী-রাজ্য অর্দ্ধেক অর্দ্ধেক ভাগ করিয়া দিল।

রাক্ষ। পর্ব্বতেশ্বরভ্রাতা বৈরোধককে পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত রাজ্যার্দ্ধ কি দান করেছে?

বিরা। অমাত্য! আজ্ঞা হাঁ।

রাক্ষ। (আত্মগত)। অতিধূর্ত্ত চাণক্যবটু নিশ্চয়ই সেই নির্দোষী বৈরোধকেরও কোনপ্রকার গোপনীয় বধোপায় স্থির করিয়া পর্ব্বতে-শ্বর-বধজনিত অপযশ পরিহারের নিমিত্ত এই লোকপ্রসিদ্ধি প্রচার করেছে। (প্রকাশে)। তার পর, তার পর?

বিরা। তদনন্তর, অর্দ্ধরাত্রসময়ে চন্দ্রগুপ্তের নন্দভবনপ্রবেশ প্রথমেই প্রকাশিত হইলে, এবং বৈরোধকের অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হইলে, হিমশুভ্র-মুক্তাহারে বিরচিত বর্ম্মে তাঁহার শরীর আচ্ছাদিত হইল, মণিময় কিরীটভারে রুচির কুন্তলনিচয় নিবিড়রূপে সংযত হইল, সুগন্ধি-কুসুমে সুশোভিত মালায় বক্ষঃস্থল শোভমান হইল; এমন কি, নিতান্ত পরিচিত ব্যক্তিরাও কিছুই চিনিতে পারিল না; এইরূপে বৈরোধক অবিকল চন্দ্রগুপ্তের আকার ধারণ করিয়া, চাণক্যহতকের আদেশানু-সারে চন্দ্রগুপ্তের বাহন চন্দ্রলেখা-নাম্নী করিণীর পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক,

চন্দ্রগুপ্তানুযায়ী রাজন্যগণ কর্ত্তৃক অনুগম্যমান হইয়া সত্বরগমনে নন্দদেবের ভবনে প্রবেশ করিতে উপক্রম করিলে. আপনার প্রেরিত সূত্রধার দারুবর্ম্মা, বৈরোধককে চন্দ্রগুপ্ত বোধ করিয়া, তাহার মস্তকোপরি নিপাতনের নিমিত্ত যন্ত্রতোরণ সুসজ্জিত করিল। এমন সময়ে চন্দ্রগুপ্তানুযায়ি ভুমিপালগণ বাহন-মুখরজ্জু আকর্ষণ পূর্ব্বক বহির্দ্দেশে দণ্ডায়মান হইলে, আপনার প্রেরিত চন্দ্রগুপ্তের হস্তিপক বর্ব্বরকও কনকদণ্ডান্তর্গত অসিপুত্রিকা আকর্ষণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া, কনকশৃঙ্খল-মুখাবলম্বিনী কনকদণ্ডিকা হস্ত দ্বারা গ্রহণ করিল।

রাক্ষ। দুই জনেরই অস্থানে প্রয়াস হইয়াছে। তার পর, তার পর?

বিরা। অনন্তর, করিণী জঘন-তাড়ন আশঙ্কা করিয়া অতিবেগে গমনহেতু পূর্ব্বাপেক্ষা বিভিন্ন গতি আরম্ভ করিল; তাহাতে দারুবর্ম্মা যে যন্ত্রতোরণ করিণীর পূর্ব্বের গতি-অনুসারে নিক্ষেপ করিয়াছিল, তাহা লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়াতে, চন্দ্রগুপ্ত বোধে বৈরোধকের উপরি পতিত না হইয়াই, কৃপাণপাণি ব্যগ্রহস্ত নিরপরাধী বর্ব্বরকের মস্তকে পড়িয়া তাহাকে বিনষ্ট করিল। পরে দারুবর্ম্মা যন্ত্রতোরণ-নিক্ষেপ আত্মবিনাশের হেতু স্থির করিয়া তৎক্ষণাৎ উত্তুঙ্গ তোরণস্থানে আরোহণ পূর্ব্বক যন্ত্রঘটনের মূলস্বরূপ লৌহময় কীলক দ্বারা নিরপরাধী বৈরোধককে হস্তিনীপৃষ্ঠে থাকিতে থাকিতেই বিনাশ করিল।

রাক্ষ। হায়! কি কষ্ট! এককালেই দুই অনর্থ উপস্থিত। চন্দ্রগুপ্ত বিনষ্ট না হয়ে বৈরোধক ও বর্ব্বরক হত হইল! (মনের আবেগের সহিত আত্মগত)। এ ত বৈরোধক ও বর্ব্বরকের বিনাশ নয়, দৈব আমাদেরই বিনাশ সাধন করিলেন। (প্রকাশে)। সেই সূত্রধার দারুবর্ম্মা এখন কোথায়?

বিরা। বৈরোধকের অগ্রগামী পদাতিলোকে তাহাকে লোষ্ট্রাঘাতেই, বিনষ্ট করিয়াছে।

রাক্ষ। (অশ্রুপূর্ণনয়নে)। হায়! কি কষ্ট! কি কষ্ট! আমরা বৎসল প্রিয়সুহৃৎ দারুবর্ম্মা বিহীন হইলাম!——ভাল, বৈদ্যরাজ অভয়দত্ত সেখানে কি অনুষ্ঠান করেছেন?

বিরা। অমাত্য! সবই অনুষ্ঠান করেছেন।

রাক্ষ। (সহর্ষ)। সখে বিরাধগুপ্ত! চন্দ্রগুপ্তহতক কি হত হইয়াছে?

বিরা। অমাত্য! দৈববশতঃ হত হয় নাই।

রাক্ষ। (বিষণ্ণভাবে)। তবে যে এখনি আহ্লাদ পূর্ব্বক বলিলে, সবই অনুষ্ঠান করেছেন?

বিরা। অমাত্য! অভয়দত্ত চন্দ্রগুপ্তবিনাশার্থ বিষচূর্ণমিশ্র ঔষধ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কিন্তু চাণক্যহতক কনকময়পাত্র-স্থিত ঐ ঔষধ বর্ণান্তরপ্রাপ্ত দেখিয়া চন্দ্রগুপ্তকে কহিল, "বৃষল! বৃষল! এ ঔষধ বিষচূর্ণমিশ্র, পান করিও না।

রাক্ষ। চাণক্যবটু অত্যন্ত শঠ। ভাল, সে বৈদ্যের কি হইল?

বিরা। সেই বৈদ্যকে সেই ঔষধ পান করাইল, সুতরাং তিনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

রাক্ষ। (বিষণ্ণভাবে)। আহাহা! প্রকাণ্ড বিজ্ঞানরাশি পরলোক প্রাপ্ত হইলেন!—ভদ্র! ভাল, শয়নাগারে নিযোজিত সেই প্রমোদকের কি ঘটিয়াছে?

বিরা। আত্মবিনাশ।

রাক্ষ। (উদ্বিগ্নচিত্তে)। কেমন করে?

বিরা। সেই মূর্খ আপনাদিগের প্রদত্ত বিপুল অর্থরাশি প্রাপ্ত হইয়া মহাধুমধামে ব্যয় পূর্ব্বক উপভোগ করিতে আরম্ভ করেছিল। তার পর, চাণক্যহতক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি এত অর্থ কোথায় পাইলে? সে নানাপ্রকার অসম্বদ্ধ বাক্যে উত্তর দিলে, চাণক্যহতক তাহাকে আশ্চর্য্যজনক উপায়ে বধ করিতে আজ্ঞা দিল।

রাক্ষ। (উদ্বিগ্নচিত্তে)। এ স্থলেও দৈব আমাদিগকে পরাভূত করিলেন। ভাল, চন্দ্রগুপ্তের শয়নাগারগত সুরঙ্গ মধ্যে লুক্কায়িত থাকিয়া তাহার শরীরে অস্ত্রাঘাত করিবার নিমিত্ত আমরা যে বীভৎসক প্রভৃতি প্রণিধিদিগকে প্রেরণ করিয়াছিলাম, তাদের বৃত্তান্ত কি?

বিরা। অমাত্য! সে বৃত্তান্ত অতি ভয়ানক!

রাক্ষ। (মনের আবেগের সহিত)। কেমন ভয়ানক বৃত্তান্ত? তাহারা সেখানে ছিল, তাহা কি চাণক্যহতক জানিতে পারিয়াছে?

বিরা। আজ্ঞা হাঁ।

রাক্ষ। কেমন করে?

বিরা। দুরাত্মা চাণক্য চন্দ্রগুপ্তের শয়নাগারে প্রবেশের পূর্ব্বেই স্বয়ং তথায় প্রবেশ করিয়া চারি দিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল; তার পর এক ভিত্তির ছিদ্র হইতে অন্নকণা মুখে করিয়া কতকগুলি পিপীলিকা বহির্গত হইতেছে দেখিয়া, এই গৃহগর্ভে অবশ্যই গুপ্ত চর আছে বুঝিতে পারিয়া, সেই শয়নগৃহে অগ্নি সংলগ্ন করিয়া দিল; সেই গৃহ দগ্ধ হইতে আরম্ভ হইলে, বীভৎসক প্রভৃতি সকলেই, ধূমজালে দৃষ্টিপথ অবরুদ্ধ হওয়াতে, প্রথমে আচ্ছাদিত নির্গমনমার্গ দেখিতে না পাইয়া, সেই সুরঙ্গ মধ্যেই দগ্ধ ও মৃত হইয়াছে।

রাক্ষ। (অশ্রুপূর্ণলোচনে)। সখে! দেখ, চন্দ্রগুপ্তের সৌভাগ্যে সকলেই কালগ্রাসে পতিত হইল!

(চিন্তা করিয়া)

সখে! দুরাত্মা চন্দ্রগুপ্তহতকের দৈবানুকূলতা দেখ। কারণ,

আমি যে বিষময়ী কন্যা চন্দ্রগুপ্ত-বিনাশার্থ গোপনে নিযোজিত করিয়াছিলাম, তাহা দৈববলে তাহারই রাজ্যার্দ্ধভাগী পর্ব্বতককে বিনাশ করিল; আর. যন্ত্রনির্ম্মাণ বিষপ্রদান প্রভৃতি কার্য্যে যে সকল প্রণিধি প্রেরণ করিয়াছিলাম, তাহারাও নিজবিরচিত বধোপায় দ্বারাই বিনাশিত হইল; অতএব দেখ, আমি যে সমুদায় নীতি প্রয়োগ করিলাম, তাহা সমস্তই মৌর্য্যেরই নানাপ্রকারে হিতসাধক হইয়া উঠিল।

বিরা। অমাত্য! তথাপি প্রারব্ধ বিষয় কখনই পরিত্যাগ করা উচিত নয়। দেখুন অমাত্য!

অধম ব্যক্তিরা ব্যাঘাত-ভয়ে কার্য্যে প্রবৃত্তই হয় না; মধ্যমবিধ লোকেরা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া বিঘ্নতাড়িত হইলে প্রতিনিবৃত্ত হয়; আর আপনার ন্যায় উত্তমগুণশালী পুরুষেরা কার্য্যকালে বিঘ্নদ্বারা বারংবার প্রতিহত হইয়াও প্রারব্ধ কার্য্যভার বহন করেন।

আরও,

অনন্তদেব মস্তক হইতে মেদিনী নিক্ষেপ করিতেছেন না বলিয়া কি তাঁহার শরীরে ভারবেদনা বোধ হয় না? দিনপতি নিশ্চল থাকেন না বলিয়া কি তাঁহার পরিশ্রম হয় না? কিন্তু মাননীয় ব্যক্তিগণ নীচ লোকের ন্যায় অঙ্গীকৃত বিষয় পরিত্যাগ করিতে লজ্জা বোধ করেন; অঙ্গীকৃত বিষয়ের সমাপন করাই সাধুদিগের কুলব্রত।

রাক্ষ। সখে! প্রারব্ধ যে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নয়, তাহা তোমার বিলক্ষণ প্রত্যক্ষ হইয়াছে। তার পর, তার পর?

বিরা। তার পর, সেই অবধি চাণক্যহতক চন্দ্রগুপ্তের শরীর-রক্ষার্থ সহস্রগুণ সাবধান হইয়াছে। এবং "এই সকল লোক হইতে এইরূপ ঘটিতে পারে" এই বিবেচনায় অহরহঃ অন্বেষণ পূর্ব্বক কুসুমপুরবাসী নন্দদেবের অমাত্য ব্যক্তিগণের নিগ্রহ করিয়াছে।

রাক্ষ। (মনের আবেগের সহিত)। বয়স্য! কার কার নিগ্রহ করিয়াছে?

বিরা। অমাত্য! প্রথমেই ত ক্ষপণক জীবসিদ্ধিকে তিরস্কার করিয়া নগর হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়াছে।

রাক্ষ। (আত্মগত)। ইহা বড় অসহ্য নয়, যে ব্যক্তির পরিবার নাই, স্থানান্তরিত-করণ তাহার পক্ষে পীড়াদায়ক হইবে না।(প্রকাশে)। সখে! কোন্ অপরাধ দেখিয়া ইহাকে নির্ব্বাসিত করিল?

বিরা। এই দুরাত্মা রাক্ষস-প্রযোজিত বিষকন্যা দ্বারা পর্ব্বতেশ্বরের প্রাণবধ করিয়াছে,—এই কারণে।

রাক্ষ। (স্বগত)। সাধু কৌটিল্য! সাধু!

তুমি পর্ব্বতক-বধজনিত স্বীয় অপযশ মার্জ্জিত করিলে; সেই অপযশ আমাদিগের উপরিই পাতিত করিলে; এবং রাজ্যার্দ্ধভাগীকেও ঘাতিত করিলে; অতএব তোমার একমাত্র নীতিরূপ বীজ নানাবিধ ফল উৎপাদন করিল।

(প্রকাশে)। তার পর, তার পর?

বিরা। তার পর, "চন্দ্রগুপ্তশরীরের অনিষ্টচেষ্টায় শকটদাসই

দারুবর্ম্মা প্রভৃতি ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়াছে” এই কথা নগরে প্রচার করিয়া দিয়া তাঁহাকে শূলে আরোপিত করিয়াছে।

রাক্ষ। (অশ্রুপূর্ণলোচনে)। হা সুখে শকটদাস! তোমার এপ্রকারে মৃত্যু নিতান্ত অযুক্তিসিদ্ধ। অথবা স্বামিহিতার্থেই তোমার মৃত্যু হইয়াছে, এজন্য তুমি শোচনীয় নও; এস্থলে আমরাই কেবল শোচনীয়, যাহারা নন্দবংশ ধ্বংস হইলেও প্রাণধারণ করিতে বাসনা করিতেছে।

বিরা। অমাত্য! এমন কথা বলিবেন না; স্বামীর কার্য্যই সাধন করা কর্ত্তব্য।

রাক্ষ। সখে!

কেবল স্বামীর প্রয়োজনসাধনের উদ্দেশেই আমরা জীবিত আছি; কিন্তু পরলোকপ্রাপ্ত দেবের অনুগমন করাই আমাদিগের উচিত ছিল, তাহা আমরা কৃতঘ্ন বলিয়াই করি নাই।

বিরা। (রাক্ষসোক্ত বাক্যের অন্য অর্থ সংঘটন করিয়া)। অমাত্য! তা নয়; স্বামীর প্রয়োজনসাধনার্থ আমাদিগের অবশ্যই জীবিত থাকা কর্ত্তব্য, অন্যথা স্বামীর কার্য্য সম্পাদন না করিয়া তাঁহার অনুগমন করিলে নিতান্ত কৃতঘ্নের কর্ম্ম হয়।

রাক্ষ। সখে! বল, অপরাপর সুহৃদ্গণের শত শত বিপদ্ শ্রবণে আমি প্রস্তুত হইয়াছি।

বিরা। তদনন্তর চন্দনদাস ইহা জানিতে পারিয়া আশঙ্কা-প্রযুক্ত আপনার পরিজনকে স্থানান্তরে অপবাহিত করিলেন।

রাজ। সখে! চন্দনদাস ক্রূরস্বভাব চাণক্যবটুর বিরুদ্ধ আচরণ করিয়াছেন।

বিরা। অমাত্য! যাহাতে বন্ধুর কোন অনিষ্ট না হয়, এরূপ করাই কর্ত্তব্য।

রাক্ষ। তার পর, তার পর?

বিরা। তার পর, চাণক্যবটু আপনার পরিবার সমর্পণ করিবার জন্য চন্দনদাসের নিকট বারংবার প্রার্থনা করিলেও, যখন তিনি সমর্পণ করিলেন না, তখন সেই বটু কুপিত হইয়া,—

রাক্ষ। তাঁহাকে কি বিনাশ করিয়াছে?

বিরা। অমাত্য! না না প্রাণে মারে নাই, কিন্তু সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া পুত্রকলত্রসমেত বন্ধন পূর্ব্বক তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়াছে।

রাক্ষ। তবে কেমন করে হৃষ্টচিত্তে বলিলে, যে, চন্দনদাস রাক্ষসের পরিজন স্থানান্তরিত করেছেন? রাক্ষস সস্ত্রীক সংবদ্ধ হয়েছে—এই কথাই তোমার বলা উচিত ছিল।

(পটাক্ষেপ পূর্ব্বক একজন পুরুষ প্রবেশ করিয়া)। আর্য্যের জয় হৌক্, আর্য্যের জয় হৌক্। আর্য্য! এই শকটদাস দ্বারদেশে এসে উপস্থিত হয়েছেন।

রাক্ষ। প্রিয়ম্বদক! সত্যই?

প্রিয়ং। অমাত্যের পাদোপজীবী জনেরা কি মিথ্যা বলিতে জানে?

রাক্ষ। সখে বিরাধগুপ্ত! কি এ?

বিরা। অমাত্য! ভবিতব্যতাই সমস্ত শুভকর বস্তুকে রক্ষা করে।

রাক্ষ। প্রিয়ম্বদক! যদি তা হয়, তবে আর গৌণ করিতেছ কেন? তাঁহাকে শীঘ্র প্রবেশিত কর।

প্রিয়ং। যে আজ্ঞা অমাত্য।

(নিষ্ক্রমণ করিল।)

(অগ্রে শকটদাস এবং তৎপশ্চাৎ সিদ্ধার্থকের প্রবেশ।)

শক। (দেখিয়া আত্মগত)।

মৌর্য্যের ন্যায় ধরণীতলে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত শূলকাষ্ঠ অবলোকন করিয়া, তদীয় রাজলক্ষ্মীর ন্যায় চিত্তোন্মাদিনী বধ্যমালা কণ্ঠে পরিধান করিয়া, এবং স্বামিনিন্দা-সূচক অতিবিষম তূর্য্যধ্বনি শ্রবণ করিয়া আমার হৃদয় যে বিদীর্ণ হয় নাই, তাহার কারণ এই বোধ করি, যে, স্বামির বিনাশরূপ প্রথম আঘাতে ইহা কঠিন হইয়া গিয়াছে।

(অবলোকন করিয়া সহর্ষচিত্তে)

এই যে অমাত্য রাক্ষস বসিয়া আছেন, যিনি

নন্দবংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হইলেও অচলভক্তি সহকারে স্বামীর কার্য্য-ভার বহন করিয়া, ধরণীতলের যাবতীয় প্রভুভক্ত ব্যক্তিগণের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ হইয়াছেন।

(কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া)

অমাত্যের জয় হউক।

রাক্ষ। (অবলোকন করিয়া, সহর্ষচিত্তে)। সখে শকটদাস! কৌটিল্যের হস্তগত হইয়াও তুমি সৌভাগ্যক্রমে পুনর্ব্বার আমার নয়নগোচর হইয়াছ, অতএব আমাকে আলিঙ্গন কর।

শক। (আলিঙ্গন করিলেন)।

রাক্ষ। (তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া)। এই আসনে উপবেশন কর।

শক। যে আজ্ঞা অমাত্য।

(উপবেশন করিলেন।)

রাক্ষ। সখে শকটদাস! কোন্ ব্যক্তি আমার এইরূপ অপরিসীম আনন্দের কারণ হইলেন?

শক। (সিদ্ধার্থককে নির্দ্দেশ করিয়া)। অমাত্য! এই প্রিয়সুহৃৎ সিদ্ধার্থক ঘাতক পুরুষদিগকে ভয়প্রদর্শন করিয়া বধ্যস্থান হইতে আমাকে অপবাহিত করিয়াছেন।

রাক্ষ। (সহর্ষচিত্তে)। ভদ্র সিদ্ধার্থক! তুমি যেপ্রকার উপকার করিয়াছ, ইহা তাহার কোন মতেই অনুরূপ নয়, তথাপি গ্রহণ কর।

(এই বলিয়া ভূষণগুলি নিজ অঙ্গ হইতে উন্মোচন করিয়া প্রদান করিলেন।)

সিদ্ধা। (গ্রহণ করিয়া, পদতলে পতিত হইয়া, স্বগত)। আর্য্য চাণক্যের উপদেশানুসারে এইরূপ করি। (প্রকাশে)। অমাত্য! এস্থানে আমি এই প্রথম আসিয়াছি, এখানে আমার এমন কেহ

পরিচিত ব্যক্তি নাই, যাহার নিকট এই অমাত্যকৃত পুরস্কার রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাকি; অতএব আমার ইচ্ছা, এইগুলি এই মুদ্রায় অঙ্কিত করিয়া অমাত্যেরই ভাণ্ডারে রাখিয়া দি; যখন আমার এসকলে প্রয়োজন হইবে তখন গ্রহণ করিব।

রাক্ষ। ভদ্র! তাই কর, দোষ কি? শকটদাস! এইরূপ কর।

শক। যে আজ্ঞা অমাত্য।

(মুদ্রা দেখিয়া জনান্তিকে*)

অমাত্য! এ মুদ্রায় আপনার নাম অঙ্কিত রহিয়াছে।

রাক্ষ। (দেখিয়া, বিষণ্ণভাবে মনে মনে তর্ক বিতর্ক করিয়া, আত্ম-
গত)। হায়! আমি যখন নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হই, তখন মদ্বিরহ-
জনিত উৎকণ্ঠা নিবারণের নিমিত্ত ব্রাহ্মণী আমার হস্ত হইতে এই
মুদ্রাটী গ্রহণ করিয়াছিলেন। তবে কিপ্রকারে এ ব্যক্তির হস্তগত হইল।
(প্রকাশে)। ভদ্র সিদ্ধার্থক! তুমি এ মুদ্রা কোথায় পাইয়াছ?

সিদ্ধা। অমাত্য! কুসুমপুরবাসী চন্দনদাস নামক একজন মণিকার-শ্রেষ্ঠী আছেন; এই মুদ্রা তাঁহার বাটীর দ্বারদেশে পতিত ছিল, আমি পাইয়াছি।

রাক্ষ। হতে পারে।

সিদ্ধা। অমাত্য! কি হতে পারে?

রাক্ষ। ভদ্র! মহাধনবান্ ব্যক্তিদিগের দ্বারদেশে এরূপ মুদ্রা পতিত থাকিতে পারে, এবং অপরের প্রাপ্তিও অসম্ভব নয়।

শক। সখে সিদ্ধার্থক! এই মুদ্রায় অমাত্যের নাম অঙ্কিত আছে, অতএব অমাত্য ইহা অপেক্ষাও অধিক অর্থ দিয়া তোমাকে পরিতুষ্ট করিবেন, তুমি এই মুদ্রা ইহাঁকে দাও।

---

* তিন অথবা বহু ব্যক্তি উপস্থিত থাকিলে, যদি এক ব্যক্তি অপর সকলকে গোপন করিয়া এক জনের সহিত কথোপকথন করে, তবে সেই স্থলে জনান্তিক (অর্থাৎ তৃতীয় অথবা অপরাপর জনের সমক্ষে) বলিয়া থাকে।

সিদ্ধা। আর্য্য! এই আমার পরম আহ্লাদের বিষয়, যে, অমাত্য আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া এই মুদ্রা পরিগ্রহ করিবেন।

(মুদ্রা অর্পণ করিল।)

রাক্ষ। সখে শকটদাস! এই মুদ্রাই তুমি নিজ অধিকারে ব্যবহার করিও।

শক। যে আজ্ঞা অমাত্য।

সিদ্ধা। অমাত্য! কিছু নিবেদন করি।

রাক্ষ। ভদ্র! সম্পূর্ণ বিশ্বস্তচিত্তে বল।

সিদ্ধা। অমাত্য ত জানেনই, যে, চাণক্যহতকের অহিতাচরণ করে, আমার আর পাটলিপুত্রে প্রবেশ করিবার যো নাই; অতএব আমার ইচ্ছা আমি আর্য্যেরই সুপ্রসন্ন চরণদ্বয় সেবা করি।

রাক্ষ। ভদ্র! ইহা ত আমাদের নিতান্ত প্রিয়, আমরা ইহার নিমিত্ত তোমাকে অনুরোধ করিতাম, কিন্তু এক্ষণে তোমার অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া আমাদের সে অনুরোধ করিতে হইল না। অতএব তাহাই কর।

সিদ্ধা। (সহর্ষচিত্তে)। অনুগৃহীত হইলাম।

রাক্ষ। সখে শকটদাস! সিদ্ধার্থককে বিশ্রাম করাও গে।

শক। যে আজ্ঞা অমাত্য।

(সিদ্ধার্থকের সহিত নিষ্ক্রান্ত হইল।)

রাক্ষ সখে বিরাধগুপ্ত! এক্ষণে কুসুমপুরবৃত্তান্তের যাহা অবশিষ্ট আছে তাহা বর্ণন কর; কুসুমপুরবাসী চন্দ্রগুপ্তের প্রজাগণ আমাদিগের প্রযুক্ত পরস্পরভেদ কি সহ্য করিতেছে?

বিরা। অমাত্য! আজ্ঞা হাঁ, কেবল সহ্য করিতেছে এমন নয়, প্রধান প্রধান পুরুষের অনুকরণও করিতেছে।

রাক্ষ। সখে! তাহার কারন কি?

বিরা। অমাত্য! তার কারণ এই,—যে দিন হইতে মলয়কেতু

অপক্রান্ত হইয়াছেন, তদবধি চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যকে নানাপ্রকারে পীড়া দিতেছেন; চাণক্যও স্বয়ং বিজেতা এই অভিমানে সে সকল সহ্য করিতে না পারিয়া, সেই সেই আজ্ঞাভঙ্গ দ্বারা চন্দ্রগুপ্তের আন্তরিক পীড়া জন্মাইতেছেন; এই ত আমার অনুভব হয়।

রাক্ষ। (সহর্ষচিত্তে)। সখে বিরাধগুপ্ত! তবে তুমি এই আহি-তুণ্ডিকবেশে পুনরায় কুসুমপুরে যাও; সেখানে স্তনকলস নামে বৈতা-লিকবেশী আমার একজন সুহৃৎ আছেন; তুমি আমার বচনানুসারে তাঁহাকে কহিও, যে, চাণক্য যখন চন্দ্রগুপ্তের আজ্ঞা ভঙ্গ করিবেন, তখন তিনি যেন উত্তেজক শ্লোক পাঠ করিয়া চন্দ্রগুপ্তকে অপরিসীম প্রশংসা করেন। এবং তুমি করভক দ্বারা অতিগোপনীয় বিষয় সকল সংবাদ দিও।

বিরা। যে আজ্ঞা অমাত্য।

(নিষ্ক্রান্ত হইল।)

(একজন পুরুষ প্রবেশ করিয়া।) অমাত্যের জয় হৌক! অমাত্য! শকটদাস বিজ্ঞাপন করিতেছেন,—এই তিন খানি উত্তম অলঙ্কার বিক্রয়ার্থ আছে, অতএব অমাত্য দেখুন।

রাক্ষ। (দেখিয়া আত্মগত)। অহো! আভরণগুলি মহামূল্য দেখিতেছি। (প্রকাশে)। ভদ্র! শকটদাসকে বল গে, বিক্রেতাকে সন্তুষ্ট করে যেন এগুলি গ্রহণ করেন।

পুরু। যে আজ্ঞা অমাত্য।

(নিষ্ক্রান্ত হইল।)

রাক্ষ। (স্বগত)। আমিও করভককে কুসুমপুরে প্রেরণ করি গে।

(উঠিয়া)

চন্দ্রগুপ্ত কি দুরাত্মা চাণক্যহতক হইতে স্বতন্ত্র হইবে? অথবা এই অভীষ্ট সিদ্ধপ্রায়ই দেখিতেছি। কারণ,

অতিতেজস্বী মৌর্য্য সমস্ত রাজমণ্ডলের আজ্ঞাপ্রদ হইয়াছে; “আমা হইতেই এ ব্যক্তি রাজা হইয়াছে” এই মনে করিয়া চাণক্যও নিতান্ত গর্ব্বিত হইয়াছে; চন্দ্রগুপ্ত রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া কৃতকার্য্য হইয়াছে; চাণক্যও প্রতিজ্ঞা-সাগর উত্তীর্ণ হইয়া অভীষ্টলাভ করিয়াছে; এক্ষণে একের উপর অপরের কোন অপেক্ষা নাই; এমন স্থলে কৃতকার্য্যতাই স্বয়ং লব্ধাবকাশ হইয়া উভয়কে পরস্পর সৌহার্দ্দ হইতে অবশ্যই পৃথক করিবে।

(সকলের প্রস্থান।)

মুদ্রারাক্ষসে দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

মুদ্রারাক্ষস।

তৃতীয় অঙ্ক।

(কঞ্চুকীর প্রবেশ।)

কঞ্চু। হে তৃষ্ণে! তুমি প্রথমে যে সকল ইন্দ্রিয়রূপ উপায়দ্বারা রূপ রস ও গন্ধ প্রভৃতি বিষয় উপভোগ পূর্ব্বক মদীয় হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলে, এক্ষণে সেই সকল চক্ষুঃ কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের দর্শন শ্রবণ প্রভৃতি ব্যাপার বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে; আমার আজ্ঞাধীন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকলও সহসা কার্য্যপটুতা পরিত্যাগ করিতেছে; অধিক কি, জরা তোমারই মস্তকে পদার্পণ করিয়াছে; তবে কেন তুমি আর বৃথা উন্মত্ততা প্রকাশ কর?

(ইতস্ততঃ পরিক্রমণ করিয়া আকাশে)

ওহে ওহে সুগাঙ্গপ্রাসাদে নিযোজিত পুরুষগণ! প্রাতঃস্মরণীয় মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত তোমাদিগকে এই আজ্ঞা দিতেছেন, যে, “উপস্থিত কৌমুদীমহোৎসবে কুসুমপুরের রমণীয়তর শোভা সন্দর্শনে অভিলাষ হইয়াছে, অতএব সুগাঙ্গপ্রাসাদের উপরিভাগে এরূপ স্থান সুসজ্জিত কর, যাহাতে থাকিয়া আমি চারি দিক্ অবলোকন করিতে পারি।” তবে তোমরা এখনও গৌণ করিতেছ কেন?

(আকাশে শ্রবণ করিয়া)

কি বলিতেছ? “আর্য্য কি জানেন না যে মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের কৌমুদী-মহোৎসব প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে?” আঃ! হতভাগ্যেরা! তোমাদের এ সকল প্রাণদণ্ডকর কথায় প্রয়োজন কি? এখনই শীঘ্র—

স্তম্ভশ্রেণীসকল ধূপধূমে সুরভিগন্ধবিশিষ্ট হউক; কুসুমমালায়

পরিবেষ্টিত হউক; এবং পূর্ণচন্দ্রের কিরণজালের ন্যায় শুভ্রকান্তি
লম্বমান চামরসকলের অনুপমশোভায় শোভিত হউক; সিংহাসন-
ধারণ হেতু ভারাক্রান্ত মেদিনী বহুদিবস হইতে মূর্চ্ছিতপ্রায়
হইয়া আছেন, তাঁহার উপরি চন্দনজলের সেক প্রদত্ত হউক, এবং
তৎসঙ্গে কুসুমরাশিও বিকীর্ণ হউক।

(আকাশে)

তোমরা কি বলিতেছ? "এই আমরা সত্বর হইলাম।" ভদ্রগণ!
অতি ত্বরা কর, চন্দ্রগুপ্ত এই আসিলেন বলে।

যেমন, কোন প্রৌঢ় বলীবর্দ্দ গুরুতর ভার পৃষ্ঠে করিয়া উচ্চ নীচ
মার্গে চলিয়া যায়, প্রায় কখন স্খলিত হয় না, এবং তাদৃশ ভার
কোন যুবা বৃষভ বহন করিতে চেষ্টা করে; সেইপ্রকার ইহাঁর পিতা
নন্দদেব বিশ্বস্ত সচিবগণের সাহায্যে দুরবগাহ নীতিমার্গে অস্খলিত-
পদে বিচরণ করিয়া যে গুরুতর ভূভার বহুকাল বহন করিয়া আসিয়াছেন,
এই মনস্বী যুবা-বয়সে সেই মহৎভার বহন করিতে যথেষ্ট চেষ্টা
করিতেছেন, এবং বিন্দুমাত্র স্খলিত হইতেছেন না, আর কোন ক্লেশও
অনুভব করিতেছেন না।

নেপথ্যে। এদিকে, মহারাজ! এদিকে।

(রাজা ও প্রতীহারীর প্রবেশ।)

রাজা। (স্বগত)। প্রজাপালন-রূপ রাজধর্ম্মের অধীন নরপতির
রাজ্যভোগে কোন সুখই নাই। কারণ,

রাজা যদি স্বার্থপর হন, তাহা হইলে তিনি প্রজাগণের হিতসাধনে
জড়বৎ সমর্থ হন না; আর যদি তিনি স্বার্থ পরিত্যাগ করেন, তাহা
হইলেও তিনি কখনই যথার্থ ক্ষিতিপতি হইতে পারেন না; অতএব
পরার্থ যদি স্বার্থ অপেক্ষাও অধিকতর প্রিয় হয়, তাহা হইলে ত তিনি
সম্পূর্ণ পরাধীন; সুতরাং পরাধীন ব্যক্তি কি প্রকারে সন্তোষসুখ
অনুভব করিবেন?

আরও, রাজা যদি সম্যক্ জিতেন্দ্রিয়ও হন, তথাপি রাজলক্ষ্মীকে
আরাধনা করিয়া কোন রূপে স্থির রাখিতে পারেন না। কারণ,
রাজলক্ষ্মী, লব্ধপ্রতিষ্ঠ বারবনিতার ন্যায়, উগ্রস্বভাব ব্যক্তির
উপর বিরক্ত হন, পরিভব-ভয়ে হীনবল ব্যক্তির নিকট বসতি করেন
না, মূর্খদিগকে অবজ্ঞা করেন, নিরন্তর বিদ্যালোচনায় নিবিষ্টচিত্ত-
দিগের সহিত প্রণয় করেন না, প্রবল পরাক্রান্তদিগকে অধিক ভয়
করেন, এবং অত্যন্ত ভীরুস্বভাব ব্যক্তিগণকেও উপহাস করেন;
অতএব রাজলক্ষ্মীর সেবা অতিশয় কষ্টসাধ্য।

আরও, "কৃত্রিম কলহ করিয়া কিছুকালের জন্য তোমাকে স্বতন্ত্র
থাকিতে হইবে,"—আর্য্য চাণক্য আমাকে এই উপদেশ দিয়াছেন;
আমি সেই উপদেশ-বাক্য পাতকের ন্যায় অতিকষ্টে স্বীকার করিয়া
লইয়াছি; অথবা যাহাদিগের বুদ্ধি সর্ব্বদা আর্য্যের উপদেশ দ্বারা
পরিমার্জিত, তাহারা কখনই স্বতন্ত্র হইতে পারে না। কারণ,

শিষ্য যখন কোন কর্ত্তব্য কার্য্য অনুষ্ঠান করে, তখন গুরু তাহাকে
নিষেধ করেন না; কিন্তু যখন মোহপ্রযুক্ত সৎপথ পরিত্যাগ করে,
তখনই গুরু তাহার উপর অঙ্কুশ ধারণ করেন; অতএব যাঁহারা সাধু
ও বিনীত, তাঁহারা সর্ব্বদাই নিরঙ্কুশ (অর্থাৎ তাঁহাদিগকে কখন গুরুর
নিষেধ করিতে হয় না;) এই জন্যই আমাদিগের কখনই স্বাতন্ত্র
নাই।

(প্রকাশে)। আর্য্য বৈহীনরে! সুগাঙ্গ প্রাসাদের পথ দেখা-
ইয়া দাও।

কঞ্চু। এদিকে, মহারাজ! এদিকে।

রাজা। (পরিক্রমণ করিতেছেন।)

কঞ্চু। (পরিক্রমণ করিয়া)। এই সুগাঙ্গ প্রাসাদ, মহারাজ
অল্পে অল্পে আরোহণ করুন।

রাজা। (আরোহণের আকার প্রকাশ করিয়া চারিদিক্ দেখিয়া)।
অহো! শরৎকালীন শোভায় দিক্‌সকলের কি অনির্ব্বচনীয় রমণীয়-
তাই হয়েছে! কারণ,

গগনতল ক্রমশঃ নির্ম্মল হইয়া আসিয়াছে; জলবর্ষণহেতু শুভ্রবর্ণ জলধরমালা স্থানে স্থানে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়া সৈকতশোভা ধারণ করিয়াছে; সারসকুল মধুরাস্ফুট ধ্বনি করিয়া অন্তরীক্ষের চারি দিকে বিচরণ করিতেছে; যামিনীতে প্রফুল্ল কুমুদের ন্যায় সমুজ্জ্বল বিচিত্র নক্ষত্রমণ্ডলে নভোমণ্ডল সমাকীর্ণ হইতেছে; এবং মেঘাবরণ-অভাবে দশ দিক্ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বিস্তীর্ণ দেখাইতেছে; এই সকল দেখিয়া স্পষ্টই বোধ হইতেছে, দিক্সকল যেন স্রোতস্বতীর ন্যায় নভস্তল হইতে নিঃসৃত হইয়া পড়িতেছে।

আরও,

যে উদ্বৃত্ত জলরাশি নিজ মর্য্যাদা অতিক্রম করিয়া অপথে গমন করিতেছিল, শরৎকালে তাহা পুনরায় স্বীয় স্বাভাবিক স্থানে আসিতেছে; শালিধান্যসকল প্রচুরফলশালী হইয়াও অবনত হইয়া পড়িতেছে; ময়ূরগণ তীক্ষ্ণ বিষের ন্যায় আপনাদিগের বর্ষাজনিত মত্ততা পরিত্যাগ করিতেছে; অতএব, বোধ হয়, শরৎকাল জগতের সমস্ত চেতন ও অচেতন বস্তুকে যেন বিনয়শিক্ষা দিতেছে।

আরও,

যেমন কোন পতিপরায়ণা রমণী নিজ স্বামীকে অনেকানেক কামিনীগণের সহবাসে নিরত দেখিয়া ঈর্ষা ও মানে কলুষিতহৃদয়া হন, এবং দিন দিন ক্ষীণ হইতে থাকেন, পরে কোন রতিকথাচতুরা দূতী নানা প্রবোধন বাক্যে কোন প্রকারে তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া তদীয় স্বামীর নিকট আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহার সহিত মিলন করিয়া দেয়; সেইরূপ শরৎকালও, বহু নদীতে অনুরক্ত ভর্ত্তা সাগরের তাদৃশ আচরণে কলুষিতা, ও বর্ষাপগম হেতু ক্রমশঃ কৃশতাধারিণী, সুরধুনীকে কোনমতে নিজ অভ্যস্ত মার্গে চালিত করিয়া, এবং তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকারে প্রসাদগুণবতী করিয়া সিন্ধুপতির নিকট লইয়া যাইতেছে।

(চারি দিকে অবলোকন করিয়া)

অয়ে! কুসুমপুরে যে কৌমুদীমহোৎসব আরব্ধ দেখিতেছি না কেন?

আর্য্য বৈহীনরে! তুমি কি আমার বাক্যানুসারে কুসুমপুরে কৌমুদী-মহোৎসব আরম্ভ করিবার ঘোষণা দিয়াছিলে?

কঞ্চু। মহারাজ! আজ্ঞা হাঁ, মহারাজের আজ্ঞানুসারে আমি কুসুমপুরে কৌমুদীমহোৎসব আরম্ভ করিবার ঘোষণা দিয়াছি।

রাজা। আর্য্য! তবে পৌরজনেরা আমার বাক্য গ্রহণ করে নাই কেন?

কঞ্চু। (হস্ত দ্বারা কর্ণদ্বয় আচ্ছাদিত করিয়া)। রাম! রাম! মহারাজ! এমন পাপকর্ম্ম না হউক! সমস্ত ভূমণ্ডলে কেহ কখন মহারাজের শাসন উল্লঙ্ঘন করিতে পারে নাই, আজি কি পৌরজনেরা তাহা উল্লঙ্ঘন করিতে পারে?

রাজা। আর্য্য বৈহীনরে! তবে এখনও কেন কুসুমপুরে কৌমুদী-মহোৎসব আরব্ধ দেখিতেছি না? দেখ,

সরস ও পরিস্ফুট বচনরচনায় সুপণ্ডিত ধূর্ত্তগণ কর্ত্তৃক অনুগম্যমান বারবালাকুল পীনজঘন-ভার বহন প্রযুক্ত মন্দ মন্দ গমনে পথসকল অলঙ্কৃত করিতেছে না; এবং পুরবাসী প্রধান প্রধান গৃহস্থগণও রমণী সমভিব্যাহারে স্ব স্ব ঐশ্বর্য্য প্রকাশ দ্বারা পরস্পরকে স্পর্দ্ধা করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে পর্ব্বসময়োচিত অভিমত ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতেছে না।

কঞ্চু। মহারাজ! এরূপ বটে।

রাজা। কিরূপ?

কঞ্চু। মহারাজ! এই কারণে এরূপ।

রাজা। আর্য্য! স্পষ্ট করে বল।

কঞ্চু। মহারাজ! কৌমুদীমহোৎসব প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে।

রাজা। (সক্রোধে)। আর্য্য! আঃ! কোন্ ব্যক্তি প্রতিষেধ করিয়াছে?

কঞ্চু। ইহার অধিক আর আমরা মহারাজকে বিজ্ঞাপন করিতে পারি না।

রাজা। আর্য্য চাণক্য দর্শকগণের এই নয়নসুভগ দৃশ্য বস্তু লোপ করেন নাই ত?

কঞ্চু। মহারাজ! যাহার বাঁচিবার অভিলাষ আছে, এমন কোন্ ব্যক্তি মহারাজের শাসন উল্লঙ্ঘন করিবে?

রাজা। শোণোত্তরে! বসিতে ইচ্ছা করি।

প্রতী। মহারাজ! এই সিংহাসন, মহারাজ ইহাতে উপবেশন করুন।

রাজা। (উপবেশনের আকার প্রকাশ করিয়া)। আর্য্য বৈহীনরে! আর্য্য চাণক্যকে একবার দেখিতে ইচ্ছা করি।

কঞ্চু। যে আজ্ঞা মহারাজ।

(নিষ্ক্রান্ত হইল।)

(অনন্তর আসনোপবিষ্ট, স্বগৃহস্থিত, কোপসঙ্কুল
চিন্তার আকার প্রকাশ করত,
চাণক্যের প্রবেশ।)

চাণ। (আত্মগত)। কি? দুরাত্মা রাক্ষসহতক আমার সহিত স্পর্দ্ধা করিতেছে? কারণ,

পদ-দলিত ভুজঙ্গমের ন্যায় অপরাধপ্রাপ্ত কৌটিল্য যেরূপ নগর হইতে নির্গমন পূর্ব্বক নন্দকুল নির্ম্মূল করিয়া মৌর্য্যবৃষলকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, সেইরূপ "আমিও মৌর্য্যের রাজলক্ষ্মী অপহরণ করিব" ইহা নিশ্চয় করিয়া এই ব্যক্তি মদীয় বুদ্ধিপ্রভাব অতিক্রম করিতে চেষ্টা করিতেছে।

(প্রত্যক্ষ দেখিয়াই যেন আকাশে দৃষ্টি
নিক্ষেপ করিয়া)

রাক্ষস! রাক্ষস! এই দুঃসাধ্য অধ্যবসায় হইতে বিরত হও। পরলোকগত নন্দ যেমন অত্যন্ত গর্ব্বিত ছিল, এবং তোমার ন্যায় কুমন্ত্রি-হস্তে রাজ্য সমর্পণ করিয়াছিল, চন্দ্রগুপ্ত তেমন নহে। আর তুমিও চাণক্য নও। তবে তোমার সহিত আমার এই মাত্র সৌসাদৃশ্য

দৃষ্ট হয়, যে, যেরূপ আমার প্রধান ব্যক্তির (নন্দরাজের) সহিত বৈর সমুৎপন্ন হইয়াছিল, তোমারও সেইরূপ প্রধান পুরুষের (আমার) সহিত বৈর জন্মিয়াছে।

(চিন্তা করিয়া)

অথবা, এ বিষয়ে আমি মনকে অতিমাত্র খিন্ন করিব না। কারণ,

মদীয় আজ্ঞাবহ অনুচরগণ পর্ব্বতকপুত্র মলয়কেতুকে পরিবেষ্টন করিয়াছে; এবং সিদ্ধার্থক প্রভৃতি চরেরা নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের সম্পাদনে সতত যত্নশীল আছে। সংপ্রতি ভেদকার্য্যে সুপণ্ডিত এই আমি মৌর্য্যের সহিত কৃত্রিম কলহ করিয়া, আমাদিগের প্রতি প্রতিকূল রাক্ষসকে নিজ বুদ্ধিবলে অস্মৎপক্ষ-বিপক্ষ মলয়কেতু হইতে বিভিন্ন করিব।

কঞ্চুকী। (প্রবেশ করিয়া)। পরের সেবা করা কি কষ্ট! কারণ,

প্রথমতঃ রাজাকে ভয় করিতে হয়, তৎপরে তাঁহার মন্ত্রিদিগকেও ভয় করিতে হয়, তদনন্তর রাজার প্রিয়পাত্রগণের নিকট ভয় করিয়া থাকিতে হয়, আর এতদ্ভিন্ন যে সকল ধূর্ত্ত ব্যক্তি রাজানুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া রাজসদনে বাস করে, তাহাদিগকেও ভয় করিয়া চলিতে হয়; এতদ্ব্যতীত, নিতান্ত দৈন্যভাব অবলম্বন করিয়া ভূপতির মুখের দিকে একদৃষ্টে দর্শন, ও নানা চাটুবচন প্রয়োগ, করিতে হয়; এইরূপে এক মুষ্টি গ্রাসের নিমিত্ত যথেষ্ট কষ্ট পাইয়া আপনারই নিতান্ত লাঘব স্বীকার করিতে হয়; অতএব পণ্ডিতেরা সেবাকে যে কুক্কুর-বৃত্তি বলিয়া থাকেন, তাহা যথার্থই।

(ইতস্ততঃ পরিক্রমণ করিয়া, দেখিয়া)

এই ত আর্য্য চাণক্যের গৃহ, তবে প্রবেশ করি।

(প্রবেশের আকার প্রকাশ করিয়া ও দেখিয়া)

অহো! রাজাধিরাজের মন্ত্রির গৃহবিভব [illegible] কারণ, শুষ্ক গোময় চূর্ণকরণার্থ এই সকল উপল-খণ্ড পতিত রহিয়াছে;

বটুগণ কর্ত্তৃক সমাহৃত কুশসকল এই রাশীকৃত রহিয়াছে; এবং শোষণার্থ গৃহের পটলপ্রান্তে স্থাপিত সমিৎকাষ্ঠভারে গৃহপটল বিনম্র হইয়া পড়িয়াছে;. আর ভিত্তিসকলও নিতান্ত জীর্ণদশাপন্ন দেখা যাইতেছে।

অতএব বৃষল চন্দ্রগুপ্ত যে ইহাঁর অধিপতি তাহা উচিতই হয়েছে। কারণ,

বচনরচনাপটু কৃতী ব্যক্তিগণ মিথ্যাবাদিতাদোষ স্বীকার করিয়াও কল্পিত গুণ দ্বারা ক্ষিতিপতিদিগকে যে অবিশ্রান্ত স্তুতিবাদ করেন, সে কেবল তৃষ্ণারই মহিমা। কিন্তু সমস্ত বিষয়েই স্পৃহাশূন্য মহাত্মা-দিগের নিকটে ধনী ব্যক্তিরা তৃণের ন্যায় নিতান্ত অনাদরের সামগ্রী।

(দেখিয়া সভয়চিত্তে)

তবে, এই যে আর্য্য চাণক্য উপবিষ্ট আছেন, যিনি নিজ লোকা-তিগ তেজঃপ্রভাবে সহস্ররশ্মির সর্ব্বতোবিসারি রশ্মিজালকে পরাভূত করিয়াছেন; কারণ, দিনকর পর্য্যায়ক্রমে হিম ও রৌদ্র প্রদান করিয়া থাকেন, কিন্তু ইনি এক সময়েই নন্দরাজকে অস্তগত ও মৌর্য্যকে উদিত করিয়াছেন।

(জানুদ্বয় ভূতলে রাখিয়া)

আর্য্যের জয় হউক!

চাণ। (অবলোকন করিয়া)। বৈহীনরে! আগমনের প্রয়োজন কি?

কঞ্চু। আর্য্য! যাঁহার পাদপদ্মযুগল ভূমিপালগণের সসম্ভ্রম প্রণতি হেতু বিচলিত শিরোমণিসকলের দীপ্তিজালে পিঙ্গলবর্ণ ধারণ করে, সেই মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত আর্য্যের পাদপদ্মদ্বয় বন্দনা করিয়া বিজ্ঞাপন করিতেছেন,—"যদি অন্য কোন কার্য্য না থাকে অথবা কোন কার্য্যক্ষতি না হয়, তবে একবার আর্য্যের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে ইচ্ছা করি"।

চাণ। বৃষল আমাকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছে? বৈহীনর! আমি যে কৌমুদীমহোৎসব প্রতিষেধ করিয়াছি তাহা কি বৃষলের কর্ণগোচর হইয়াছে?

কঞ্চু। আর্য্য! আজ্ঞা হাঁ।

চাণ। (সক্রোধে)। আঃ! কে বলিয়াছে?

কঞ্চু। (ভয়ের আকার প্রকাশ করিয়া)। আর্য্য! প্রসন্ন হউন। মহারাজ স্বয়ংই সুগাঙ্গপ্রাসাদোপরি আরোহণ করিয়া দেখিয়াছেন কুসুমপুরে কৌমুদীমহোৎসব আরব্ধ হয় নাই।

চাণ। আঃ থাম, বুঝিতে পারিয়াছি। তোমরা সকলেই আমার বিপক্ষতাচরণ করিয়া বৃষলকে প্রোৎসাহিত ও রোষিত করিয়াছ। এই বই আর কি?

কঞ্চু। (সভয়চিত্তে অধোমুখ হইয়া নিস্তব্ধ রহিল)।

চাণ। অহো! চাণক্যের উপর রাজপরিবারের কি বিদ্বেষবুদ্ধি! তবে, বৃষল এখন কোথায় আছে?

কঞ্চু। (ভয়ের আকার প্রকাশ করিয়া)। আর্য্য! মহারাজ এখন সুগাঙ্গপ্রাসাদেই আছেন, তথা হইতে আমাকে আর্য্যের শ্রীচরণতলে পাঠাইয়াছেন।

চাণ। (উঠিয়া)। কঞ্চুকি! সুগাঙ্গপ্রাসাদে যাইবার পথ দেখাইয়া দাও।

কঞ্চু। এই দিকে আসুন আর্য্য, এই দিকে।

(উভয়ে ইতস্ততঃ পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন।)

কঞ্চু। এই সুগাঙ্গপ্রাসাদ; আর্য্য আস্তে আস্তে আরোহণ করুন।

চাণ। (আরোহণ এবং অবলোকন করিয়া, সহর্ষ, আত্মগত)। অয়ে! বৃষল যে সিংহাসনে বসিয়া রহিয়াছে; সাধু, সাধু,

এই সিংহাসন অরাজোচিতচরিত্র নন্দগণের সহিত বিযুক্ত হইয়া, নৃপতিপুঙ্গব বৃষলের উপবেশনে অলঙ্কৃত হইয়াছে, এখন উপযুক্ত

মহীপতির সহিত মিলিতও হইয়াছে; এ সকল কেবল আমার গুণেই হইয়াছে ভাবিয়া আমার অসীম আনন্দ হইতেছে।

(অগ্রসর হইয়া)

বৃষল বিজয়ী হও।

রাজা। (সিংহাসন হইতে উঠিয়া চাণক্যের পাদযুগল গ্রহণ পুর্ব্বক)। আর্য্য! চন্দ্রগুপ্ত প্রণাম করিতেছে।

চাণ। (হস্তদ্বয় ধরিয়া) উঠ উঠ বৎস!

যে শৈলরাজের পাষাণ-প্রান্ত হইতে সুরধুনী নিপতিত হইয়া সলিলশীকর বর্ষণে সমুদায় সানুপ্রদেশ সুশীতল করিতেছে, সেই গিরিরাজ অবধি, নানাবিধ বর্ণে বিভূষিত সমুজ্জ্বলরত্ন-নিচয়ে সমাকীর্ণ দক্ষিণোদধির তীরভূমি পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ হইতে সমাগত শত শত নরপতিগণ তোমার চরণযুগলে সভয় প্রণিপাত করিয়া ত্বদীয় অঙ্গুলিবিবর সকল নিজ নিজ কিরীটস্থিত রত্নকিরণে নিরন্তর অলঙ্কৃত করুক।

রাজা। আর্য্যের প্রসাদে আমি এ সকল অনুভবই করিতেছি, ইহা আশীর্ব্বাদ নহে। এখন আর্য্য উপবেশন করুন।

(উভয়ে যথোচিত আসনে উপবেশন করিলেন।)

চাণ। বৃষল! কি নিমিত্ত আমাকে আহ্বান করা হইয়াছে?

রাজা। আর্য্য-সন্দর্শন দ্বারা আত্মাকে অনুগৃহীত করিবার জন্য।

চাণ। (ঈষৎহাস্য করিয়া)। বৃষল! এরূপ বিনয় করার প্রয়োজন নাই; প্রভুরা কখনই অধিকারস্থ ব্যক্তিদিগকে নিষ্প্রয়োজন আহ্বান করেন না; তবে যথার্থ প্রয়োজন কি বল।

রাজা। আর্য্য! কৌমুদীমহোৎসব প্রতিষেধ করায় আপনি কি বিশেষ ফল দেখিতেছেন?

চাণ। (ঈষৎহাস্য করিয়া)। বৃষল! তবে বল তিরস্কার করিতেই আমাকে আহ্বান করিয়াছ।

রাজা। আর্য্য! না তিরস্কার করিতে না।

চাণ। তবে কি জন্য?

রাজা। কিঞ্চিৎ বিজ্ঞাপন করিবার জন্য।

চাণ। বৃষল! যদি তা হয়, তবে বিজ্ঞাপনীয় গুরুজনের যেরূপ অভিরুচি, শিষ্যেরও সেইরূপ অভিরুচির অনুসারে চলা অবশ্য কর্ত্তব্য।

রাজা। আর্য্য! তার সন্দেহ কি? কিন্তু আর্য্যের অভিরুচি কখনই নিষ্প্রয়োজন প্রবৃত্ত হয় না, এই জন্যই আমার জিজ্ঞাসার অবসর হইতেছে।

চাণ। বৃষল! তুমি আমার অভিপ্রায় ঠিক্ বুঝিতে পারিয়াছ; চাণক্য কখন স্বপ্নেও নিষ্প্রয়োজন অভিরুচি প্রবর্ত্তিত করিবে না।

রাজা! আর্য্য! এই জন্যই প্রয়োজন-শুশ্রূষা আমাকে মুখরিত করিতেছে।

চাণ। বৃষল! শুন তবে। অর্থশাস্ত্র-কারেরা রাজতন্ত্রে ত্রিবিধ সিদ্ধি বর্ণন করিয়া থাকেন, রাজায়ত্ত, সচিবায়ত্ত এবং উভয়ায়ত্ত। তন্মধ্যে তোমার সিদ্ধি সচিবায়ত্ত; অতএব তোমার এবিষয়ে ফলানুসন্ধানে প্রয়োজন কি? ইহাতে কেবল মুখ ও মানসের খেদ উৎপাদন মাত্র; কারণ, এ সকল কার্য্যে আমিই ত নিযুক্ত থাকিব।

রাজা। (কুপিত হইয়াই যেন মুখ পরিবৃত্ত করিলেন)।

(নেপথ্যে বৈতালিকদ্বয় পাঠ করিতেছে।)

এক ব্যক্তি। যে কলেবরে বিলেপিত ভস্মে কাশতূল-সদৃশ ধবলকান্তি গগনমণ্ডল পরাভূত হইতেছে, যে কলেবরে পরিহিত জলদসদৃশ নীলবর্ণ আর্দ্র করিচর্ম্ম শীতাংশুর কিরণজালে ধবলিত হইতেছে, যাহা ধবলবর্ণ নরকপাল-মালা কুমুদদামের ন্যায় ধারণ করিতেছে, এবং যাহাতে হাসশোভা রাজহংসের অনুকরণ করিতেছে, ভূতভাবন ভবানীপতির সেই শরৎকালানুকারী অপূর্ব্ব কলেবর সংপ্রতি মহারাজের সমস্ত ক্লেশভার অপহরণ করুক।

আরও,

এক্ষণে নারায়ণ ফণামণ্ডল-স্বরূপ উপধানভূষিত অতিবিশাল অনন্ত-শয্যা পরিহার করিতে অভিলাষী হইয়াছেন; অভিনব নিদ্রাভঙ্গ হেতু তদীয় বিলোচনদ্বয় অতিলোহিত ও ঈষৎসঙ্কুচিত হইয়াছে, এইমাত্র উন্মীলিত হইয়াছে বলিয়া ক্ষণকাল রত্নপ্রদীপের প্রভার অভিমুখে থাকিতে পারিতেছে না, দর্শনব্যাপারেও নিতান্ত অলস হইতেছে, এবং অঙ্গভঙ্গ সহিত জৃম্ভাকরণ হেতু উহাতে সলিলবিন্দু সমুৎপন্ন হইতেছে; নারায়ণের এতাদৃশ বিলোচনদ্বয় মহারাজকে নিরন্তর রক্ষা করুক।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। হে মনুজশ্রেষ্ঠ! যেরূপ মদজলস্রাবী গজপতি-যূথের বিজেতা প্রভূতবলশালী উন্নতকায় গর্ব্বিত মৃগপতিগণ দংষ্ট্রা-ভঙ্গ সহ্য করে না, সেইরূপ যে সকল ভূপতিরা বলদর্পিত বিপক্ষ-রাজ-গণকে স্বভুজবলে পরাজয় করিয়া থাকেন, এবং বিধাতা কোন অচিন্ত-নীয় কারণে যাঁহাদিগকে নিখিল-গুণগ্রামের নিধান-স্বরূপ সৃষ্টি করিয়া-ছেন, ভবাদৃশ সেই কতিপয় অভিমানী সার্ব্বভৌম নরপতিরাও কখনই আপনাদিগের আজ্ঞাভঙ্গ সহ্য করেন না।

আরও,

বহুমূল্য ভূষণাদি উপভোগ করিলেই স্বামী যথার্থ প্রভুপদবাচ্য হইতে পারেন না। কিন্তু যাঁহাদিগের আজ্ঞা কোথাও পরিভূত হয় না, ভবাদৃশ সেই সকল প্রভুরাই অন্বর্থনামা প্রভু বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন।

চাণ। (শুনিয়া, আত্মগত)। প্রথমটী ত নানাবিশেষণে ভূষিত দেবতার সাদৃশ্যচ্ছলে উপস্থিত শরৎসময়ের শোভাবর্ণন এবং আশী-র্ব্বচন; অপরটী কি, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

(চিন্তা করিয়া)

হাঁ বুঝেছি, ইহা রাক্ষসেরই প্রয়োগ। আঃ দুরাত্মন্ রাক্ষসহতক! তোর সকল চাতুরী বুঝিতে পারিয়াছি, কৌটিল্য নিরন্তর জাগরিত রহিয়াছে।

রাজা। আর্য্য বৈহীনরে! এই দুই জন স্তুতিপাঠককে শতসহস্র সুবর্ণমুদ্রা দাও গে।

কঞ্চু। যে আজ্ঞা মহারাজ।

(উঠিয়া পরিক্রমণ করিতেছে।)

চাণ। (সক্রোধে)। বেহীনরে! থাম, থাম, যেও না। বৃষল! কেন অপাত্রে এত অর্থ বিসর্জ্জন করিতেছ?

রাজা। আর্য্য এইরূপে সকল বিষয়েই আমার ইচ্ছা নিরোধ করিতেছেন, এ রাজ্যভোগ আমার বন্ধন-স্বরূপ হইয়াছে, ইহাকে রাজ্যভোগ বলা যায় না।

চাণ। বৃষল! যে রাজারা স্বয়ং রাজ্যতন্ত্রে অভিনিবিষ্ট না হয়, তাহাদেরই এই সকল ক্লেশ হইয়া থাকে। যদি এ সব ক্লেশ সহ্য করিতে না পার, তবে স্বয়ংই রাজ্যতন্ত্রের অবেক্ষণে নিযুক্ত হও।

রাজা। আচ্ছা, তবে অদ্যাবধি আমিই সমস্ত রাজকার্য্য করিব।

চাণ। ভাল, ইহা আমার অভীষ্ট, আমিও অদ্যাবধি নিজকার্য্যে মনোযোগী হইব।

রাজা। যদি এমন হইল, তবে এখন কৌমুদীমহোৎসব প্রতিষেধ করিবার প্রয়োজন কি শুনিতে চাই।

চাণ। বৃষল! কৌমুদীমহোৎসব অনুষ্ঠান করিবারই বা কি প্রয়ো-জন তাহা আমিও শুনিতে চাই।

রাজা। রাজ্যলাভের পরেই মদীয় আজ্ঞা অব্যাহত হয় কি না দেখিবার জন্য।

চাণ। বৃষল! ত্বদীয় আজ্ঞা ব্যাহত করাই আমার কৌমুদীমহোৎ-সব প্রতিষেধের প্রথম প্রয়োজন। কারণ,

যাহাদিগের বেলা-প্ররূঢ় কানন-শ্রেণী তমাল-পল্লবে শ্যামল বর্ণ ধারণ করিয়া রহিয়াছে, এবং যাহাদের অতিগভীর অভ্যন্তর-সলিল চঞ্চল তিমিকুলে নিরন্তর ক্ষোভিত হইতেছে, সেই চতুঃসংখ্যক জল-রাশির তীর পর্য্যন্ত অবস্থিত শত শত মহীপালগণ প্রণত-ভাবে যে

আজ্ঞা পুষ্পময়ী মালার ন্যায় শিরোধার্য্য করিতেছে, সেই আজ্ঞা আমাতেই স্খলিত হইল, ইহাতে তোমার প্রভুত্ব প্রবর্দ্ধিত ও বিনয়ভূষণে অলঙ্কৃত হইতেছে।

রাজা। ইহার আরও যে প্রয়োজন আছে তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি।

রাজা। তাহাও বলিতেছি।

রাজা। বলুন।

চাণ। শোণোত্তরে! শোনোত্তরে! আমার বাক্যানুসারে কায়স্থ অচলদত্তকে বল গে, ভদ্রভট প্রভৃতির যে লেখ্যপত্র খান আছে তাহা সমগ্রই দাও।

প্রতী। যে আজ্ঞা আর্য্য।

(নিষ্ক্রান্ত হইয়া, পুনঃ প্রবেশ করিয়া)

আর্য্য এই পত্র।

চাণ। (গ্রহণ করিয়া) বৃষল! শুন।

রাজা। অবহিত হইলাম।

চাণ। (পাঠ করিতেছেন)।

স্বস্তি, সুগৃহীতনামা মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের সহোত্থায়ী যে সকল প্রধান পুরুষ এস্থান হইতে অপক্রমণ করিয়া মলয়কেতুকে আশ্রয় করিয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যাজ্ঞাপক লেখ্যপত্র। তন্মধ্যে প্রথম, গজাধ্যক্ষ ভদ্রভট, অশ্বাধ্যক্ষ পুরুষদত্ত, প্রতীহারপ্রধান চন্দ্রভানুর ভাগিনেয় হিঙ্গুরাত, মহারাজের জ্ঞাতি মহারাজ বলগুপ্ত, মহারাজের বাল্যকালের সেবক রাজসেন, সেনাপতি সিংহবলদত্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভাগুরায়ণ, মালবরাজের পুত্র রোহিতাক্ষ, ক্ষত্রকুলশ্রেষ্ঠ বিজয়ধর্ম্মা। (আত্মগত)। এই আমরা সকলে মহারাজের কার্য্যে অবহিত রহিয়াছি ইতি। (প্রকাশে)। এই পর্য্যন্ত—এই পত্র।

রাজা। আর্য্য! ইহাদিগের অপরাগের কারণ শুনিতে ইচ্ছা করি।

চাণ। বৃষল! শুন। ইহাদের মধ্যে ভদ্রভট ও পুরুষদত্ত নামে

যে গজাধ্যক্ষ ও অশ্বাধ্যক্ষ ছিল, তাহারা মদ্যপায়ী, লম্পট ও মৃগয়াসক্ত; সুতরাং হস্তী ও অশ্বগণের পর্য্যবেক্ষণে অনবহিত বলিয়া তাহাদিগকে স্ব স্ব অধিকার হইতে চ্যুত করিয়া কেবল জীবনধারণক্ষম অবস্থায় স্থাপিত করিয়াছিলাম; এই হেতু তাহারা অপরক্ত হইয়া এস্থান হইতে প্রস্থান পূর্ব্বক মলয়কেতুর আশ্রয়ে সেই সেই অধিকারে নিযুক্ত হইয়াছে। হিঙ্গুরাত ও বলগুপ্ত নামে যে দুই জন ছিল তাহারাও অত্যন্ত লোভপরায়ণ, তাহারা মন্নিরূপিত অর্থ অগ্রাহ্য করিয়া মলয়কেতুর নিকট যাইলে অধিক অর্থ পাইব, এই আশায় তাহাকে আশ্রয় করিয়াছে। রাজসেন নামক যে ব্যক্তি তোমার বাল্যকালের সেবক ছিল, সেও তোমার অনুগ্রহে সহসা হয় হস্তী সম্পত্তি প্রভৃতি প্রভূত ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় উচ্ছেদাশঙ্কায় অপক্রমণ করিয়া মলয়কেতুকে আশ্রয় করিয়াছে। আর যে সেনাপতি সিংহবলদত্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভাগুরায়ণ-নামা এক ব্যক্তি ছিল সেও সেই সময়ে পর্ব্বতকের সহিত অতিমাত্র সোহার্দ্দ করিয়াছিল, এবং তদুপরি প্রণয় হেতুই "চাণক্য তোমার পিতার প্রাণনাশ করিয়াছে" এইরূপ বাক্যে মলয়কেতুকে নির্জনে ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাকে এস্থান হইতে অপবাহিত করিয়াছে; পরে যখন তোমার অনিষ্টকারী চন্দনদাস প্রভৃতি পুরুষদিগের নিগ্রহ করা যায়, তখন সেও নিজ দোষ-প্রকাশের আশঙ্কায় এস্থান হইতে অপক্রমণ করিয়া মলয়কেতুর আশ্রয় লইয়াছে, তিনিও "এই ব্যক্তি আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছে" এইরূপ কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ হইয়া এবং পৈতৃক পরিচয়ের অনুরোধে তাহাকে আপনার অব্যবহিত অমাত্য-পদ প্রদান করিয়াছেন। আর যে রোহিতাক্ষ ও বিজয়বর্ম্মা নামে দুই জন প্রধান পুরুষ ছিল, তাহারাও নিতান্ত অভিমানী, সুতরাং স্বীয় জ্ঞাতিবর্গের ত্বৎপ্রদত্ত সমাদর সহ্য করিতে না পারিয়া মলয়কেতুকে আশ্রয় করিয়াছে। এই সকলই ইহাদিগের অপরাগের কারণ।

রাজা। আর্য্য! ইহাদিগের এইপ্রকার অপরাগ-কারণ জানিতে পারিয়াও আর্য্য তৎক্ষণাৎ কেন প্রতিবিধান করেন নাই?

চাণ। বৃষল! আমি প্রতিবিধান করিতে পারি নাই।

রাজা। কি কোন কৌশল করিতে পারেন নাই, না কোন প্রয়োজন ছিল?

চাণ। কৌশল থাকিবে না কেন? অবশ্য কোন প্রয়োজন ছিল।

রাজা। তবে প্রতিবিধান না করার কি প্রয়োজন তাহা এক্ষণে শুনিতে ইচ্ছা করি।

চাণ। বৃষল! শুন এবং উত্তমরূপে বুঝ।

রাজা। উভয় প্রকারই করিতেছি; বলুন।

চাণ। বৃষল! বিরক্ত প্রকৃতিবর্গের দুইপ্রকারে প্রতিবিধান হইতে পারে, হয় অনুগ্রহ, নয় নিগ্রহ। তন্মধ্যে ভদ্রভট ও পুরুষদত্তকে যে যে অধিকার হইতে চ্যুত করা গিয়াছে, তাহাদিগকে সেই সেই অধিকারে পুনঃস্থাপিত করিলেই অনুগ্রহ প্রদর্শন হয়; কিন্তু সেই সকল গুরুতর অধিকার তাদৃশ ব্যসনাসক্ত অনবহিত ব্যক্তিদিগের উপর সমর্পিত হইলে, সমস্ত রাজ্যের মূলসাধন হস্তী ও অশ্ব সৈন্য একবারে অবসন্ন হইবে। হিঙ্গুরাত ও বলগুপ্ত অত্যন্ত লোভপরায়ণ, সমস্ত রাজ্য প্রদান করিলেও তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পারা যাইবে না, অতএব কি প্রকারে তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ করা যাইবে। রাজসেন ও ভাগুরায়ণ স্বীয় ধননাশ ও প্রাণনাশের আশঙ্কায় অতিশয় ভীত হইয়াছে, সুতরাং তাহাদের প্রতিও অনুগ্রহের অবসর কোথায়? রোহিতাক্ষ ও বিজয়বর্ম্মা স্বভাবতঃ অতিশয় অভিমানী, তাহারা জ্ঞাতিবর্গের প্রতি প্রদত্ত সম্মান দর্শনে অত্যন্ত আন্তরিক পীড়া পায়, এবং ত্বৎকৃত সম্মানও অসম্মান স্বরূপ জ্ঞান করে, সুতরাং কীদৃশ অনুগ্রহে তাহাদের প্রীতি জন্মিবে বুঝিতে পারি না। এইরূপে প্রথম (অনুগ্রহ) পক্ষ ত অপাস্ত হইল। এক্ষণে উত্তর (নিগ্রহ) পক্ষও অপাস্ত হইতেছে; কারণ, অতি অল্প দিন হইল আমরা নন্দরাজের সমস্ত ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছি, এক্ষণে যদি আমরা সহোত্থায়ী প্রধান পুরুষদিগকে গুরুতর দণ্ড প্রদান পূর্ব্বক উৎপীড়ন আরম্ভ করি,

তাহা হইলে আমরা নন্দকুলানুরক্ত প্রকৃতিবর্গের নিকট সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য হইয়া উঠিব। তাহা হইলে, পিতৃবধ-হেতু জাতক্রোধ পর্ব্বতকপুত্র মলয়কেতু আমাদিগের সমস্ত ভৃত্যবর্গকে হস্তগত করিয়া রাক্ষসের উপদেশানুসারে ম্লেচ্ছবলে পরিবেষ্টিত হইয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে; অতএব এখন ব্যায়ামের সময়, উৎসবের সময় নয়। এখন দুর্গসংস্কারাদি কার্য্য আরম্ভ করাই উচিত, কৌমুদীমহোৎসবে প্রয়োজন কি? এই নিমিত্তই আমি ঐ মহোৎসব প্রতিষেধ করিয়াছি।

রাজা। আর্য্য! এবিষয়ে অনেক জিজ্ঞাস্য আছে।

চাণ। বৃষল! বিশ্বস্তচিত্তে জিজ্ঞাসা কর, আমারও অনেক বক্তব্য আছে।

রাজা। এই জিজ্ঞাসা করি।

চাণ। আমিও এই বলি।

রাজা। আমাদিগের এই সকল অনর্থের নিদানভূত মলয়কেতু যখন এস্থান হইতে অপক্রমণ করে, তখন আর্য্য উপেক্ষা করিলেন কেন?

চাণ। বৃষল! মলয়কেতুর অপক্রমণ নিবারণার্থ দুইটী মাত্র উপায় হইতে পারে, হয় অনুগ্রহ করা, নয় নিগ্রহ করা। অনুগ্রহ করিলে, পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করিতে হয়। নিগ্রহ করিলে, "আমরাই পর্ব্বতককে বিনাশ করিয়াছি" এইরূপ কৃতঘ্নতাপবাদ আপনারাই আপনাদিগের উপর নিক্ষিপ্ত করা হয়। আর যদি প্রতিশ্রুত রাজ্যার্দ্ধই দেওয়া যায়, তাহা হইলে পর্ব্বতককে বিনাশ করার ফল কেবল কৃতঘ্নতা মাত্রই হয়। এই সকল কারণেই মলয়কেতু যখন অপক্রমণ করে তখন উপেক্ষা করা গিয়াছে।

রাজা। আর্য্য! ভাল, এবিষয়ে ত এই উত্তর; কিন্তু রাক্ষস যখন এই নগরের অভ্যন্তরেই ছিল, তখন তাহাকে উপেক্ষা করিলেন কেন, ইহাতে আর্য্যের কি উত্তর আছে?

চাণ। বৃষল! রাক্ষসও স্বীয় প্রভুর প্রতি দৃঢ়ানুরাগহেতু ও এই নগরে বহুকাল একত্র বাস প্রযুক্ত নন্দানুরক্ত স্বভাবজ্ঞ প্রকৃতি-বর্গের অত্যন্ত বিশ্বাসপাত্র হইয়াছে; সে স্বভাবতঃ বুদ্ধিমান্ ও পৌরুষাভিমানী, তাহাতে আবার সহায়-সম্পন্ন ও ধনবলশালী; সুতরাং এই নগরের মধ্যে থাকিলে ঘোরতর প্রজাবিদ্রোহ উপস্থিত করিতে পারিত। কিন্তু দূরীকৃত হইয়া নগরের বহিঃস্থিত প্রকৃতিবর্গের বিদ্রোহ সমুৎপাদন করিলেও তাহাকে পরাজিত করিতে বড় একটা কষ্ট লাগিবেক না, এই কারণেই অপক্রমণ সময়ে উপেক্ষা করা গিয়াছে।

রাজা। তবে, রাক্ষস যখন এই নগরেই ছিল, তখন তাহাকে সামাদি উপায় দ্বারা বশীকৃত করিতে চেষ্টা করেন নাই কেন?

চাণ। কোন্ উপায়ে তাহাকে অপসারিত করা যাইবে—এই অভিপ্রায়ের উপযোগী উপায় প্রয়োগ করিয়া তাহাকে হৃদয়প্রোত শঙ্কুর ন্যায় উদ্ধৃত করিয়া দূরীকৃত করা গিয়াছে। দূরীকরণের প্রয়োজনও বলিয়াছি।

রাজা। আর্য্য! বল পূর্ব্বক নিগৃহীত করিলেন না কেন?

চাণ। বৃষল! সে রাক্ষস, যদি তাহাকে বলপূর্ব্বক নিগ্রহ করা যায়, তবে হয় সে আত্মহত্যা করিবে, নয় তোমার সমস্ত সৈন্য ধ্বংস করিবে; এরূপ ঘটিলে দুই দিকেই অপকার। দেখ, বৃষল!

আমরা তাহাকে বলপূর্ব্বক আক্রমণ করিলে, যদি সে আত্ম-বিনাশ সম্পাদন করে, তাহা হইলে, তুমি তাদৃশ মহাত্মা কর্ত্তৃক বিরহিত হইলে; আর যদি সে তোমার প্রধান প্রধান সৈন্যদলকে বিনষ্ট করে তাহা হইলেও মহা যন্ত্রণা। অতএব, তাহাকে অভিনবধৃত বনকরীর ন্যায় নানাবিধ উপায়বলে বশীভূত করিতে হইবে।

রাজা। আমি বাক্য দ্বারা আর্য্যের বাক্যকে অতিক্রম করিতে অসমর্থ; এস্থলে অমাত্য রাক্ষসই সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়।

চাণ। (সক্রোধে)। "আপনি নন" এই শেষ কথা। এমন কখনই নয়; ওহে বৃষল! সে কি করেছে?

রাজা। যদি না জানেন, তবে শুনুন, সেই মহাত্মা—

আমরা এই পুরী অধিকার করিলেও, আমাদিগের গলদেশে পাদন্যাস পূর্ব্বক যত দিন ইচ্ছা তত দিন এস্থানে বাস করিয়াছিলেন, অস্মদীয় সৈন্যদলের জয়ঘোষণাকার্য্যে বলপূর্ব্বক ব্যাঘাত উৎপাদন করিয়াছিলেন, এবং অত্যন্ত বিপুল নীতিকৌশলে আমাদিগের এরূপ মতিভ্রম জন্মাইয়া দিয়াছেন, যে অতিশয় বিশ্বাসপাত্র আত্মীয় ব্যক্তি-দিগের উপরও আমাদিগের সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মে না।

চাণ। (হাস্য করিয়া)। বৃষল! রাক্ষস এই করেছে?

রাজা। আজ্ঞা হাঁ; অমাত্য রাক্ষস এই করেছেন।

চাণ। বৃষল! আমি মনে করেছিলাম, আমি যেমন নন্দকে ধ্বংস করিয়া তোমাকে মহীতলের রাজ্যে অধিরূঢ় করিয়াছি, সেও সেইরূপ তোমাকে উৎসন্ন করিয়া মলয়কেতুকে ধরাতলের আধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

রাজা। আর্য্য! তিরস্কারের প্রয়োজন নাই; এ সকল দৈবই সম্পন্ন করিয়াছেন, এতে আর্য্যের কি?

চাণ। হে অসূয়াপরবশ!

অন্য কোন্ ব্যক্তি কোপানল উদ্দীপ্ত হওয়াতে বক্রীভূত অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা শিখা উন্মোচন পূর্ব্বক, সর্ব্বজন সমক্ষে সমস্ত শত্রুবংশ ধ্বংস করিবার সুদীর্ঘ ভীষণ প্রতিজ্ঞায় আরূঢ় হইয়া, রাক্ষসের সমক্ষে নবতিশত কোটি ঐশ্বর্য্যের অধিপতি মদমত্ত নব নন্দদিগকে যজ্ঞীয় পশুর ন্যায় একেএকে বিনষ্ট করিয়াছে?

আরও, দেখ,

এই সকল বিগলিত-বসাস্রোতোবাহী নন্দদিগের চিতানল অদ্যাপি নির্ব্বাণ হয় নাই; গৃধ্রগণ অদ্যাপি নিশ্চল পক্ষ সুবিস্তীর্ণ করিয়া অন্তরীক্ষে মণ্ডলাকারে বিচরণ করিতেছে; ধূমপটলে ভাস্কর-কিরণ সমাচ্ছন্ন হওয়াতে দিঙ্মণ্ডল অদ্যাপি ঘনাবৃতের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে; এবং শ্মশানবাসী শিবাপ্রভৃতি প্রাণিগণ অদ্যাপি পরমানন্দ অনুভব করিতেছে।

রাজা। এ সকল আর এক জনই করিয়াছে।

চাণ। কে?

রাজা। নন্দকুল-প্রতিকূল দৈবই এই সকল সম্পন্ন করিয়াছে।

চাণ। মূর্খেরাই দৈবকে কার্য্যসাধক মনে করে।

রাজা। পণ্ডিতেরাও নিরহঙ্কার হইয়া থাকেন।

চাণ। (ক্রোধের ভাব প্রকাশ করিয়া)। বৃষল! বৃষল! দাসের ন্যায় আমাকে আস্কন্দন করিতে ইচ্ছা করিতেছিস্,

এই কর পুনর্ব্বার বদ্ধশিখা-মোচনে ধাবিত হইতেছে;

(ভূতলে পাদপ্রহার করিয়া)

এই চরণ পুনর্ব্বার প্রতিজ্ঞায় আরূঢ় হইবার নিমিত্ত চপল হইতেছে; আমার যে ক্রোধানল নন্দদিগের বিনাশ হেতু প্রশান্ত হইয়াছিল; তুই আজি কালপ্রেরিত হইয়া পুনর্ব্বার সেই কোপাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তুলিতেছিস্।

রাজা। (সাবেগচিত্তে, স্বগত)। অয়ে! তবে আর্য্য সত্য সত্যই কুপিত হলেন না কি? তথাহি

ক্রোধ হেতু স্পন্দমান পক্ষ্মজাল হইতে নির্ম্মল জলবিন্দু বিগলিত হওয়াতে পিঙ্গলবর্ণ লোচন-জ্যোতিঃ ক্ষালিত ও ক্ষীণতর হইতেছে; তথাপি ভ্রূভঙ্গরূপ ধূমচ্ছলে যেন জ্বলদনলের ন্যায় প্রজ্বলিত হইতেছে; ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, সর্ব্বংসহা প্রচণ্ডতাণ্ডব সময়ে রৌদ্ররস-অভিনেতা রুদ্রের কথা স্মরণ করিয়া কম্পিতকলেবরে কোন প্রকারে ইহাঁর পদাঘাত সহ্য করিয়াছে।

চাণ। (কৃত্রিম কোপ সম্বরণ করিয়া)। বৃষল! বৃষল! আর উত্তর প্রত্যুত্তরে প্রয়োজন নাই; যদি রাক্ষসকে আমার অপেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ করিয়া থাক, তবে এই শস্ত্র তাহাকেই দাও গে।

(শস্ত্রত্যাগ পূর্ব্বক, উঠিয়া, প্রত্যক্ষ দেখিয়াই যেন আকাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, স্বগত)

রাক্ষস! রাক্ষস! এইরূপ বুদ্ধিপ্রভাবে তুমি কৌটিল্যবুদ্ধি বিজয় করিতে অভিলাষ করিয়াছ?

"চাণক্য হইতে বিগত-ভক্তি মৌর্য্যকে সুখে পরাজিত করিব" ইহা মনে করিয়া সম্প্রতি যে ভেদসাধন প্রয়োগ করিয়াছ, হে শঠ! সেই সমস্তই তোমার অনর্থের নিদান হইবে।

(ইহা কহিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন।)

রাজা। আর্য্য বৈহীনরে! "অদ্যাবধি চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যের পরামর্শ না লইয়াই স্বয়ং রাজ্য কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন" এই কথা প্রজামধ্যে প্রচারিত করিয়া দাও গে।

কঞ্চু। (স্বগত)। কি, উপাধিশূন্যই চাণক্য কহিলেন, "আর্য্য চাণক্য" এ কথা কহিলেন না। হায়! সত্যই আজি অধিকার বিগত হইল! অথবা এবিষয়ে মহারাজের কোন দোষ দেওয়া উচিত নহে।

নরপতি যে অসৎ কার্য্য সম্পাদন করে, সে কেবল সচিবেরই দোষ; দেখ, নিষাদীর দোষেই মাতঙ্গ দুষ্ট বলিয়া নিন্দনীয় হয়।

রাজা। আর্য্য! কি বিবেচনা করিতেছ?

কঞ্চু। না মহারাজ! কিছু বিবেচনা করি নে। তবে এই বিজ্ঞাপন করি, যে সৌভাগ্যক্রমে মহারাজ এক্ষণে যথার্থ মহারাজ হইলেন।

রাজা। (আত্মগত)। আর্য্য স্বকার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত আমাকে এই প্রকারে নিগৃহীত করিয়া সিদ্ধকাম হউন। (প্রকাশে)। শোণোত্তরে! এই শুষ্ক কলহে আমার অত্যন্ত শিরোবেদনা উপস্থিত হইয়াছে, অতএব শয়নগৃহ দেখাইয়া দাও।

প্রতী। আসুন, মহারাজ! আসুন।

রাজা। (আসন হইতে উঠিয়া, আত্মগত)।

আমি আর্য্যের আজ্ঞানুসারেই তাঁহার গৌরব লঙ্ঘন করিয়াছি, ইহাতেই আমার বুদ্ধি মেদিনীগর্ভে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক হইতেছে; কিন্তু যাহারা সত্য সত্যই গুরুজনের সম্মান করে না, তাহাদের হৃদয় লজ্জায় কেন বিদীর্ণ হয় না।

(সকলের প্রস্থান।)

মুদ্রারাক্ষসে তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

মুদ্রারাক্ষস।

চতুর্থ অঙ্ক।

(এক জন পথিশ্রান্ত পুরুষের প্রবেশ।)

পুরু। কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য!

প্রভু যদি অনুচিত স্থানে গমনার্থ আজ্ঞা না করেন, তাহা হইলে কোন্ অধিকৃত ব্যক্তি যোজন শতাধিক পথ গমনাগমন না করে।

যাহা হউক, তবে এখন অমাত্য রাক্ষসেরই গৃহে গমন করি।

(পরিশ্রান্তের ন্যায় পরিক্রমণ করিয়া)

ওহে এখানে দ্বারবানের মধ্যে কে আছ হে! অমাত্য রাক্ষসকে নিবেদন কর গে, করিশাবকের ন্যায় সত্বর কার্য্যসাধক করভক পাটলিপুত্র হইতে এই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

দৌবারিক। (প্রবেশ করিয়া)। ভদ্র! অত উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিও না; অমাত্য রাক্ষস রাজ্যচিন্তাজনিত রাত্রিজাগরণে সমুৎপন্ন শিরোবেদনায় কাতর হইয়াছেন, এবং এখনও শয়নতল পরিহার করেন নাই; অতএব মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা কর, আমি অবসর পাইয়া তাঁহাকে তোমার আগমন সংবাদ নিবেদন করি।

পুরু। ভদ্রমুখ! তোমার যাহা অভিরুচি হয়, কর।

(অনন্তর শকটদাস কর্ত্তৃক সেব্যমান, আসনোপবিষ্ট, শয়নতলগত, চিন্তায়মান রাক্ষসের প্রবেশ।)

রাক্ষ। (আত্মগত)। আমি কার্য্যসিদ্ধি বিষয়ে বিধির স্বাধীনতা সন্দর্শন করিতেছি, নিসর্গকুটিল কৌটিল্যবুদ্ধিও মনে মনে চিন্তা করি-

তেছি, এবং তৎকৃত কার্য্যকলাপের প্রতিবিধানার্থ আমি যে সকল উপায় প্রয়োগ করিতেছি, তাহাও সম্পূর্ণ বিফল হইতেছে দেখিয়া, এস্থলে কেন এরূপ ঘটিতেছে——ইত্যাদি চিন্তায় প্রত্যেক রজনী যাপন করিতেছি।

আরও,

যেমন কোন নাটকপ্রণেতা প্রথমে অভিনেয় বিষয়ের অত্যল্প উপক্ষেপ * রচনা করিয়া, সেই বিষয়টী আরও কিঞ্চিৎ অধিক প্রকাশ করিবার বাসনায়, গর্ভিত † বীজের ‡ অতিগহন ফল অল্পে অল্পে অজ্ঞাতসারে প্রকাশ করেন, এবং ক্রমশঃ বিস্তীর্ণ কার্য্যকলাপের বুদ্ধিপূর্ব্বক বিমর্ষ § স্থাপন করিয়া শেষে উপসংহার করেন, সেইরূপ মাদৃশ ব্যক্তিগণ অগ্রে অত্যল্পমাত্র সামাদি উপায় প্রয়োগ করিয়া, সেই অভিলষিত কার্য্যের কিঞ্চিৎ বিস্তার কামনায়, সমুৎপন্ন সাধন-নিচয়ের অতিনিগূঢ় ফল গুপ্তভাবে প্রকাশ করিয়া থাকেন, এবং বুদ্ধিবলে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া পরিশেষে সমস্ত কার্য্য প্রকাশমান দেখিয়া কিঞ্চিৎ সঙ্কোচ করিয়া আনেন; এইরূপে দিবানিশি অশেষ ক্লেশ অনুভব করিয়া থাকেন।

তবে, দুরাত্মা চাণক্য বটু কি—

দৌবারিক। (অগ্রসর হইয়া)। জয়ী হউন, জয়ী হউন—

রাক্ষ। প্রতারিত হইতে পারিবে?

দৌবা। অমাত্য।

রাক্ষ। (বামনেত্র স্পন্দন প্রকাশ করিয়া আত্মগত)। "চাণক্য বটু জয়ী হইবে, আর অমাত্য প্রতারিত হইতে পারিবে" ইহা বাম-

* নাটকের অভিধেয় বস্তুর উৎপত্তি।

† প্রথমে কিঞ্চিদুদ্ভিন্ন প্রধানীভূত ফলসাধনোপায়ের সমুদ্ভেদকে গর্ভ কহে।

‡ যে ফলসাধনের প্রধান উপায় অত্যল্প মাত্র উল্লিখিত হইয়া নানাবিধ আকারে প্রকাশ পায় তাহাকে বীজ কহে।

§ যখন গর্ভিত প্রধান ফলসাধনোপায় শাপাদি ব্যাঘাত দ্বারা বিস্তৃত হয় তখন তাহাকে বিমর্ষ কহে।

নেত্রস্পন্দনে প্রস্তুত রূপে প্রতিপন্ন হইল। (প্রকাশে)। ভদ্র! কি বলিতে ইচ্ছা করিতেছ?

দৌবা। অমাত্য! এই করভক পাটলিপুত্র হইতে আসিয়াছে অমাত্যকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছে।

রাক্ষ। ইহাকে অবারিত রূপে প্রবেশ করিতে দাও।

দৌবা। যে আজ্ঞা অমাত্য।

(নির্গত হইয়া, পুরুষের নিকট গমন করিয়া)

ভদ্র! এই অমাত্য বসিয়া আছেন, ইহাঁর নিকটে যাউন।

(ইহা কহিয়া নিষ্ক্রান্ত হইল।)

কর। (রাক্ষসের সমীপে গমন করিয়া)। অমাত্যের জয় হউক, অমাত্যের জয় হউক।

রাক্ষ। (দেখিয়া)। ভদ্র করভক! স্বাগত ত? উপবেশন কর।

কর। যে আজ্ঞা অমাত্য।

(ভূতলে উপবেশন করিল।)

রাক্ষ। (স্বগত)। কার্য্যের বাহুল্য প্রযুক্ত কোন্ প্রয়োজন সাধনে এই চরকে পাঠাইয়াছি, তাহা নিরূপণ করিতে পারিতেছি না।

(চিন্তার আকার প্রকাশ করিলেন।)

(বেত্রহস্তে অপর পুরুষের প্রবেশ।)

পুরু। সরে যান্ মহাশয়েরা! সরে যান্। ভাগুন্ মহাশয়েরা! ভাগুন্। আপনারা কি দেখিতে পাইতেছেন না।

সকল মঙ্গলালয় দেবগণ ও ভূমিদেবদিগের সমীপে আগমন ত দূরে থাকুক, ইহাঁদিগের সন্দর্শনও অধন্যদিগের অত্যন্ত দুর্ল্লভ।

(আকাশে)

আর্য্য! কি বলিতেছেন, কি নিমিত্ত এইরূপ লোক সরাইয়া দিতেছি? আর্য্য এই কুমার মলয়কেতু অমাত্য রাক্ষসের শিরোবেদনা

শুনিয়া, তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত এখানেই আসিতেছেন; এই কারণেই লোক সরাইয়া দিতেছি।

(ইহা কহিয়া নিষ্ক্রান্ত হইল।)

(অনন্তর প্রিয়সুহৃৎ ভাগুরায়ণের সহিত, কঞ্চুকি কর্ত্তৃক অনুগম্যমান মলয়কেতুর প্রবেশ।)

মল। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, আত্মগত)। অদ্য দশ মাস অতীত হইল, পিতার পরলোক হইয়াছে; আমি কেবল বৃথা পুরুষাভিমান ধারণ করিয়া তাঁহার উদ্দেশে এক অঞ্জলি জলও প্রদান করিলাম না। অথবা, ইহা আমি পূর্ব্বেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি,

আমার জননী যেমন পতিশোকে বক্ষে করাঘাত করিয়া রত্নবলয় চূর্ণ করিয়াছিলেন, তাঁহার উত্তরীয় বসন যেমন ভ্রষ্ট হইয়াছিল, তিনি যেমন হাহারবে আর্ত্তনাদ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার অলক সকল যেরূপ ধূলায় রূক্ষ হইয়াছিল, আমি সম্প্রতি রিপুনারীদিগের তাদৃশ দুরবস্থা সম্পাদন করিয়া পিতার নিবাপাঞ্জলি অর্পণ করিব।

তবে আর অধিক বলিবার প্রয়োজন কি?

হয় আমি বীরপুরুষোচিত ব্যাপার সম্পাদন করিয়া সমরক্ষেত্রে পিতার অনুবর্ত্তী হইব, অথবা নিজ জননীর লোচনযুগল হইতে বাষ্পজল আচ্ছিন্ন করিয়া রিপুনারীগণের নয়নে সমর্পিত করিব।

(প্রকাশে)। আর্য্য জাজলে! আমার বচনানুসারে মদনুযায়ী রাজাদিগকে বল গে, "আমি একাকীই অমাত্য রাক্ষসের সমক্ষে সহসা উপস্থিত হইয়া তাঁহার আনন্দ উৎপাদন করিতে ইচ্ছা করি, অতএব আর অনুগমন-ক্লেশের আবশ্যকতা নাই"।

কঞ্চু। যে আজ্ঞা কুমার।

(পরিক্রমণ করিয়া, আকাশে)

ওহে হে মহীপালগণ! কুমার আজ্ঞা দিতেছেন "আর কেহ আমার অনুগমন করিও না"।

(দেখিয়া, সহর্ষচিত্তে)

দেখুন কুমার ! দেখুন, আপনার আজ্ঞা শ্রবণানন্তরই সকল ভূপতিরাই প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

কতগুলি অশ্বারূঢ় নরপতি মুখর কবিকা আকর্ষণ করিয়া অশ্বদিগকে নিরুদ্ধ করিলেন, তাহাতেই তাহাদিগের উন্নত স্কন্ধদেশ অতিশয় বক্রীকৃত হইল, এবং তাহারা পুরোবর্ত্তি গগনমণ্ডলকে যেন খুরপুট দ্বারা ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিল। আর কতিপয় ভূপতি করিবরদিগকে নিবৃত্ত করিলেন, অকস্মাৎ বেগভঙ্গ হেতু তাহাদিগের কণ্ঠাবলম্বি ঘণ্টা সকল নিঃশব্দ হইল ; দেখুন দেব ! জলধি সকলের ন্যায় মহীপালগণ আপনার মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করেন না।

মল। আর্য্য জাজলে ! তুমিও সমস্ত পরিজন সঙ্গে লইয়া নিবৃত্ত হও, ভাগুরায়ণ কেবল একাকী আমার অনুগমন করুক।

কঞ্চু। যে আজ্ঞা কুমার।

(পরিজনগণের সহিত নিষ্ক্রান্ত হইল।)

মল। সখে ভাগুরায়ণ ! ভদ্রভট প্রভৃতি পুরুষেরা এস্থানে আসিয়া আমাকে এই কথা বিজ্ঞাপন করিয়াছিল, যে, “ আমরা অমাত্য রাক্ষসকে অবলম্বন করিয়া কুমারের আশ্রয় গ্রহণ করি নাই, কিন্তু কুমারের সেনাপতি শিখরসেনকেই অবলম্বন করিয়া দুষ্ট সচিবের বশীভূত চন্দ্রগুপ্তের উপরি অপরক্তি হেতু কুমারের দয়াদাক্ষিণ্যাদি রমণীয় গুণপরম্পরা শ্রবণে আশ্রয়ণীয় বোধে আশ্রয় লইয়াছি।” কিন্তু আমি অনেক বিবেচনা করিয়াও তাহাদিগের এরূপ বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতে পারি নাই।

ভাগু। কুমার ! এই বাক্যের অর্থ ত নিতান্ত দুর্ব্বোধ বোধ হইতেছে না ; দেখুন, নিজগুণসম্পন্ন বিজিগীষু ব্যক্তি, প্রিয় ও হিতৈষী ব্যক্তিকেই অবলম্বন করিয়া, আশ্রয়ণীয় মহাপুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন ; এটী যুক্তিযুক্তই কর্ম্ম।

মল। সখে ভাগুরায়ণ ! অমাত্য রাক্ষস ত আমাদিগের প্রিয় ও নিতান্ত হিতৈষী।

ভাগু। কুমার ! তা বটে, কিন্তু অমাত্য রাক্ষসের বৈরভাব চাণক্যের উপরিই বদ্ধমূল, চন্দ্রগুপ্তের উপর নহে ; অতএব যদি কখন চন্দ্রগুপ্ত বিজয়গর্ব্বিত চাণক্যের অহঙ্কার সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাকে মন্ত্রিত্ব পদ হইতে অবরোপিত করে, তাহা হইলে অমাত্য রাক্ষস নন্দকুলে অচল ভক্তি হেতু নন্দবংশসম্ভূত বলিয়া এবং সম্পৎকালের সৌহার্দ্দের অনুরোধে চন্দ্রগুপ্তের সহিত সন্ধি করিতে পারেন ; আর চন্দ্রগুপ্তও অমাত্য রাক্ষস পিতৃপরম্পরাগত বলিয়া সন্ধি স্বীকার করিতে পারে ; এরূপ ঘটনা ঘটিলে আমাদিগেরও উপর কুমারের অবিশ্বাস জন্মিতে পারে। ইহাই তাহাদিগের বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য।

মল ! হতে পারে। সখে ভাগুরায়ণ ! অমাত্য রাক্ষসের ভবনমার্গ দেখাইয়া দাও।

ভাগু। এদিকে আসুন, কুমার ! এদিকে আসুন।

(উভয়ে পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন।)

ভাগু। কুমার ! এই অমাত্য রাক্ষসের ভবন, ইহাতে কুমার প্রবেশ করুন।

মল। এই প্রবেশ করিতেছি।

(তাঁহারা প্রবেশের আকার প্রকাশ করিলেন।)

রাক্ষ। হাঁ স্মরণ হইয়াছে। (প্রকাশে)। ভদ্র ! তুমি কুসুমপুরে বৈতালিক স্তনকলসকে দেখিয়াছ কি ?

কর। অমাত্য ! আজ্ঞা হাঁ।

মল। সখে ভাগুরায়ণ ! কুসুমপুরের কথা চলিতেছে, তবে আর অগ্রসর হইব না, শুনা যাউক কি ব্যাপার টা।

সচিবগণ মন্ত্রভঙ্গ-ভয়ে নৃপতিদিগের নিকট অন্য প্রকার বলেন, কিন্তু স্বৈরালাপ সময়ে সমস্ত প্রকাশ করিয়া আর এক প্রকার কহেন।

ভাগু। যে আজ্ঞা কুমার।

রাক্ষ। ভদ্র! সে কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে কি?

কর। অমাত্যের প্রসাদে সব সিদ্ধ হইয়াছে।

মল। সখে ভাগুরায়ণ! সে কার্য্য কি?

ভাগু। কুমার! সচিবের সমস্ত ব্যাপারই অতি গহন, এত অল্প শুনিয়াই সব নিরূপণ করিতে পারা যায় না, অতএব কুমার অবহিত হইয়া শ্রবণ করুণ।

রাক্ষ। ভদ্র! বিস্তার পূর্ব্বক শুনিতে চাই।

কর। অমাত্য! শ্রবণ করুণ। অমাত্য আমাকে এই আজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, "করভক! তুমি কুসুমপুরে গিয়া, আমার বচনানুসারে বৈতালিক স্তনকলসকে এই কথা বলিও যে, যখন চাণক্যহতক সেই সেই প্রকার আজ্ঞাভঙ্গ করিবে, তখন তুমি সমুত্তেজক শ্লোক পাঠ দ্বারা চন্দ্রগুপ্তকে সমুত্তেজিত করিও" ইতি।

রাক্ষ। তার পর, তার পর।

কর। তার পর, আমি পাটলিপুত্রে গিয়া বৈতালিক স্তনকলসকে অমাত্যের আজ্ঞা জানাইলাম।

রাক্ষ। তার পর, তার পর।

কর। এই সময়ে চন্দ্রগুপ্ত নন্দবংশ ধ্বংশ হেতু বিষণ্ণচিত্ত পৌরজনের পরিতোষ সমুৎপাদন করিবার জন্য কুসুমপুর মধ্যে কৌমুদী-মহোৎসবের ঘোষণা করিয়া দিলেন; সেই মহোৎসব অনেক কালের পর পুনরায় প্রবর্ত্তমান দেখিয়া পুরবাসী ব্যক্তিরা প্রিয়বন্ধুর সমাগমের ন্যায় তাহাকে সস্নেহে ও সাদরে গ্রহণ করিল।

রাক্ষ। (অশ্রুপূর্ণলোচনে)। হা দেব নন্দ!

হা ভূপতিচন্দ্র! কুমুদানন্দদায়ক চন্দ্র বিদ্যমানেও সমস্ত জগতের আনন্দবর্দ্ধন আপনি বিনা কৌমুদী মহোৎসব কিরূপ সুখজনক হইবে!

ভদ্র! তার পর, তার পর।

কর। অমাত্য! তার পর, চাণক্যহতক পৌরজনের নিতান্ত অনিচ্ছায় সেই লোকলোচনের আনন্দপ্রদ কৌমুদী-মহোৎসব নিষেধ করিয়া দিল; এই সময়ে স্তনকলস চন্দ্রগুপ্তের সমুত্তেজন-সমর্থ শ্লোক-পরিপাটী পাঠ করিতে আরম্ভ করিল।

রাক্ষ। (সহর্ষচিত্তে)। সাধু! সখে স্তনকলস! সাধু! তুমি সমুচিত সময়ে যে ভেদ-বীজ বপন করিয়াছ, তাহা অবশ্যই ফল দর্শাইবে। কারণ,

যখন অতি নীচ ব্যক্তিও সহসা ক্রীড়ামোদ ভঙ্গ হইলে কখনই সহ্য করে না, তখন অলৌকিক-তেজঃশালী পৃথিবীপতি কি কখন আজ্ঞা-ভঙ্গ সহ্য করিবেন?

মল। এরূপ বটে।

("যখন অতি নীচ ব্যক্তিও" ইত্যাদি পুনর্ব্বার কহিলেন।)

রাক্ষ। তার পর, তার পর।

কর। তার পর, চন্দ্রগুপ্ত আজ্ঞাভঙ্গ হেতু কুপিতান্তঃকরণ হইয়া, অমাত্যের গুণাবলী বহুক্ষণ প্রশংসা করিয়া, চাণক্যহতককে সাচিব্যপদ হইতে প্রভ্রষ্ট করিলেন।

মল। সখে ভাগুরায়ণ! চন্দ্রগুপ্ত রাক্ষসের গুণ প্রশংসা করিয়া ইহাঁর উপরি বিলক্ষণ ভক্তি প্রকাশ করিয়াছে।

ভাগু। কুমার! চাণক্য বটুকে নিরাকৃত করাতে যেরূপ প্রকাশ পাইয়াছে, গুণপ্রশংসা দ্বারা তদ্রূপ হয় নাই।

রাক্ষ। ভদ্র! চাণক্যের উপরি চন্দ্রগুপ্তের কোপের কারণ কি কেবল এই কৌমুদীমহোৎসব-প্রতিষেধই? না আরও আছে?

মল। সখে ভাগুরায়ণ! চন্দ্রগুপ্তের অন্যান্য কোপ-কারণ অন্বেষণ করিবার ইহাঁর কি প্রয়োজন?

ভাগু। কুমার! প্রয়োজন এই--প্রগাঢ়বুদ্ধিশালী চাণক্য কেনই বিনা প্রয়োজনে চন্দ্রগুপ্তকে কোপিত করিবে; কৃতজ্ঞ চন্দ্রগুপ্তও কখন এইমাত্র অপরাধে গৌরব লঙ্ঘন করিবে না; অতএব চাণক্য ও চন্দ্র-গুপ্তের পরস্পর যে প্রভেদ জন্মিয়াছে, তাহার অবশ্য কোন গুরুতর কারণ থাকিবে।

কর। অমাত্য! চাণক্যের উপরি চন্দ্রগুপ্তের আরও কোপকারণ আছে।

রাক্ষ। কি কি?

কর। যথা, সর্ব্বপ্রথমে কুমার মলয়কেতু এবং অমাত্য রাক্ষস যখন অপক্রমণ করিয়াছিলেন, তখন চাণক্য উপেক্ষা করিয়াছিল।

রাক্ষ। (সহর্ষচিত্তে)। সখে শকটদাস! এক্ষণে চন্দ্রগুপ্ত করতল-গত হইবে।

শক। এক্ষণে চন্দনদাসের বন্ধন মোচন, আপনার পুত্র কলত্রের সহিত সম্মিলন এবং জীবসিদ্ধি প্রভৃতির ক্লেশোপশম হইবে।

ভাগু। (আত্মগত)। জীবসিদ্ধির ক্লেশোপশম হবেই বটে।

মল। সখে ভাগুরায়ণ! "এক্ষণে চন্দ্রগুপ্ত করতলগত হইবে" ইহঁার একথা বলিবার অভিপ্রায় কি?

ভাগু। আর কি? চাণক্য-বিযুক্ত চন্দ্রগুপ্তকে অতি সহজেই উৎসন্ন করিতে পারা যাইবে, নিশ্চয়ই এই অভিপ্রায়।

রাক্ষ। ভদ্র! ঐ বটু সম্প্রতি অধিকারচ্যুত হইয়া কোথায় আছে?

কর। সেই পাটলিপুত্রেই বাস করিতেছে।

রাক্ষ। (উদ্বিগ্নচিত্তে)। ভদ্র! সেই স্থানেই বাস করিতেছে, তপোবনে যায় নাই? প্রতিজ্ঞারূঢ়ও হয় নাই?

কর। অমাত্য! তপোবনে যাইবে এরূপ শুনা যাইতেছে।

রাক্ষ। (উদ্বিগ্নচিত্তে)। শকটদাস! ইহা যুক্তিসঙ্গত বোধ হই-তেছে না। দেখ,

যে ব্যক্তি ধরাতলেন্দ্র-নন্দদেব-কৃত আসন হইতে অবতারণ রূপ

অপমান সহ্য করে নাই, সেই মনস্বী আত্মপ্রতিষ্ঠিত নরপতি মৌর্য্য হইতে এতাদৃশ পরাভব কেনই সহ্য করিবে?

মল। সখে ভাগুরায়ণ! চাণক্য তপোবনে গমন করিলে অথবা প্রতি-জ্ঞারূঢ় হইলে ইহঁার কি স্বার্থসিদ্ধি হইবে?

ভাগু। কুমার! ইহা ত অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য বিষয় নহে: চাণক্যহতক চন্দ্রগুপ্ত হইতে যতই দূরীভূত হইবে, ততই ইহঁার স্বার্থসিদ্ধি হইবে।

শক। অমাত্য! অধিক সন্দিহান তর্কে প্রয়োজন নাই; ইহা যুক্তি-সঙ্গতই হইতেছে। দেখুন অমাত্য!

যে মৌর্য্য সমস্ত রাজমণ্ডলের চূড়ামণি-কিরণে বিভূষিতশিখ মস্তকে পাদবিন্যাস করিয়া থাকে, সেই চন্দ্রগুপ্ত কি প্রকারে স্বকীয় ভৃত্যবর্গকৃত আজ্ঞাভঙ্গ সহ্য করিবে; আর কৌটিল্য অত্যন্ত কোপনস্বভাব হইলেও প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে যে কত দুঃখ তাহা স্বয়ং অনুভব করিয়াছে, এবং একবার দৈববলে পূর্ণপ্রতিজ্ঞ হইয়া দুর্দ্দৈব ভয়ে পুনর্ব্বার প্রতিজ্ঞারূঢ় হইতেছে না।

রাক্ষ। সখে শকটদাস! তা বটে; তবে যাও, করভককে বিশ্রান্ত করাও গে।

শক। যে আজ্ঞা অমাত্য।

(করভকের সহিত নিষ্ক্রান্ত হইল।)

রাক্ষ। আমিও কুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি।

মল। আমিই আর্য্যকে দেখিতে আসিয়াছি।

রাক্ষ। (দেখিয়া)। অয়ে! কুমারই যে আসিয়াছেন।

(আসন হইতে উঠিয়া)

এই আসন, কুমার উপবেশন করুন।

মল। আমি বসিতেছি, আর্য্যও বসুন।

(উভয়ে যথোচিত আসনে উপবেশন করিলেন।)

মল। আর্য্য! শিরোবেদনা কি সহনীয় হইয়াছে?

রাক্ষ। যত দিন কুমারের কুমারশব্দ অপনীত হইয়া অধিরাজ শব্দ প্রতিষ্ঠিত না হইবে, তত দিন কিরূপে শিরোবেদনা সহনীয় হইবে?

মল। আপনি যখন এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তখন আর দুর্লভ হইবে না; তবে আমাদিগকে এইরূপ সৈন্য সামন্ত সংগ্রহ করিয়াও শত্রুর ব্যসন অপেক্ষায় কত কাল থাকিতে হইবে?

রাক্ষ। কুমার! আর কালহরণের প্রয়োজন নাই, রিপুবিজয়ার্থ প্রস্থান করুন।

মল। অমাত্য! শত্রুর কিছু ব্যসন জানিতে পারিয়াছেন না কি?

রাক্ষ। বিলক্ষণ জানিতে পারিয়াছি।

মল। কি রূপ?

রাক্ষ। আর কোন ব্যসন নয়, সচিবব্যসন; চন্দ্রগুপ্ত চাণক্য হইতে প্রভিন্ন হইয়াছে।

মল। অমাত্য! সচিবব্যসন ব্যসনই নয়।

রাক্ষ। কুমার! অন্যান্য ভূপতিদিগের পক্ষে সচিবব্যসন কখন কখন অ-ব্যসন হইতেও পারে, কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের পক্ষে তাহা নহে।

মল। আর্য্য! বিশেষতঃ চন্দ্রগুপ্তেরই।

রাক্ষ। চন্দ্রগুপ্তের পক্ষে সচিবব্যসন যে অব্যসন তাহার কারণ কি?

মল। চন্দ্রগুপ্তের প্রজাগণ কেবল চাণক্যের দোষেই তাঁহার উপরি অপরক্ত হইয়াছে, নতুবা তাহারা প্রথমাবধিই তাঁহার প্রতি অনুরক্ত আছে; এক্ষণে সেই চাণক্য নিরাকৃত হইলে সুতরাং সমস্ত প্রকৃতিবর্গই তাঁহারি প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিবে।

রাক্ষ। কুমার! তা নয়; কুসুমপুরে দুই প্রকার প্রকৃতিবর্গ আছে, কতগুলি চন্দ্রগুপ্ত-সহোত্থায়ী, আর কতগুলি নন্দকুলানুরক্ত; তন্মধ্যে চন্দ্রগুপ্ত-সহোত্থায়ী প্রকৃতিবর্গই চাণক্যদোষে নিতান্ত বিরক্ত হইয়াছে, কিন্তু নন্দকুলানুরক্ত প্রজারা সে কারণে হয় নাই। তাহারা "এই কৃতঘ্ন কুলাঙ্গারই নিজ পৈতৃক সমস্ত নন্দকুল নির্ম্মূল করিয়াছে" বলিয়া অপরক্ত ও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অন্য আশ্রয়াভাবে চন্দ্রগুপ্তেরই অনুবর্ত্তন

করিতেছে; কিন্তু বিপক্ষপক্ষের উন্মূলনে সমর্থ ত্বাদৃশ আক্রমণকারী বিজিগীষুকে পাইলেই তৎক্ষণাৎ চন্দ্রগুপ্তকে পরিত্যাগ করিয়া তোমাকেই আশ্রয় করিবে। এস্থলে আমরাই কুমারের দৃষ্টান্তস্থল রহিয়াছি।

মল। অমাত্য! কেবল এই একটী সচিবব্যসনই কি চন্দ্রগুপ্তকে আক্রমণ করিবার কারণ? না আরও আছে?

রাক্ষ। কুমার! আর অধিকে প্রয়োজন কি? ইহাই সর্ব্বপ্রধান।

মল। অমাত্য! কেমন করে সর্ব্বপ্রধান? এক্ষণে চন্দ্রগুপ্ত কি নিজ রাজ্যকার্য্যের ভার অন্য কোন মন্ত্রীর উপর সমর্পণ করিয়া, অথবা স্বয়ংই, রাজ্যরক্ষা করিতে পারেন না?

রাক্ষ। না, কখনই পারে না।

মল। কেন?

রাক্ষ। যে ভূপালগণ স্বায়ত্তসিদ্ধি অথবা যাহারা উভয়ায়ত্তসিদ্ধি, তাহাদের পক্ষে ইহা এক দিন সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু চন্দ্রগুপ্তে কখনই হইতে পারে না। দুরাত্মা চন্দ্রগুপ্ত নিরন্তর সচিবায়ত্তসিদ্ধি হওয়াতে অন্ধের ন্যায় লোকব্যবহারানভিজ্ঞ, সুতরাং কিরূপে রাজ্যরক্ষা করিতে পারিবে? কারণ,

রাজলক্ষ্মী অত্যুন্নত মন্ত্রী ও মহীপতি উভয়ের উপরি পাদন্যাস পূর্ব্বক অত্যন্ত ঊর্দ্ধে অধিষ্ঠান করেন, কিন্তু স্ত্রীস্বভাববশতঃ ভর সহিতে অসমর্থা হইয়া তাহাদিগের অন্যতরকে পরিত্যাগ করেন।

আরও,

যেমন স্তনপায়ী শিশু স্তন হইতে বিযুক্ত হইলে জীবন ধারণ করিতে একান্ত অসমর্থ হয়, সেইরূপ সচিবায়ত্তসিদ্ধি নরপতিও সচিব হইতে বিপ্রকৃষ্ট হইলে মুহূর্ত্তমাত্রও ব্যবহার করিতে সমর্থ হয় না, কারণ, তাদৃশ রাজা অতিশয় মূঢ় ও লোকব্যবহারানভিজ্ঞ।

মল। (আত্মগত)। কি সৌভাগ্যের বিষয়! আমার রাজ্য সচিবায়ত্ত নহে। (প্রকাশে)। অমাত্য! যদিও ইহা যথার্থ, তথাপি

আরও বহুবিধ আক্রমণ-কারণ থাকিতে, কেবল সচিবব্যসন দেখিয়াই শত্রুকে আক্রমণ করিতে গেলে অবশ্যম্ভাবী সিদ্ধি হয় না।

রাক্ষ। কুমার! অবশ্যম্ভাবী সিদ্ধিই হইবে মনে করুন। কারণ.

আপনি সমস্ত সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে যুদ্ধার্থ উদ্যুক্ত, পুরবাসীরা নন্দকুলে অনুরক্ত, চাণক্য স্বাধিকার-চ্যুত, সুতরাং সম্পূর্ণ বিমুখ, মৌর্য্য নূতন নরপতি, এবং আমি স্বাধীন———

(ইহা অর্দ্ধেক কহিয়া, লজ্জার আকার প্রকাশ করিয়া)

এবং পথপ্রদর্শন-ব্যাপারে নিযুক্ত,——ইহা সকলই প্রস্তুত হইয়াছে, এক্ষণে আমাদিগের সমুদায় অভীষ্ট কেবল আপনার ইচ্ছার আয়ত্ত রহিয়াছে।

মল। অমাত্য! যদি এখনই আক্রমণের উপযুক্ত সময় বুঝিয়া থাকেন, তবে আর বসিয়া আছেন কেন? দেখুন,

মদজলস্রাবী, শ্যামবর্ণ, অলিমুখর, সিন্দূররেখারঞ্জিত, উত্তুঙ্গকায় মদীয় শত শত গজপতিগণ বিশাল দন্ত দ্বারা রোধোভূমি বিদারিত করিয়া উন্নতকূলশালী, কূলস্থিত-তরুশ্রেণীতে শ্যামবর্ণ, কল্লোলমুখর, স্রোতোবেগে স্খলিত-তট শোণনদের প্রবহমান সলিল পান করিবে।

আরও,

যেরূপ সলিলবর্ষী ধীরধ্বনি ঘনঘটা বিন্ধ্যগিরিকে রোধ করে, সেইরূপ গম্ভীরনিনাদী মদীয় করিঘটা মদজলমিশ্রিত জলশীকর বর্ষণ করিয়া শত্রুর নগর রুদ্ধ করিবে।

(ভাগুরায়ণের সহিত নিষ্ক্রান্ত হইলেন।)

রাক্ষ। কে এখানে আছ হে?

পুরুষ। (প্রবেশ করিয়া)। আজ্ঞা করুন অমাত্য।

রাক্ষ। প্রিয়ংবদক! জান দেখি দ্বারদেশে সংবৎসরবেত্তাদিগের মধ্যে কে আছে।

প্রিয়ং। যে আজ্ঞা অমাত্য।

(নিষ্ক্রমণ পূর্ব্বক ক্ষপণককে দেখিয়া, পুনঃ প্রবেশ করিয়া)

অমাত্য! এই সংবৎসরবেত্তা ক্ষপণক—

রাক্ষ। (স্বগত, অনিমিত্তদর্শন প্রকাশ করিয়া)। কি? প্রথমেই ক্ষপণক দর্শন হলো!

প্রিয়ং। জীবসিদ্ধি।

রাক্ষ। (প্রকাশে)। যাহাতে বীভৎস দর্শন না হয় এরূপ করিয়া প্রবেশ করাও।

প্রিয়ং। যে আজ্ঞা অমাত্য।

(নিষ্ক্রান্ত হইল।)

(ক্ষপণকের প্রবেশ।)

ক্ষপ। মোহ-ব্যাধির চিকিৎসক অর্হৎদিগের শাসন গ্রহণ কর; যাঁহারা প্রথমে অতিকটু উপদেশরূপ ঔষধ প্রদান করেন বটে, কিন্তু পরে পথ্য প্রদান করিয়া থাকেন।

(অগ্রসর হইয়া)

উপাসকের ধর্ম্মলাভ হউক।

রাক্ষ। ভদন্ত! আমাদিগের যুদ্ধযাত্রার উপযুক্ত দিন দেখিয়া দাও।

ক্ষপ। (চিন্তার আকার প্রকাশ করিয়া)। উপাসক! উপযুক্ত মুহূর্ত্ত স্থির করিয়াছি; মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত হইলেই সপ্তম বিষ্টিভদ্রানামক নক্ষত্রের সকল পাদ শেষ হইবে, তিথিও অতি উত্তম সম্পূর্ণচন্দ্র পূর্ণিমা; আর তোমরা উত্তরদিক হইতে দক্ষিণাভিমুখে গমন করিবে, * তখন নক্ষত্রও দক্ষিণদ্বারিক। আরও,

* ক্ষপণক চাণক্যপক্ষীয় লোক, অথচ রাক্ষস পক্ষে আসিয়া মিত্রতা স্থাপন করিয়াছে। যখন যে তিথি নির্ণয় করিয়া দিতেছে, তখন তাহার মনে রাক্ষসপক্ষবিরোধী উদ্দেশ্যও জাগরূক আছে, সুতরাং যাহা কিছু বলিতেছে তাহাতে দুইটী অর্থ সংলগ্ন আছে। প্রকৃত অর্থ—যে স্থানে রাক্ষস বাস করিয়াছিলেন, সে স্থান হইতে পাটলিপুত্র নগর দক্ষিণে অবস্থিত, সুতরাং তিনি উত্তর হইতে দক্ষিণে যাইবেন। বিরুদ্ধ অর্থ—দক্ষিণদিকে অর্থাৎ যমালয়ে যাইবেন।

সূর্য্য অস্তাভিমুখ এবং সম্পূর্ণমণ্ডল চন্দ্র উদিত হইলে, আর কেতু লগ্নের সপ্তম স্থানে অস্তমিত হইলে, বুধের লগ্নে গমন বিধেয়। *

রাক্ষ। ভদন্ত! তিথিটাই তেমন বিশুদ্ধ হইতেছে না।

ক্ষপ। উপাসক!

জ্যোতিষসিদ্ধান্তে এই দেখা যায়—তিথি একগুণ, নক্ষত্র চতুর্গুণ, এবং লগ্ন চতুঃষষ্টিগুণ। এ লগ্ন শুভদ বটে, শীঘ্রই ক্রূরগ্রহ কেতুকে † পরিত্যাগ কর; এবং চন্দ্রের বলে ‡ গমন করিলে বহুলাভ § প্রাপ্ত হইবে।

রাক্ষ। ভদন্ত! অন্যান্য সংবৎসরবেত্তাদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া দেখ গে।

ক্ষপ। উপাসকই পরামর্শ করুন গে। আমি আপনার গৃহে চলে যাই।

রাক্ষ। ভদন্ত কুপিত হইলেন না কি?

ক্ষপ। না, তোমাদের ভদন্ত কুপিত হন নাই।

রাক্ষ। তবে কে?

ক্ষপ। (স্বগত)। ভগবান্ কৃতান্ত। যেহেতু তুমি স্বপক্ষ পরিত্যাগ করিয়া পরপক্ষ সমর্থন করিতেছ।

(নিষ্ক্রান্ত হইল।)

রাক্ষ। প্রিয়ংবদক! দেখ দেখি কত বেলা আছে।

প্রিয়ং। যে আজ্ঞা অমাত্য।

---

* বিরুদ্ধ অর্থ—সূর্য্য—রাক্ষস; অস্তাভিমুখ—বিনাশাভিমুখ;—সম্পূর্ণমণ্ডল—পূর্ণরাজমণ্ডল; চন্দ্র—চন্দ্রগুপ্ত; কেতু—মলয়কেতু; বুধের লগ্নে গমন—পণ্ডিত চাণক্যের সংলগ্ন অনুচরবর্গের দলভুক্ত হওন।

† বিরুদ্ধ অর্থ—কেতু—মলয়কেতু।

‡ বিরুদ্ধ অর্থ—চন্দ্রের বলে—চন্দ্রগুপ্তের সৈন্যে।

§ বিরুদ্ধ অর্থ—বহুলাভ—মৃত্যু।

(নিষ্ক্রমণ পূর্ব্বক পুনঃ প্রবেশ করিয়া)

ভগবান সূর্য্য অস্তাভিলাষী হইয়াছেন।

রাক্ষ। (আসন হইতে উঠিয়া ও দেখিয়া)। অয়ে ভগবান্ সহস্ররশ্মি অস্তাভিলাষী হইয়াছেন। তথাহি,

যখন ভানুমান উদয়গিরি হইতে উজ্জৃম্ভমান্ হন, তখন উপবন-পাদপগণ ক্ষণকাল অনুরাগ (এক পক্ষে—রক্ত বর্ণ, অন্য পক্ষে—স্নেহ) প্রদর্শন করিয়াছিল, এবং পত্রচ্ছায়া বহুদূর বিস্তার পূর্ব্বক তাঁহার অগ্রে অগ্রে গমন করিয়াছিল, এক্ষণে সেই দিনমণিমণ্ডল পশ্চিমাশার পর্য্যন্তে অবসন্ন হইয়া পড়িলে, সেই সকল পাদপেরা তৎক্ষণাৎ তাঁহা হইতে পরাবৃত্ত হইতেছে; সেবমান কিঙ্করবর্গ বিগতৈশ্বর্য্য স্বামীকে প্রায়ই পরিত্যাগ করিয়া থাকে।

(সকলের প্রস্থান।)

মুদ্রারাক্ষসে চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত।

মুদ্রারাক্ষস।

পঞ্চম অঙ্ক।

(লেখ ও মুদ্রাঙ্কিত অলঙ্কারস্থলিকা হস্তে
সিদ্ধার্থকের প্রবেশ।)

সিদ্ধা। কি আশ্চর্য্য ! কি আশ্চর্য্য !

দেশ ও কাল রূপ কলসে স্থাপিত বুদ্ধি-রূপ সলিলনির্ঝর দ্বারা পরিসিক্তা চাণক্যনীতি-লতা অদ্য গুরুতর ফল প্রসব করিবে।

আমি আর্য্য চাণক্য কর্ত্তৃক প্রথমে লেখিত এবং অমাত্য রাক্ষসের মুদ্রাঙ্কিত লেখ গ্রহণ করিয়াছি; এই আভরণপেটিকা তাঁহারই মুদ্রাঙ্কিত। পাটলিপুত্রাভিমুখে গমনার্থ বহির্গত হইয়াছি, তবে যাই।

(পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া)

একি ক্ষপণক আসিতেছে যে ? ইহার দর্শন আমার যাত্রার অমঙ্গল-সূচক, অতএব আদিত্য সন্দর্শন করিয়া এই অশুভ খণ্ডন করি।

(ক্ষপণকের প্রবেশ)

যাঁহারা অতিগম্ভীর বুদ্ধি প্রভাবে লোকাতীত পথ অবলম্বন করিয়া ইহলোকে ফলসিদ্ধি অন্বেষণ করেন সেই সকল অর্হৎদিগকে অভিবাদন করি।

সিদ্ধা। ভদন্ত ! প্রণাম করি।

ক্ষপ। উপাসক ! তোমার ধর্ম্মলাভ হউক।

(সিদ্ধার্থককে নিরীক্ষণ করিয়া)

উপাসক ! তোমাকে দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন তুমি সমুদ্র-সন্তরণের চেষ্টা করিতে মানস করিয়াছ।

সিদ্ধা। ভদন্ত কি প্রকারে জানিতে পারিতেছেন ?

ক্ষপ। উপাসক ! জানিবার আর কি আটক আছে, তোমার এই মার্গনৌকার কর্ণধার স্বরূপ লেখই জানাইয়া দিতেছে।

সিদ্ধা। ভদন্ত ঠিক জানিতে পারিয়াছেন, আমি দেশান্তরে চলি-তেছি। তবে বলুন দেখি ভদন্ত আজি দিনটা কিরূপ ?

ক্ষপ। (হাস্য করিয়া)। উপাসক ! তুমি মস্তক মুণ্ডন করিয়া নক্ষত্র জিজ্ঞাসা করিতেছ।

সিদ্ধা। ভদন্ত ! এখনও কেমন তা বলুন, যদি আমার অনুকূল হয় তবে যাই, নতুবা প্রতিনিবৃত্ত হই।

ক্ষপ। দিন অনুকূলই হউক আর প্রতিকূলই হউক, সম্প্রতি এই মলয়কেতুর কটকে উপাসকের মধ্যে কেহই মুদ্রা গ্রহণ না করিলে গমন করিতে পারিবে না।

সিদ্ধা। ভদন্ত ! বলুন বলুন, কবে হইতে এরূপ নিয়ম হইয়াছে ?

ক্ষপ। উপাসক ! শুন তবে, প্রথমে এই মলয়কেতুর কটকে মানবগণের প্রবেশ ও নির্গম অনিবারিত ছিল, এক্ষণে কুসুমপুর এস্থান হইতে অতি সন্নিহিত হইয়াছে বলিয়া, কেহই মুদ্রা গ্রহণ না করিয়া নির্গম বা প্রবেশ করিতে অনুমত হইবে না। তবে যদি ভাণ্ডুরায়ণের নিকট হইতে মুদ্রা লইয়া থাক, তবে বিশ্বস্ত চিত্তে গমন কর, নতুবা নিবৃত্ত হইয়া নিরুদ্বেগে থাক; তুমি যেন গুল্মস্থানস্থিত (ঘাটিস্থ) পুরুষগণ কর্ত্তৃক সংযমিত-করচরণ হইয়া রাজকুলে প্রবিষ্ট হইও না।

সিদ্ধা। ভদন্ত কি জানেন না, যে, আমি অমাত্য রাক্ষসের কেলি-কর সহচর, আমার নাম সিদ্ধার্থক; তবে মুদ্রা গ্রহণ না করিয়া নির্গত হইলেও কার শক্তি আমাকে নিবারণ করে ?

ক্ষপ। উপাসক! রাক্ষসেরই বা, কেলিকর হও, আর পিশাচেরই বা সহচর হও, মুদ্রা গ্রহণ না করিলে কোন রূপেই তোমার নির্গত হইবার উপায় নাই।

সিদ্ধা। ভদন্ত! ক্রোধ করিবেন না, আমার কার্য্যসিদ্ধি হউক এই কথাই বলুন।

ক্ষপ। উপাসক! যাও, তোমার কার্য্যসিদ্ধি হউক; আমিও পাটলিপুত্রে যাইবার জন্য ভাগুরায়ণের নিকট হইতে মুদ্রা গ্রহণ করি গে।

(উভয়ে নিষ্ক্রান্ত হইল।)

(প্রবেশক। *)

(অনন্তর ভাগুরায়ণ ও তৎপশ্চাদ্বর্ত্তী এক জন পুরুষের প্রবেশ।)

ভাগু। (আত্মগত)। অহো! আর্য্য চাণক্য-নীতির কি চমৎকারিতা! কারণ,

অহো! নীতিবিশারদ মহাত্মার নীতি নিয়তির ন্যায় অতি বিচিত্র রূপ ধারিনী;—প্রয়োজন বশতঃ কখন প্রকৃত উদ্দেশ্য প্রকাশমান প্রায় হয়, কখন বা অতি দুজ্ঞের্য় হইয়া উঠে, কখন পূর্ণাঙ্গবতী, কখন বা অতি সূক্ষ্মতরা হইয়া থাকে, কখন কার্য্যসিদ্ধির কারণ বিলুপ্তপ্রায় হয়, কখন বা সম্পূর্ণ ফলদায়িনী দেখিতে পাওয়া যায়।

* অতীত ও ভাবি ঘটনার সূচককে প্রবেশক কহে; ইহা নীচ পাত্র দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া থাকে। এস্থলে প্রথমাঙ্কে বর্ণিত লেখ্য পত্রটী এবং মলয়কেতুর শিবির সন্নিবেশ ইত্যাদি বৃত্তান্ত অতীত, আর ভাগুরায়ণের নিকট হইতে মুদ্রা গ্রহণাদি ভাবি বৃত্তান্ত। সিদ্ধার্থক ও ক্ষপণক উভয়ই নীচ পাত্র।

(প্রকাশে)। ভদ্র ভাসুরক! কুমারের এরূপ ইচ্ছা নয় যে আমি অতিদূরে অবস্থিতি করি, অতএব এই আস্থানমণ্ডপেই আসন বিস্তৃত কর।

পুরু। এই আসন, আর্য্য উপবেশন করুন।

ভাগু। (উপবেশন করিয়া)। ভদ্র ভাসুরক! যে কেহ মুদ্রার্থী হইয়া আমাকে দেখিতে ইচ্ছা করিবে, তুমি তাহাকে প্রবেশ করাইবে।

পুরু। যে আজ্ঞা আর্য্য।

(নিষ্ক্রান্ত হইল।)

ভাগু। (স্বগত)। হায় কি কষ্ট! এই কুমার মলয়কেতু আমাদিগকে এরূপ স্নেহ করেন, ইহাঁকেই আবার প্রতারিত করিতে হইবে, ইহা অতি কঠিন কার্য্য। অথবা,

যে ব্যক্তি বিনশ্বর ঐশ্বর্য্য লাভের আশায় ধনবান্ ব্যক্তির নিকট নিজ দেহ বিক্রয় করিয়া স্বীয় কুল, মান, লজ্জা ও কীর্ত্তিতে জলাঞ্জলি দিয়াছে, এবং প্রভুর আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া হিতাহিত বিবেচনা শূন্য হইয়াছে, সেই পরাধীন ব্যক্তি কেন আবার সদসদ্বিচার করিতে প্রবৃত্ত হয়।

(অনন্তর মলয়কেতু ও তদনুগামী প্রতীহারীর প্রবেশ।)

মল। (স্বগত)। অহো! রাক্ষসের প্রতি আমার প্রভূত সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া বুদ্ধি নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছে, সুতরাং কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিতেছে না। কারণ,

রাক্ষস, নন্দকুলানুরাগজনিত দৃঢ়তর ভক্তি হেতু চাণক্য-বিযুক্ত নন্দবংশীয় কৃতী মৌর্য্যের সহিত কি সন্ধি করিবে? অথবা গাঢ়তর স্বামিভক্তি অটল রাখিয়া নিজ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবে? এইরূপ সংশয় উপস্থিত হওয়াতে আমার চিত্ত কুলালচক্রের ন্যায় নিরন্তর ঘূর্ণায়মান হইতেছে।

(প্রকাশে)। বিজয়ে। ভাগুরায়ণ কোথায়?

প্রতীহারী। কুমার! এই তিনি কটক হইতে নির্গমনেচ্ছু ব্যক্তি-দিগকে মুদ্রা প্রদান করিবার নিমিত্ত ব্যাপৃত আছেন।

মল। বিজয়ে! ক্ষণকাল অতি আস্তে আস্তে পাদক্ষেপ করিয়া চল, ইহার পশ্চাৎ ভাগ হইতেই করদ্বয় দ্বারা নয়নদ্বয় আচ্ছাদিত করি গে।

প্রতী। যে আজ্ঞা কুমার!

ভাসুরক। (প্রবেশ করিয়া)। আর্য্য! এই ক্ষপণক মুদ্রার নিমিত্ত আর্য্যকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছে।

ভাগু। প্রবেশ করিতে দাও।

ভাসু। যে আজ্ঞা আর্য্য।

(নিষ্ক্রান্ত হইল।)

ক্ষপণক। (প্রবেশ করিয়া)। উপাসকদিগের ধর্ম্মবৃদ্ধি হউক।

ভাগু। (অবলোকন করিয়া, স্বগত)। অয়ে! এ যে রাক্ষসের মিত্র জীবসিদ্ধি। (প্রকাশে)। ভদন্ত! রাক্ষসের কোন প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশে যাইতেছ না কি?

ক্ষপ। (হস্তদ্বয় দ্বারা কর্ণদ্বয় আচ্ছাদিত করিয়া)। রাম! রাম! উপাসক! যেখানে রাক্ষস বা পিশাচের নামমাত্রও শুনিতে পাওয়া যায় না, সেই খানেই যাইব।

ভাগু। ভদন্ত! তোমার বন্ধুর উপর বড় প্রবল প্রণয়-কোপ দেখিতেছি, তবে, ভদন্তের নিকট রাক্ষস কি অপরাধ করিয়াছেন?

ক্ষপ। উপাসক! না, আমার নিকট রাক্ষস কিছু অপরাধ করে নাই, অতিমন্দভাগ্য আমি আপনারই নিকট অপরাধী হইয়াছি।

ভাগু। ভদন্ত! তুমি আমার কৌতূহল ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করিতেছ।

মল। (স্বগত)। আমারও।

ভাগু। শুনিতে ইচ্ছা করি।

মল। (স্বগত)। আমিও।

ক্ষপ। উপাসক! এই অশ্রোতব্য কথা শুনে আর কি হইবে?

ভাগু। ভদন্ত! যদি কোন গোপনীয় কথা হয়, তবে থাকুক।

ক্ষপ। উপাসক! গোপনীয় নয়।

ভাগু। তবে বল।

ক্ষপ। উপাসক! গোপনীয় নয় বটে, তথাপি অতি নৃশংস বাক্য বলিয়া বলিব না।

ভাগু। ভদন্ত! আমিও মুদ্রা দিব না।

ক্ষপ। (স্বগত)। প্রার্থককে এক্ষণে বলা উচিত হইতেছে। (প্রকাশে)। কি করি এই নিবেদন করি, উপাসক শুনুন। এই অধন্য নরাধম প্রথমে যখন পাটলিপুত্রে বাস করে, তখন রাক্ষসের সহিত ইহার বন্ধুত্ব জন্মে; সেই সময়ে রাক্ষস গোপনে বিষকন্যা প্রয়োগ করিয়া দেব পর্ব্বতেশ্বরকে বিনাশিত করিয়াছে।

মল। (বাষ্পাকুললোচনে. আত্মগত)। কি, রাক্ষস পিতাকে বধ করিয়াছে, চাণক্য করে নাই!

ভাগু। ভদন্ত! তার পর, তার পর?

ক্ষপ। তার পর, আমি রাক্ষসের মিত্র বলিয়া চাণক্যহতক আমাকে তিরস্কার পূর্ব্বক নগর হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়াছে, এক্ষণেও সেই বিবিধকার্য্যনিপুণ রাক্ষস আবার এরূপ এক কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে যে তাহা প্রকাশ হইলেই আমি জীবলোক হইতেও নির্ব্বাসিত হইব।

ভাগু। ভদন্ত! "চাণক্যহতক প্রতিশ্রুত রাজ্যার্দ্ধ দান করিবার অনিচ্ছায় এই অকার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছে, রাক্ষস করে নাই" ইহাই আমরা শুনিয়াছি।

ক্ষপ। (করদ্বয় দ্বারা কর্ণদ্বয় আচ্ছাদিত করিয়া)। রাম! রাম! উপাসক! চাণক্য বিষকন্যার নামও জানে না, সেই দুষ্টবুদ্ধি রাক্ষসই এই অকার্য্য সম্পাদন করিয়াছে।

ভাগু। ভদন্ত! অতি কষ্টজনক ব্যাপার! এই মুদ্রা দিতেছি, এস কুমারকে শুনাই গে।

মল। সখে! প্রিয়বান্ধবের মুখ হইতে পরম শত্রু সম্পর্কীয় এই শ্রবণবিদারণ বচন শ্রবণ করিয়াছি; ইহা শুনিয়া আমার অনেক দিনের পর অদ্য পিতৃবধশোক দ্বিগুণপ্রায় পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে।

ক্ষপ। (স্বগত)। অয়ে! মলয়কেতুহতক শুনিয়াছে, তবে কৃতকার্য্য হইলাম।

(নিষ্ক্রান্ত হইল।)

মল। (আকাশে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া, প্রত্যক্ষ দেখিয়াই যেন)। রাক্ষস! ইহা তোমার উচিতই হইয়াছে।

"ইনি আমার মিত্র" এই বিশ্বাসে আমি তোমার উপর সমস্ত কার্য্যভার সমর্পণ করিয়া পরিতুষ্টচিত্তে রহিয়াছি। রাক্ষস! তুমি পিতার জীবন ও বন্ধুগণের নেত্রবারি এককালে নিপাতিত করিয়া যথার্থ রাক্ষস হইয়াছ।

ভাগু। (স্বগত)। আর্য্য আদেশ করিয়াছেন, রাক্ষসের জীবন অবশ্য রক্ষা করিবে। ভাল, এই করা যাউক। (প্রকাশে)। কুমার! অত উদ্বিগ্ন হইবার প্রয়োজন নাই, আপনি আসন পরিগ্রহ করুন, আমি কিছু বিজ্ঞাপন করিতে ইচ্ছা করি।

মল। (উপবেশন করিয়া)। সখে! কি বলিতে ইচ্ছা করিয়াছ?

ভাগু। কুমার! নীতিশাস্ত্রব্যবসায়ীদিগকে কার্য্যবশতই শত্রু মিত্র ও উদাসীন এই তিন পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয়, সামান্য লোকদিগের ন্যায় স্বেচ্ছাবশতঃ করিলে চলে না। কারণ, সে সময়ে রাক্ষস সর্ব্বার্থসিদ্ধিকে রাজা করিতে অভিলাষী হইয়াছিল, তখন সুগৃহীতনামা দেব পর্ব্বতেশ্বরই কেবল চন্দ্রগুপ্ত অপেক্ষা অধিক প্রতাপান্বিত ছিলেন বলিয়া রাক্ষসের প্রয়োজন সাধনের প্রধান অন্তরায় হইয়া ছিলেন, সুতরাং তাঁহার প্রবল শত্রু হইয়া উঠিয়া ছিলেন। সেই সময়েই রাক্ষস এই কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছিল; অতএব এবিষয়ে তাহার নিতান্ত দোষ দেখিতেছি না। দেখুন কুমার!

নীতি কার্য্যবশতঃ মিত্রকেও শত্রুর ন্যায় করিয়া ফেলে, কখন বা শত্রুকেও মিত্রের ন্যায় করিয়া তুলে; এই রূপে জীবিত ব্যক্তিদিগকে এক জন্ম হইতে জন্মান্তরে লইয়া যায়, তখন আর পূর্ব্ব জন্মের কিছুই স্মরণ থাকে না।

অতএব এবিষয়ে রাক্ষসকে তিরস্কার করা উচিত নহে; যত দিন পর্য্যন্ত কুমারের নন্দরাজ্য লাভ না হয় তত দিন তাহাকে অনুগ্রহ করা উচিত, তার পর তাহাকে পরিগ্রহই করুন আর পরিত্যাগই করুন তদ্বিষয়ে কুমার প্রমাণ।

মল। সখে! এইরূপই হউক, তুমি ভাল বিবেচনা করিয়াছ, অন্যথা রাক্ষসের প্রাণ নাশ করিলে প্রকৃতিবিদ্রোহ জন্মিতে পারে, তাহা হইলে আমাদিগের জয়লাভ সম্পূর্ণ সন্দেহস্থল হইয়া উঠিবে।

পুরুষ। (প্রবেশ করিয়া)। কুমারের জয় হউক, কুমারের জয় হউক! গুল্ম স্থানাধিকারী দীর্ঘচক্ষু আর্য্যকে এই বিজ্ঞাপন করিতেছে—এই লেখহস্ত ব্যক্তি মুদ্রাগ্রহণ না করিয়া কটক হইতে নির্গত হইতেছিল, আমরা ধৃত করিয়াছি, অতএব আর্য্য ইহাকে প্রত্যক্ষ করুন।

ভাগু। ভদ্র! প্রবেশ করাও।

পুরু। যে আজ্ঞা আর্য্য।

(নিষ্ক্রান্ত হইল।)

(এক জন পুরুষ কর্ত্তৃক অনুগম্যমান সংযত সিদ্ধার্থকের প্রবেশ।)

সিদ্ধা। (স্বগত)। স্বামির গুণদর্শনে পরমপরিতোষ-দায়িনী এবং দোষলেশেও বৈমুখ্য-কারিণী অস্মাদৃশ জনের জননী স্বরূপ স্বামিভক্তিকে প্রণাম করি।

পুরু। (অগ্রসর হইয়া)। আর্য্য! এই সেই পুরুষ।

ভাগু। (অবলোকন করিয়া)। ভদ্র! এ ব্যক্তি কি আগন্তুক, অথবা এই স্থানেরই কাহার পরিচারক?

সিদ্ধা। আর্য্য! আমি অমাত্য রাক্ষসের পার্শ্বচর সেবক।

ভাগু। ভদ্র! তবে কেন মুদ্রা গ্রহণ না করিয়া কটক হইতে নিষ্ক্রমণ করিতেছ?

সিদ্ধা। আর্য্য! কার্য্যগৌরব প্রযুক্ত সত্বর যাইতেছি।

ভাগু। এমন কি কার্য্যগৌরব যে রাজশাসন উল্লঙ্ঘন করিতেছ?

মল। সখে ভাগুরায়ণ! লেখখান আনয়ন কর।

সিদ্ধা। (ভাগুরায়ণকে লেখ সমর্পণ করিল।)

ভাগু। (সিদ্ধার্থকের হস্ত হইতে লেখ গ্রহণ করিয়া, মুদ্রা দেখিয়া)। কুমার! এই লেখ; এই মুদ্রাতে রাক্ষসের নাম অঙ্কিত রহিয়াছে।

মল। মুদ্রাটী নষ্ট না করিয়া, খুলিয়া দেখাও।

ভাগু। (সেইরূপ করিয়া দেখাইলেন।)

মল। (গ্রহণ করিয়া পাঠ করিলেন)

স্বস্তি, কোন ব্যক্তি কোনস্থান হইতে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে কোন পুরুষবিশেষকে অবগত করিতেছে—আমাদিগের বিপক্ষকে নিরাকরণ করিয়া সত্যবান সত্যবাদিতা প্রদর্শন করিয়াছেন। সম্প্রতি এই সকল মদীয় বান্ধবগণের সহিত প্রথম সন্ধি করিবার সময় প্রতিজ্ঞাপালক যে যে পরিপণ-বস্তু প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, সেই সকল বস্তু প্রতিপাদন করিয়া তাহাদিগকে প্রীত করুন। ইহারা এইরূপে সংগৃহীত হইলে আপনারাই স্বীয় আশ্রয় বিনষ্ট করিয়াই উপকারককে সেবা করিবে। যদিও সত্যব্রত এ কথা বিস্মৃত হন নাই, তথাপি স্মরণ করিয়া দিতেছি, ইহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বিপক্ষের ধনরাশি, কেহ বা হস্তিবল, আর কেহ বিষয়সম্পত্তি কামনা করে। সত্যবান্ আমার নিকট যে তিনখানি অলঙ্কার পাঠাইয়াছিলেন, তাহা পাইয়াছি। লেখের শূন্যতাদোষ পরিহারার্থ আমিও কিঞ্চিৎ পাঠাইতেছি, তাহা গ্রহণ করিবেন। আর যাহা কিছু বাচিক রহিল, তাহা অতিবিশ্বস্ত সিদ্ধার্থকের প্রমুখাৎ শ্রবণ করিবেন ইতি।

মল। সখে ভাগুরায়ণ! এ লেখের তাৎপর্য্য কিরূপ?

ভাগু। ভদ্র সিদ্ধার্থক! এ লেখটী কাহার?

সিদ্ধা। আর্য্য! জানি না।

ভাগু। ধূর্ত্ত! লেখ লইয়া যাইতেছ, কিন্তু কাহার লেখ তাহা জান না। এসব থাক্; কে তোমার প্রমুখাৎ বাচিক শুনিবে?

সিদ্ধা। (ভয়ের আকার প্রকাশ করিয়া)। আপনারা।

ভাগু। কি আমরা?

সিদ্ধা। আপনারা ধরিয়া আনিয়াছেন, আমি কি বলিব জানি নে।

ভাগু। (সক্রোধে)। এই জানিবে। ভদ্র ভাসুরক! যতক্ষণ পর্য্যন্ত এ ব্যক্তি সমস্ত বৃত্তান্ত না বলে, ততক্ষণ ইহাকে বাহিরে লইয়া গিয়া তাড়না কর গে।

পুরু। যে আজ্ঞা আর্য্য।

(সিদ্ধার্থকের সহিত নিষ্ক্রান্ত হইল।)

(পুনঃ প্রবেশ করিয়া)। আর্য্য! তাহাকে তাড়না করিতে করিতে এই নামমুদ্রাঙ্কিত আভরণ-পেটিকা পড়িয়া গিয়াছে।

ভাগু। (দেখিয়া)। কুমার! ইহাও রাক্ষসের নামমুদ্রা দ্বারা অঙ্কিত।

মল। ইহাই লেখের শূন্যতাদোষ-নিবারক হইবে। এই মুদ্রাও অক্ষত রাখিয়া পেটিকা উদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক দেখাও।

ভাগু। (সেইরূপ করিয়া দেখাইলেন।)

মল। (দেখিয়া)। অয়ে! যে আভরণ আমি নিজ শরীর হইতে উন্মোচন করিয়া রাক্ষসের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম, ইহা সেই আভরণ; স্পষ্টই বোধ হইতেছে এই লেখ চন্দ্রগুপ্তের নিকট প্রেরিত হইতেছে।

ভাগু। কুমার! এই সন্দেহ নির্ণয় করা যাইতেছে। ভদ্র! পুনর্ব্বার তাড়না কর গে।

পুরু। যে আজ্ঞা আর্য্য!

(নিষ্ক্রান্ত হইয়া পুনঃপ্রবেশ করিয়া)

আর্য্য! সে ব্যক্তিকে তাড়না করাতে এই নিবেদন করিতেছে আমি স্বয়ং গিয়া কুমারের নিকট নিবেদন করিব।

মল। প্রবেশ করাও।

পুরু। যে আজ্ঞা কুমার।

(নিষ্ক্রান্ত হইয়া সিদ্ধার্থকের সহিত প্রবেশ করিল।)

সিদ্ধা। (পদদ্বয়ে পতিত হইয়া)। কুমার আমাকে অভয় দান করিয়া অনুগ্রহ করুন।

মল। ভদ্র! পরাধীন ব্যক্তির ত অভয় আছেই; অতএব প্রকৃত বৃত্তান্ত নিবেদন কর।

সিদ্ধা। শুনুন কুমার! অমাত্য রাক্ষস আমাকে এই লেখ দিয়া চন্দ্রগুপ্তের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।

মল। ভদ্র! এক্ষণে বাচিক কি আছে শুনিতে ইচ্ছা করি।

সিদ্ধা। কুমার! অমাত্য রাক্ষস আমাকে এই আদেশ করিয়াছেন, "আমার প্রিয় বান্ধব এই পাঁচ জন রাজা আপনার সহিত সর্ব্বপ্রথমে সন্ধিস্থাপন করিয়াছিলেন; যথা কুলূতাধিপতি চিত্রবর্ম্মা, মলয় দেশাধিপ সিংহনাদ, কাশ্মীরভূপতি পুষ্করাক্ষ, সিন্ধুদেশরাজ সিন্ধুসেন, এবং পারসীকপতি মেঘাক্ষ। ইহার মধ্যে প্রথমোক্ত তিন জন রাজা মলয়কেতুর বিষয় সম্পত্তি কামনা করেন, অপর দুই জন অর্থরাশি ও হস্তিবল অভিলাষ করেন। অতএব মহারাজ চাণক্যকে নিরাকৃত করিয়া আমার যেরূপ প্রীতি সমুৎপাদন করিয়াছেন, সেইরূপ ইহাদিগকেও পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত অর্থ প্রদান করুন।" এই মাত্র রাজসন্দেশ।

মল। (স্বগত)। চিত্রবর্ম্মা প্রভৃতিরাও কি আমার অনিষ্ট চেষ্টা করিতেছে! এই জন্যই রাক্ষসের প্রতি তাহাদিগের এত অধিক প্রণয়। (প্রকাশে)। বিজয়ে! অমাত্য রাক্ষসকে দেখিতে ইচ্ছা করি।

প্রতী। যে আজ্ঞা কুমার।

(নিষ্ক্রান্ত হইল।)

অনন্তর আসনোপবিষ্ট, স্বভবনস্থিত, একজন পুরুষ কর্ত্তৃক অনুগম্যমান, চিন্তায়মান রাক্ষসের প্রবেশ)।

রাক্ষস। (স্বগত)। অস্মদীয় সৈন্য অপেক্ষা চন্দ্রগুপ্ত-সৈন্য

অনেকাংশে সম্পূর্ণ—ইহা চিন্তা করিয়া আমার অন্তঃকরণের সংশয়-রূপ মালিন্য যথার্থতই অপনীত হইতেছে না। কারণ,

যেমন, যে অনুমান-সাধন ধূমাদি সাধ্য বস্তু বহ্ন্যাদিতে নিশ্চিত ব্যাপ্ত ও অন্বয়ব্যপ্তি * দ্বারা সংঘটিত হয়, এবং স্বপক্ষভূত পর্ব্বতাদিতে অবস্থিত ও বিপক্ষভূত জলাদি হইতে নিবৃত্ত হয়, তাহা হইতেই যথার্থ অনুমিতি সিদ্ধ হইয়া থাকে; আর যে সাধনকে স্বয়ং সাধনান্তর দ্বারা সাধিত করিয়া লইতে হয় এবং যাহা স্বপক্ষ পর্ব্বতাদি ও বিপক্ষ জলাদিতে তুল্যরূপে অবস্থিত এবং সাধ্যসন্দেহযুক্ত স্বপক্ষ পর্ব্বতাদিতেও বিরুদ্ধ, তাদৃশ দ্রব্যত্বাদি অনুমান-সাধন গ্রহণ করিলে তত্ত্বনির্ণয়ার্থী ব্যক্তির অবশ্যই পরাজয় হইয়া থাকে; সেইরূপ, যে জয়সাধন সৈন্যাদি সাধনীয় অভীষ্ট সম্পাদনে নিশ্চয় সমর্থ ও নিরন্তর অনুগত এবং নিজ পক্ষে অনুকূল ও পরপক্ষ হইতে বিমুখ হয়, সেই সাধন-বলেই সকল অভিলষিত সম্পন্ন হইয়া থাকে। আর যে জয়সাধন সৈন্যাদি স্বয়ং ভয়প্রদর্শনাদি দ্বারা বশীকৃত করিয়া লইতে হয়, ও যাহা নিজ পক্ষ ও শত্রু পক্ষ উভয় পক্ষেই একরূপ, বরঞ্চ নিজ পক্ষেই প্রতিকূল, তাদৃশ সৈন্যাদি সাধন অবলম্বন করিলে বিজিগীষু নরপতির অবশ্যই পরাজয় হইয়া থাকে।

অথবা, চন্দ্রগুপ্তের উপর যে সকল লোকদিগের অপরাগ-কারণ জানিয়া ইতিপূর্ব্বেই ভেদকার্য্য সম্পাদিতপ্রায় হইয়াছে, সেই সকল ব্যক্তিবর্গে চন্দ্রগুপ্তসৈন্য পরিপূর্ণ; অতএব ইহাতে আমার সংশয় করা উচিত নয়। (প্রকাশে)। প্রিয়ম্বদক! আমার বচনানুসারে কুমারের অনুগামী ভূপতিগণকে এই বিজ্ঞাপন দাও গে, সম্প্রতি কুসুমপুর দিন দিন ক্রমশঃ সমীপবর্ত্তী হইতেছে, অতএব তোমরা প্রয়াণ-সময়ে সমস্ত সৈন্য দলে দলে বিভক্ত করিয়া প্রস্থান করিও। কি প্রকারে—

সর্ব্বাগ্রে খশ ও মগধ সৈন্য ব্যূহবন্ধন পূর্ব্বক আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিবে; মধ্যভাগে গান্ধার ও যবনভূপালগণ যত্নপূর্ব্বক অবস্থিতি

* তাহার অবস্থিতিতে তাহার অবস্থিতি। যথা বহ্নির থাকাতে ধূমের থাকা।

করিবে; অবশেষে শকভূপতিগণ চেদি ও হূন সৈন্যে পরিবৃত হইয়া গমন করিবে; এবং কুলূতাধিপতি চিত্রবর্ম্মা প্রভৃতি অতিবিশ্বস্ত রাজগণ পথিমধ্যে কুমারকে নিরন্তর পরিবেষ্টন করিয়া যাইবে।

প্রিয়। যে আজ্ঞা অমাত্য।

(নিষ্ক্রান্ত হইল)।

প্রতীহারী। (প্রবেশ করিয়া)। অমাত্যের জয় হউক, অমাত্যের জয় হউক; কুমার অমাত্যের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন।

রাক্ষ। ভদ্রে! ক্ষণকাল অপেক্ষা কর। এখানে কে আছ হে?

পুরুষ। (প্রবেশ করিয়া)। অমাত্য আজ্ঞা করুন।

রাক্ষ। ভদ্র! শকটদাসকে বলগে, "কুমার আমাকে অলঙ্কার পরিধান করাইয়াছিলেন, অতএব এক্ষণে অলঙ্কার পরিধান না করিয়া কুমারের সাক্ষাৎকার লাভ করা আমার উচিত হয় না, এই হেতু সেই যে তিন খানি অলঙ্কার ক্রয় করা গিয়াছে তন্মধ্য হইতে এক খানি দাও"।

পুরু। যে আজ্ঞা অমাত্য।

(নিষ্ক্রান্ত হইয়া পুনঃ প্রবেশ করিয়া)

অমাত্য! এই সেই অলঙ্কার।

রাক্ষ। (দেখিয়া, অলঙ্কার পরিধান পূর্ব্বক উঠিয়া)। ভদ্র! রাজভবন গমনের পথ দেখাইয়া দাও।

প্রতী। আসুন, অমাত্য! আসুন।

রাক্ষ। (স্বগত)। অধিকৃত ব্যক্তি নির্দ্দোষ হইলেও তাহার অধিকার কি মহৎ শঙ্কার স্থান! কারণ,

সেবক ব্যক্তি সেব্য প্রভু হইতে ত সদা শঙ্কিত হইয়া থাকে; তাঁহার পারিষদ্ ব্যক্তিগণও তাহার হৃদয়ে মহৎ আতঙ্ক উৎপন্ন করিয়া দেয়; এবং দুর্জ্জনেরা উচ্চপদারূঢ় ব্যক্তিদিগের পদমর্য্যাদা দেখিয়া দ্বেষ করিয়া থাকে; অতএব অত্যুন্নত ব্যক্তিদিগের অন্তঃকরণ সর্ব্বদা অবশ্যম্ভাবী পতন ভাবনা করিয়া থাকে।

প্রতী। (পরিক্রমণ করিয়া) অমাত্য! এই কুমার বসিয়া আছেন, অতএব অমাত্য ইহাঁর সমীপে গমন করুন।

রাক্ষ। (দেখিয়া)। অয়ে! এই কুমার বসিয়া আছেন, যিনি

শূন্যবিষয় সুনিশ্চল দৃষ্টি চরণাগ্রে নিবেশিত করিয়া করতলে বদন-কমল ধারণ করিয়া আছেন, দেখিয়া স্পষ্টই বোধ হইতেছে, যেন দুর্ব্বহ কার্য্যভারেই ইহা নম্রীকৃত হইয়াছে।

(অগ্রসর হইয়া)

কুমারের জয় হউক, কুমারের জয় হউক।

মল। আর্য্য! প্রণাম করি, এই আসন, উপবেশন করুন।

রাক্ষ। (উপবেশন করিলেন।)

মল। অমাত্য! আমরা আর্য্যকে বহুকাল না দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইয়াছি।

রাক্ষ। কুমার! প্রয়াণ-সময়ে কি প্রকার পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে তাহা অনুষ্ঠান করিতেছিলাম, ইহাতে কুমারের নিকট এই ভৎসনা লাভ করিলাম।

মল। অমাত্য! প্রয়াণ-সময়ের কিরূপ অনুষ্ঠান করিলেন, তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি।

রাক্ষ। কুমার! কুমারের অনুগামী রাজাদিগকে এইরূপ আদেশ করিয়াছি—

("সর্ব্বাগ্রে খশ ও মগধ সৈন্য" ইত্যাদি পুনর্ব্বার কহিলেন।)

মল। (স্বগত)। হাঁ বুঝিতে পারিয়াছি, যাহারা আমাকে বিনাশ করিয়া চন্দ্রগুপ্তের সেবা করিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহারাই আমাকে পরিবেষ্টন করিতেছে। (প্রকাশে)। আর্য্য! কুসুমপুরে

যায় অথবা তথা হইতে আগমন করে আপনার এমন কোন ব্যক্তি আছে?

রাক্ষ। কুমার! এক্ষণে কুসুমপুরে গতায়াতের সমস্ত প্রয়োজন শেষ হইয়াছে, দেখ পাঁচ ছয় দিনের মধ্যে আমরাই তথায় গিয়া পোঁছিব।

মল। (স্বগত)। বুঝেছি। (প্রকাশে)। ভাল, যদি এমন হলো, তবে আর্য্য এই লেখহস্ত পুরুষকে কি জন্য কুসুমপুরে পাঠাইয়াছেন?

রাক্ষ। (দেখিয়া)। অয়ে! সিদ্ধার্থক যে। ভদ্র! কি এ?

সিদ্ধা। (অশ্রুপূর্ণলোচনে সলজ্জভাবে।) অমাত্য প্রসন্ন হউন, প্রসন্ন হউন। অমাত্য! অত্যন্ত তাড়না করাতে আমি অমাত্যের রহস্য গোপন করিতে পারি নে।

রাক্ষ। ভদ্র! সে রহস্য কিরূপ তাহা আমি কিছুই জানি না।

সিদ্ধা। আজ্ঞা, এই নিবেদন করি, অত্যন্ত তাড়না করাতে আমি—

(ইহা অর্দ্ধেক কহিয়া সভয়চিত্তে অধোমুখ
হইয়া রহিল।)

মল। ভাগুরায়ণ! এ ব্যক্তি প্রভুর সমক্ষে ভীত ও লজ্জিত হইয়াছে, এ কথনই সে কথা কহিবে না, অতএব তুমি স্বয়ংই আর্য্যকে বল।

ভাগু। যে আজ্ঞা কুমার। অমাত্য! এ ব্যক্তি এই কথা বলিতেছে, যে, অমাত্য রাক্ষস আমাকে লেখ দিয়া ও বাচিক সন্দেশ প্রদান করিয়া চন্দ্রগুপ্তের সমীপে প্রেরণ করিয়াছেন।

রাক্ষ। ভদ্র সিদ্ধার্থক! সত্য কি?

সিদ্ধা। (লজ্জা প্রকাশ করিয়া)। অত্যন্ত তাড়না করাতে আমি ইহা বলিয়াছি।

রাক্ষ। কুমার! এসব মিথ্যা; তাড়না করিলে লোকে কি না বলে?

মল। ভাগুরায়ণ! লেখখান দেখাও, এবং ইহাঁর নিজ ভৃত্যই বাচিক সন্দেশ কহিবে।

ভাগু। (শুনিয়া লেখ সন্দর্শন পূর্ব্বক)। "স্বস্তি কোন ব্যক্তি কোন স্থান হইতে নির্দ্দিষ্ট স্থানে কোন পুরুষ বিশেষকে অবগত করিতেছে" ইত্যাদি পাঠ করিলেন। (৯৪ পৃষ্ঠা।)

রাক্ষ। কুমার! কুমার! এ শত্রুর প্রয়োগ।

মল। লেখের শূন্যতাদোষ পরিহারার্থ আর্য্য এই আভরণ প্রেরণ করিয়াছেন; তবে ইহা কি প্রকারে শত্রুর প্রয়োগ হবে?

(ইহা কহিয়া আভরণ দেখাইলেন।)

রাক্ষ। (আভরণ নিরীক্ষণ করিয়া)। কুমার! ইহা আমি পাঠাই নাই, কুমার আমাকে ইহা দিয়াছিলেন, আমিও পারিতোষিক স্বরূপ সিদ্ধার্থককে দিয়াছিলাম।

ভাগু। অমাত্য! যে আভরণ কুমার নিজ অঙ্গ হইতে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন, সেই উৎকৃষ্ট আভরণ প্রদান করিবার কি এই উপযুক্ত পাত্র?

মল। আর্য্য লিখিয়াছেন "অতিবিশ্বস্ত সিদ্ধার্থকের নিকট বাচিকও শুনিবেন।"

রাক্ষ। কোথায় বাচিক? কাহারই বা লেখ? এ আমারই নয়।

মল। এ মুদ্রাটী তবে কার?

রাক্ষ। কুমার! ধূর্ত্তেরা কপট মুদ্রা প্রস্তুত করিতে পারে।

ভাগু। কুমার! অমাত্য ভালই বলিতেছেন। ভদ্র সিদ্ধার্থক! এ লেখ কে লিখিয়াছে?

সিদ্ধা। (রাক্ষসের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অধোমুখে নিস্তব্ধ রহিল।)

ভাগু। পুনর্ব্বার তাড়না সহ্য করিবার প্রয়োজন কি? বল না।

সিদ্ধা। আর্য্য! শকটদাস।

রাক্ষ। কুমার! যদি শকটদাস লিখিয়া থাকে তবে সে আমিই লিখিয়াছি।

মল। বিজয়ে! শকটদাসকে দেখিতে ইচ্ছা করি।

প্রতী। যে আজ্ঞা কুমার।

ভাগু। (স্বগত)। আর্য্য চাণক্যের প্রণিধিগণ কখনই অনিশ্চিত বিষয় বলিবে না। শকটদাসও পাছে আসিয়া "এই সেই লেখ বটে" বলিয়া চিনিতে পারিয়া পূর্ব্ব বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া ফেলে, তাহা হইলে মলয়কেতুর মনে কতক সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে, সুতরাং এই ভেদ-বিষয়ে শিথিলপ্রযত্নও হইতে পারে। (প্রকাশে)। কুমার! শকটদাস অমাত্য রাক্ষসের সম্মুখে "আমি লিখিয়াছি" এরূপ কথা কখনই বলিবেন না, অতএব তাঁহার অন্য কোন হস্তলিখিত আনা যাউক, তাহা হইলে অক্ষর-মিলন দেখিয়াই সমস্ত জানা যাইবে।

মল। বিজয়ে! এইরূপই কর।

ভাগু। কুমার! এই মুদ্রাও আনয়ন করুক।

মল। দুইই কর।

প্রতী। যে আজ্ঞা কুমার।

(নিষ্ক্রান্ত হইয়া পুনঃ প্রবেশ করিয়া)

কুমার! এই শকটদাসের স্বহস্ত-লিখিত পত্র. এবং এই মুদ্রাও।

মল। (দুইটীই দেখিয়া)। আর্য্য! অক্ষরগুলি ত মিলিতেছে।

রাক্ষ। (স্বগত)। অক্ষরগুলি ত মিলিতেছে, কিন্তু "শকটদাস আমার মিত্র" এই অক্ষরগুলি ত মিলিতেছে না; তবে কি শকটদাস লিখেছে?

শকটদাস অবিনশ্বর যশোলাভে লোলুপ না হইয়া বিনশ্বর অর্থ-লোভে পুত্র কলত্রের বিষয় স্মরণ করিতে পারে, কিন্তু তাদৃশ স্বামিভক্তি কি বিস্মৃত হইয়াছে!

অথবা, ইহাতে আর সন্দেহ কি?

মুদ্রাটী তাহার হস্তের অঙ্গুলিগত ছিল, সিদ্ধার্থক তাহার বান্ধব বটে, এবং তাহারই অপর লেখ এই অভিযোগ-সংশ্লিষ্ট পত্রখানিকে তল্লিখিত বলিয়া সপ্রমাণ করিতেছে; অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে, ভেদকুশল শকটদাসই স্বামিভক্তিতে বিমুখ হইয়া বিপক্ষপক্ষের সহিত সন্ধিবন্ধন পূর্ব্বক প্রাণরক্ষার নিমিত্ত এই অতিনিষ্ঠুর কার্য্য করিয়াছে।

মল। আর্য্য! "শ্রীমান্ যে তিন খানি অলঙ্কার পাঠাইয়াছেন তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি" এই কথা যে আর্য্য লিখিয়াছেন, এখানি কি তন্মধ্যে এক খানি?

(নিরীক্ষণ করিয়া, আত্মগত)

কি, পিতৃদেব এই অলঙ্কার খানি পরিধান করিতেন না?

(প্রকাশে)

আর্য্য! এ অলঙ্কার খানি কোথায় পেলেন?

রাক্ষ। বণিক্‌দিগের নিকট হইতে ক্রয় করা গিয়াছে।

মল। বিজয়ে! তুমি কি এই অলঙ্কার খানি চিনিতে পারিতেছ?

প্রতী। (নিরীক্ষণ করিয়া, বাষ্পাকুললোচনে)। কুমার! কেন চিনিতে পারিব না, সুগৃহীতনামা পর্ব্বতেশ্বর এই অলঙ্কার খানি পূর্ব্বে পরিধান করিতেন।

মল। (বাষ্পাকুললোচনে)। হা পিতঃ!

হা কুলভূষণ! ভূষণবল্লভ আপনার এই সেই শরীর-ধারণোচিত ভূষণ; যাহা পরিধান করিয়া আপনি শরৎকালীন চন্দ্রনক্ষত্রশালী প্রদোষসময়ের ন্যায় বদনেন্দু দ্বারা সুশোভিত হইতেন।

রাক্ষ। (স্বগত)। কি, এই গুলি পূর্ব্বে পর্ব্বতেশ্বর পরিধান

করিতেন, ইহা বলিল। (প্রকাশে)। স্পষ্টই বোধ হইতেছে, এগুলিও চাণক্য-প্রেরিত বণিকগণ আমাদিগকে বিক্রয় করিয়া গিয়াছে।

মল। আর্য্য! এই অত্যুৎকৃষ্ট অলঙ্কারগুলি পিতৃদেব পূর্ব্বে পরিধান করিয়াছিলেন, পরে চন্দ্রগুপ্তের হস্তগত হয়, এমন স্থলে এই গুলি বণিকদিগের নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছেন, এরূপ কথা যুক্তিযুক্ত হইতেছে না। অথবা যুক্তিযুক্তই হইতেছে।—

চন্দ্রগুপ্ত অধিকলাভের বাসনায় এই গুলি বিক্রয় করিয়াছে, আর অতিনিষ্ঠুরাত্মা আপনিও আমাদিগকে এই গুলির মূল্য স্বরূপ অবধারিত করিয়াছেন।

রাক্ষ। (আত্মগত)। অহো! এই উপায় প্রয়োগটী অতি সুশ্লিষ্ট হইয়াছে। কারণ,

এ লেখখানি আমার নয়, এরূপ উত্তর দিতে পারা যায় না, কারণ এ মুদ্রাটী আমার বটে। শকটদাসের সহিত আমার সৌহার্দ্য বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, এ কথায় বা কে শ্রদ্ধা করিবে? মহীপতি মৌর্য্য অলঙ্কার বিক্রয় করিয়াছে, এরূপই বা কে সম্ভাবনা করিতে পারে? অতএব এস্থলে আমার সম্মতিসূচক মৌনই অবলম্বন করা শ্রেয়ঃ, অপলাপ-রূপ অসঙ্গত উত্তর দান বিধেয় নহে।

মল। আর্য্যকে ইহা জিজ্ঞাসা করি।

রাক্ষ। যে আর্য্য হয়, তাহাকেই জিজ্ঞাসা কর। আমি এক্ষণে অনার্য্য হইয়াছি।

মল। মৌর্য্য তোমার স্বামিপুত্র, আমি তোমার সেবানুরক্ত মিত্রপুত্র। সে তোমাকে অর্থ দান করিবে, তুমি আমাকে স্বেচ্ছানুসারে দান করিতেছ। সেখানে তোমার মন্ত্রিত্ব পদ সম্মানকর হইলেও দাসত্ব, এখানে তোমার স্বামিত্ব। অতএব বল দেখি, কোন্ অধিকতর স্বার্থলাভের বাসনা তোমাকে অনার্য্য করিতেছে?

রাক্ষ। কুমার! তুমিই ত মাদৃশ আশঙ্কিত ব্যক্তিকে এতাদৃশ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া আমার উত্তর প্রদান করিয়াছ! কারণ,

("মৌর্য্য আমার স্বামিপুত্র" ইত্যাদি যুষ্মদ্ ও অস্মদ্ শব্দের বৈপরীত্য করিয়া সমস্তই কহিলেন।) *

মল। (লেখ ও অলঙ্কারপেটিকা নির্দ্দেশ করিয়া)। এখন এসব কি?

রাক্ষ। (বাষ্পাকুললোচনে)। ইহা বিধাতারই কার্য্য, চাণক্যের নয়। কারণ,

যে সচ্চরিত্র কৃতজ্ঞ প্রভুগণ মাদৃশ কৃতধী ব্যক্তিদিগকে পরিভবকর দাসত্ব থাকিলেও স্নেহবশতঃ নিজ তনয় হইতে অভিন্ন জ্ঞান করিতেন, ভূমণ্ডলের সদসদ্বিচারক সেই সকল মহীপালগণকে যে পাপ বিধাতা নিধন করিয়াছে, মানবের পুরুষকারনাশক সেই বিধাতারই এই বিচিত্র ব্যাপার।

মল। (সক্রোধে)। কি, এখনও "ইহা বিধাতার কার্য্য, আমার নয়" বলিয়া সংগোপন করিতেছ? অনার্য্য!

কৃতঘ্ন! তুমি ইতিপূর্ব্বে ঘোর বিষ প্রয়োগ হেতু ভয়ঙ্করী কন্যাকে †

---

* মৌর্য্য আমার স্বামিপুত্র, তুমি আমার সেবানুরক্ত মিত্রপুত্র; সে আমাকে অর্থদান করিবে, আমি তোমাকে স্বেচ্ছানুসারে দান করিতেছি; সেখানে আমার মন্ত্রিত্ব পদ সম্মানকর হইলেও দাসত্ব, এখানে আমার স্বামিত্ব; অতএব বল কোন্ অধিকতর স্বার্থলাভের বাসনা আমাকে অনার্য্য করিতেছে?

† মূল সংস্কৃতে "তীব্রবিষপ্রয়োগবিষমা কন্যা" এইরূপ লিখিত আছে। টীকাকার ইহার অর্থ এইরূপ করিয়াছেন—যে কন্যার প্রয়োগ তীব্র বিষে সঞ্চারিত, অতএব বিষমা, অর্থাৎ যে কন্যা সেবন করিলে ঘোরবিষসেবনের ন্যায় ঝটিতি প্রাণবিনাশ হয়। ইহাতে এই বোধ হইতেছে কন্যার শরীরে এরূপে বিষ সঞ্চারিত করা হইয়াছে যে তাহার উপভোগ করিলেই সেই বিষ উপভোক্তার শরীরেও সঞ্চারিত হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণনাশ হয়। এবিষয়টী নিতান্ত অসম্ভব বোধ হইতেছে, কারণ, যদিও অহিফেনাদি বিষ নিরন্তর সেবন দ্বারা শরীরে সঞ্চারিত করিতে পারা যায়, তথাপি তদ্রূপ বিষাক্ত কামিনীর উপভোগে উপভোক্তার কোন হানি হইবার সম্ভাবনা নাই। আরও উপদংশাদি-রোগাক্রান্ত নারীর উপভোগে ঝটিতি প্রাণবিয়োগ হওয়া অসম্ভব। এই কারণে টীকাকার-কৃত অর্থ পরিত্যাগ করিয়া উপরে "তীব্র বিষের প্রয়োগ হেতু বিষম" এইরূপ অর্থ লিখা গিয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য এই,—মদ্যপান কালেই হউক;

সংঘটন করিয়া বিশ্বাসপরায়ণ মদীয় পিতৃদেবের নামমাত্র অবশেষ রাখিয়াছ; এক্ষণে কি আশ্চর্য্য! মৎপ্রদত্ত সাচিব্যপদে সবহুমানে অধিষ্ঠিত হইয়া বিপক্ষের প্রীতিলাভের নিমিত্ত আমাদিগকেই মাংসের ন্যায় বিক্রয় করিতে উপক্রম করিয়াছ।

রাক্ষ। (স্বগত)। এ আবার আর একটা গণ্ডের উপর বিস্ফোটক।

(প্রকাশে, কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন করিয়া)

রাম! রাম! আমি এমন পাপাত্মা নই যে পর্ব্বতেশ্বরের নিকট বিষ-কন্যা প্রেরণ করিয়াছি।

মল। তবে পিতাকে কে বধ করিয়াছে?

রাক্ষ। এস্থলে দৈবকেই জিজ্ঞাসা করা উচিত।

মল। (সক্রোধে)। এস্থলে দৈবকেই জিজ্ঞাসা করিতে হইবে? ক্ষপণক জীবসিদ্ধিকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে না।

রাক্ষ। (স্বগত)। কি, ক্ষপণকও চাণক্যের চর? হায়! আমার প্রাণ পর্য্যন্তও শত্রুরা আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে।

মল। (সক্রোধে) সেনাপতি শিখরসেনকে আজ্ঞা কর গে, যে পাঁচ জন রাজা এই রাক্ষসের সহিত সৌহার্দ্দ করিয়া আমার শরীরের অনিষ্ট সম্পাদন পূর্ব্বক চন্দ্রগুপ্তের আরাধনা করিতে অভিলাষ করে; যথা কুলূতদেশাধিপ চিত্রবর্ম্মা, মলয়রাজ সিংহনাদ, কাশ্মীরপতি পুষ্করাক্ষ, সিন্ধুভূপতি সুষেণ, এবং পারসীকাধিরাজ মেঘাখ্য;—তন্মধ্যে যে তিন জন প্রধান পুরুষ আমার রাজ্যসম্পত্তি কামনা করে, তাহাদিগকে গম্ভীর গহ্বরে ফেলিয়া ধূলি দ্বারা আচ্ছাদিত করুক; আর যে দুই জন হস্তি-সৈন্য ইচ্ছা করে, তাহাদিগকে হস্তি দ্বারাই সংহার করুক।

পুরুষ। যে আজ্ঞা কুমার।

(নিষ্ক্রান্ত হইল।)

মল। (সক্রোধে)। রাক্ষস! রাক্ষস! আমি বিশ্বাসঘাতক রাক্ষস

অথবা অন্য কোন দ্রব্য পান করিবার সময়েই হউক কন্যা গোপনভাবে নিজ সমীপস্থ বিষ উপভোক্তাকে পান করাইবে, এই উদ্দেশেই বিষকন্যা প্রেরিত হইয়াছিল। এক্ষণে পাঠকবর্গের উপর সমস্তই নির্ভর রহিল।

নই, আমি মলয়কেতু; তবে যাও, সর্ব্বপ্রকারে চন্দ্রগুপ্তের আশ্রয় লও গে।

দুর্নীতি যেরূপ ধর্ম্ম অর্থ ও কামকে বিনষ্ট করে, সেইরূপ আমিও তোমার সহিত যুদ্ধার্থ সমুপস্থিত মৌর্য্য ও বিষ্ণুগুপ্তকে উন্মূলিত করিতে সমর্থ হইব।

ভাগু। কুমার! আর বৃথা কালহরণে প্রয়োজন নাই, আমাদিগের সৈন্য অতিশীঘ্রই কুসুমপুর-উপরোধার্থ প্রস্থান করুক।

অস্মদীয় সেনাস্থিত তুরগগণের খুরপুট দ্বারা চূর্ণন হেতু সমুত্থিত রজোরাশি গজমদসলিলে মূলদেশে বিচ্ছিন্ন হইয়া গৌড়জনপদবাসিনী কামিনীদিগের লোধ্রপরাগ-সম্পর্কে ধবলিত কপোলদেশের মলিনতা সম্পাদন, এবং অলিকুলকান্তি কুঞ্চিত অলকজালকের মলিনতা অপ-হরণ পূর্ব্বক বিপক্ষবর্গের শিরোদেশে নিপতিত হউক।

(সমস্ত পরিজনের সহিত মলয়কেতু নিষ্ক্রান্ত হইলেন।)

রাক্ষ। (উদ্বিগ্নচিত্তে)। হা ধিক্! কি কষ্ট! সেই নিরপরাধী চিত্রবর্ম্মা প্রভৃতি রাজারাও বিনাশিত হইল! তবে রাক্ষস কি রিপু-নাশার্থ চেষ্টা না করিয়া কেবল সুহৃদ্‌বর্গের বিনাশার্থই যত্ন করিতেছে! এক্ষণে আমার তুল্য মন্দভাগ্য আর কে আছে, এখন আমি কি করি?

তপোবনে কি যাই?—না, ঈদৃশ-বৈরানল-দহ্যমান হৃদয় কখনই তপস্যা দ্বারা শান্ত হইতে পারিবে না; তবে কি শত্রু জীবিত থাকিতেও প্রভুদিগের অনুগমন করি?—ইহা ত অবলাজন-সুলভ ব্যাপার; অথবা কি কৃপাণপাণি হইয়া অরিসৈন্যে গিয়া পড়ি?—ইহা অবশ্যই যুক্তিযুক্ত হইত, যদি চন্দনদাসের মোচনে অত্যন্ত ব্যাকুল কৃতঘ্ন অন্তঃকরণ আমাকে ব্যাঘাত না দিত।

(সকলের প্রস্থান।)

মুদ্রারাক্ষসে পঞ্চম অঙ্ক সমাপ্ত।

মুদ্রারাক্ষস।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

(সহর্ষচিত্ত অলঙ্কৃত সিদ্ধার্থকের প্রবেশ।)

সিদ্ধা। জলধরশ্যাম কেশিনিসূদন কেশবের জয় হউক; সজ্জন-নয়ন-চন্দ্র চন্দ্রগুপ্তের জয় হউক; এবং আর্য্য চাণক্যের নীতির জয় হউক, যে নীতি সেনা ও জয়সজ্জা না করিয়াই বিপক্ষপক্ষ নিধন করিয়াছে।

তবে এখন, বহুকালের পর প্রিয়বয়স্য সুসিদ্ধার্থককে দেখি গে।

(পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া)

এই যে প্রিয়বয়স্য সুসিদ্ধার্থক এই দিকেই আসিতেছে; তবে অগ্রসর হই।

(সুসিদ্ধার্থকের প্রবেশ।)

সুসিদ্ধা। প্রিয়বান্ধবের বিরহ হৃদয়স্থিত ধনসম্পত্তিকেও নিতান্ত অসুখদায়ক করিয়া তুলে; পানগোষ্ঠীতে নিরতিশয় মনস্তাপ উৎপাদন করে; এবং মহোৎসব সময়ে আত্যন্তিক পীড়াজনক হইয়া থাকে।

শুনিয়াছি, প্রিয়বয়স্য সিদ্ধার্থক মলয়কেতুর কটক হইতে আসিয়াছে; তবে যাই তাহাকে অন্বেষণ করি গে।

(পরিক্রমণ করিয়া ও অগ্রসর হইয়া)

এই যে সিদ্ধার্থক; প্রিয়বয়স্যের সব সুখ ত?

সিদ্ধা। (দেখিয়া)। কি! প্রিয়বয়স্য সুসিদ্ধার্থক যে এখানেই এসেছে!

(অগ্রে গমন করিয়া)

প্রিয়বয়স্যের সব সুখ ত?

(উভয়ে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিল।)

সুসিদ্ধা। হায়! বয়স্য! কিসে আমার সুখ হবে, তুমি বহুকালের পর প্রবাস হইতে প্রত্যাগত হইয়া আমাকে কোন বৃত্তান্ত না কহিয়াই অন্যত্র গিয়াছিলে।

সিদ্ধা। প্রসন্ন হও, প্রিয়বয়স্য! প্রসন্ন হও; আমাকে দেখিবামাত্রই আর্য্য চাণক্য আজ্ঞা করিলেন, যে, " সিদ্ধার্থক! যাও, প্রিয়দর্শন চন্দ্রগুপ্তকে এই প্রিয় সংবাদ নিবেদন কর গে। " তার পর, তাঁহাকে সেই সংবাদ নিবেদন পূর্ব্বক তদীয় অনুগ্রহসূচক এই পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়া তোমাকে দেখিবার জন্য তোমার বাটী যাইতেছি।

সুসিদ্ধা। বয়স্য! যদি ইহা আমার শুনিবার বিষয় হয়, তাহা হইলে তাহা আমাকেও বল, কি প্রিয় সংবাদ প্রিয়দর্শন চন্দ্রগুপ্তের নিকট নিবেদন করিয়াছ।

সিদ্ধা। প্রিয়বয়স্য! তুমি আবার শুনিতে পাইবে না এরূপ বিষয় কি আছে? তবে শুন। আর্য্য চাণক্যের নীতিপ্রভাবে মুগ্ধমতি মলয়কেতু রাক্ষসকে নিরাকৃত করিয়া চিত্রবর্ম্মা প্রভৃতি পাঁচ জন প্রধান নরপতিকে বিনাশ করিয়াছে; সেই কারণেই অন্যান্য পার্থিবগণ " এই দুরাচার অতি অবিবেচক " ইহা বিবেচনা করিয়া এবং ভয়-বিহ্বল সৈন্যগণ পলায়ন করাতে নিজ পরিজনগণকে হীনবল দেখিয়া আপনাদিগের বিষয়সম্পত্তি রক্ষার্থ মলয়কেতুর কটকভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিজ নিজ রাজ্যে প্রস্থান করিয়াছেন; তার পর ভদ্রভট, পুরুষ-দত্ত, হিঙ্গুরাত, বলগুপ্ত, রাজসেন, ভাগুরায়ণ, রোহিতাক্ষ, বিজয়বর্ম্মা প্রভৃতি পুরুষগণ মলয়কেতুকে বদ্ধ করিয়াছে।

সুসিদ্ধা। বয়স্য! ভদ্রভট প্রভৃতি পুরুষেরা মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের

উপরি অপরক্ত হইয়া মলয়কেতুকে আশ্রয় করিয়াছিল, এই কথাই লোকে বলে থাকে ; তবে কুকবি-রচিত নাটকের ন্যায় ইহা কেন প্রথমে একরূপ, আর শেষে অন্যরূপ হইল?

সিদ্ধা। বয়স্য! শুন তবে ; দৈবগতির ন্যায় অশ্রুতপূর্ব্বগতি আর্য্য চাণক্যের নীতিকে নমস্কার।

সুসিদ্ধা। বয়স্য! তার পর, তার পর।

সিদ্ধা। বয়স্য! সেই অবধি আর্য্য চাণক্য সর্ব্বসারভূত সৈন্যদল সঙ্গে লইয়া এস্থান হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক সমস্ত রাজসৈন্য রাজগণ-শূন্য করিয়াছেন।

সুসিদ্ধা। বয়স্য! কোথায়?

সিদ্ধা। বয়স্য! যে স্থলে এই সকল গুরুতর-মদদর্পে দর্পিত দন্তি-সেনা সজল-জলধরের শোভা ধারণ পূর্ব্বক গর্জ্জন করিতেছে ; এবং জয়-সজ্জাভূষিত তুরঙ্গমদল কশা-প্রহার ভয়ে কম্পিতকলেবর হইয়া ত্বরান্বিত হইতেছে।

সুসিদ্ধা। বয়স্য! ও সব থাকুক ; আর্য্য চাণক্য সকল লোকের সমক্ষে সেইরূপে সাচিব্য পদ পরিত্যাগ করিয়া কি প্রকারে আবার সেই সাচিব্য পদই গ্রহণ করিলেন?

সিদ্ধা। বয়স্য! তুমি বড় মূর্খ, কারণ, অমাত্য রাক্ষস পর্য্যন্তও যে চাণক্যবুদ্ধিতে পূর্ব্বে অবগাহন করিতে পারেন নাই, তুমি তাহাতে অবগাহন করিতে ইচ্ছা করিতেছ।

সুসিদ্ধা। বয়স্য! আচ্ছা, অমাত্য রাক্ষস এক্ষণে কোথায়?

সিদ্ধা। বয়স্য! তিনি সেই প্রলয়-কোলাহল প্রচীয়মান দেখিয়া মলয়কেতুর কটক হইতে নির্গমন পূর্ব্বক এই কুসুমপুরেই আসিয়াছেন, উন্দুর-নামা চর তাঁহার অনুসরণে আসিয়া এই কথা আর্য্য চাণক্যকে নিবেদন করিয়াছে।

সুসিদ্ধা। বয়স্য! অমাত্য রাক্ষস নন্দরাজ্য পুনরুদ্ধারার্থ সেই প্রকার উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক রাজ্য হইতে নির্গত হইয়া এক্ষণে কৃত-কার্য্য না হইয়া কেন আবার এই কুসুমপুরে আসিয়াছেন?

সিদ্ধা। বয়স্য! বোধ করি, চন্দনদাসের স্নেহেতেই।

সুসিদ্ধা। বয়স্য! ঠিক, চন্দনদাসের স্নেহেতেই বটে। ভাল, চন্দন-দাসের মোক্ষ হবে কি বোধ কর?

সিদ্ধা। বয়স্য! কোথায় সে অধন্যের মোক্ষ? সম্প্রতি আর্য্য চাণক্য আজ্ঞা দিয়াছেন. আমাদিগের দুই জনকেই তাহাকে বধ্যস্থানে লইয়া গিয়া বধ করিতে হইবে।

সুসিদ্ধা। (সক্রোধে)। আর্য্য চাণক্যের আর কি ঘাতক পুরুষ নাই, যে আমাদিগকে এই নৃশংস ব্যাপারে নিযুক্ত করেছেন?

সিদ্ধা। বয়স্য! যাহার জীবলোকে বাঁচিতে অভিলাষ আছে, সে কখনই আর্য্য চাণক্যের আজ্ঞা প্রতিকূল করিতে পারে না ; তবে এস, চণ্ডালের বেশ ধারণ করিয়া চন্দনদাসকে বধ্যস্থানে লইয়া যাই গে।

(উভয়ে নিষ্ক্রান্ত হইল।)

(প্রবেশক।)

(একজন রজ্জুহস্ত পুরুষের প্রবেশ।)

পুরু। যে রজ্জু (সন্ধ্যাদি) ষড়্‌গুণের সম্যক্ যোজন দ্বারা অতি-শয় দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং যাহা (সামাদি) উপায় প্রয়োগ হেতু পাশ-সদৃশ আকার ধারণ করিয়াছে, রিপু-সংযমনে সুনিপুণ সেই চাণক্যনীতি-রজ্জুর জয় হউক।

উন্দুরনামক আর্য্য চাণক্যের চর যে স্থান বলিয়া দিয়াছে, এবং আর্য্য চাণক্য আমাকে যে স্থানে অমাত্য রাক্ষসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন, সে স্থান ত এই।

(দেখিয়া)

কি, এই যে অমাত্য রাক্ষস অবগুণ্ঠন ধারণ করিয়া এই দিকেই আসিতেছেন। তবে আমি এই জীর্ণোদ্যান-পাদপের অন্তরালে শরীর প্রচ্ছন্ন করিয়া দেখি, কোথায় ইনি আসন পরিগ্রহ করেন।

(পরিক্রমণ করিয়া তদ্রূপ থাকিল।)

(পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট সশঙ্ক রাক্ষসের প্রবেশ।)

রাক্ষ। (বাস্পাকুললোচনে)। হায়! কি কষ্ট! কি কষ্ট!

রাজলক্ষ্মী আশ্রয়ের নাশ হেতু নিতান্ত কাতর হইয়া কুলটার ন্যায় অন্য বংশে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে; প্রজাগণ নন্দকুলের অনুরাগ একেবারে বিসর্জ্জন দিয়া গতানুগতিক ন্যায়ে তাহারই অনুসরণ করিয়াছে; অতিবিশ্বস্ত বান্ধবগণও আপনাদিগের পৌরুষ বিফল দেখিয়া সমস্ত কার্য্যভার পরিত্যাগ করিয়াছে;—অথবা তাহারাই বা কি করিবে? মস্তকহীন ভুজঙ্গের ন্যায় চিরদিন নিষ্কর্ম্মা হইয়া রহিয়াছে।

আরও,

রাজলক্ষ্মী দুর্ব্বিনীত কুলটার ন্যায় সৎকুলোদ্ভব ভুবনাধিপতি পতি নন্দদেবকে ছলপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়া বৃষলকে আশ্রয় করিয়াছে; এবং সেই স্থানেই দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; হায়! আমরা কি করিব! দৈবই আমাদিগের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়াই যেন আমাদিগের সমস্ত নিশ্চিত কার্য্য বিফল করিয়া দিতেছে।

আমি,

তাদৃশ গর্হিত মৃত্যুর অযোগ্য নন্দদেব দেবলোকে গমন করিলে, স্মরণীয় শৈলেশ্বরকে অবলম্বন করিয়া যথাসাধ্য যত্ন করিয়াছিলাম; পরে তিনিও নিহত হইলে তদীয় তনয়কে আশ্রয় করিয়া যৎপরোনাস্তি প্রয়াস পাইতেছি; তথাপি কিছুতেই কার্য্যসিদ্ধি হইতেছে না; অতএব দৈবই নন্দকুলের শত্রু, সে ব্রাহ্মণ নহে।

অহো! ম্লেচ্ছ মলয়কেতুর কি অবিবেকিতা! কারণ,

যে ব্যক্তি বহুকাল-বিনষ্ট স্বামিগণকে অদ্যাপি প্রাণান্ত পর্য্যন্ত সেবা করিতেছে, সেই রাক্ষস এক্ষণে অক্ষতশরীরে তদীয় বিপক্ষপক্ষের সহিত কি প্রকারে সন্ধি করিবে? সদসদ্বিবেচনায় মূঢ়মতি ম্লেচ্ছ মলয়কেতু এ বিষয় একবারও বিবেচনা করিয়া দেখিল না; অথবা দৈবোপহত ব্যক্তির বুদ্ধি পূর্ব্বেই বিপর্য্যস্ত হইয়া থাকে।

তবে, এক্ষণে রাক্ষস বিপক্ষের হস্তগত হইয়াও বনে যাবে, তথাপি চন্দ্রগুপ্তের সহিত সন্ধি করিবে না; বরং অসত্যপ্রতিজ্ঞ বলিয়া অযশঃ শ্রেয়ঃ, তথাপি শত্রুদিগের বচনপরিভব কখনই ভাল নহে।

(চারিদিকে অবলোকন করিয়া, অশ্রুপূর্ণলোচনে)

এই সেই কুসুমপুরের উপকণ্ঠভূভাগ, এখানকার পথসকল নন্দদেবের পাদবিহার অভ্যাস-করণে পরিপূত হইয়াছে।

এখানে,

নন্দদেব বেগবান্ অশ্বে আরূঢ় হইয়া চললক্ষ্যে অতিচমৎকার বাণসন্ধান করিতেন, তৎকালে ধনুর্গুণের আকর্ষণ হেতু তৎকরধৃত বল্গা পরিত্যক্ত সুতরাং শিথিল হইয়া পড়িত; এই উদ্যানরাজিতে তিনি উপবেশন করিতেন; এইস্থানে অন্যান্য নৃপগণের সহিত কথোপকথন করিতেন; হায়! সম্প্রতি সেই সকল ভূপতি বিনা এই সমস্ত কুসুমপুরের ভূভাগ সন্দর্শন করিলে অসীম দুঃখার্ণব উদ্বেল হইয়া উঠে।

তবে, মন্দভাগ্য এখন কোথায় যাই।

(দেখিয়া)

ভাল, এই জীর্ণোদ্যান পুরোভাগে পরিদৃশ্যমান হইতেছে; এস্থানে প্রবেশ করিয়া কাহারও নিকট হইতে চন্দনদাসের বৃত্তান্ত জানি গে।

(পরিক্রমণ করিয়া, স্বগত)

অহো! পুরুষের ভাল মন্দ দশাপরিণাম যে কখন্ আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা কিছুই জানা যায় না। কারণ,

যে আমি পূর্ব্বে দ্বিতীয় মহারাজের ন্যায় ভূপতিসহস্রে পরিবেষ্টিত হইয়া পুরী হইতে মন্দ মন্দ গমনে বহির্গত হইতাম, তৎকালে পৌরগণ যে আমাকে নবোদিত চন্দ্রমার ন্যায় অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া নিরীক্ষণ করিত; সেই আমিই এক্ষণে সেই নগরেই বিফলপ্রযত্ন হইয়া

তস্করের ন্যায় শঙ্কিতচিত্তে দ্রুতপদে পুনর্ব্বার জীর্ণোদ্যানে প্রবেশ করিতেছি।

অথবা, যাঁহাদিগের অনুগ্রহে এই সকল ছিল তাঁহারাই নাই।

(প্রবেশ ও অবলোকন করিয়া)

অহো! জীর্ণোদ্যানের আর রমণীয়তা নাই। এখানে,

মহাব্যাপার-বিখ্যাত কুলের ন্যায় বিশালচিত্রশালী সৌধসকল পতিত হইয়াছে; বান্ধবের বিনাশে সাধু ব্যক্তির হৃদয় যেরূপ শুষ্ক হইয়া যায়, সেইরূপ সরোবর শুষ্ক হইয়াছে; দৈব প্রতিকুল হইলে নীতিপ্রয়োগ যেরূপ বিফল হয়, সেইরূপ পাদপগণ ফলহীন হইয়াছে; এবং কুনীতিপূর্ণ মূর্খ জনের বুদ্ধির ন্যায় ভূমিসকল তৃণাচ্ছন্ন হইয়াছে*।

আরও এখানে,

উৎকট তীক্ষ্ণ পরশু দ্বারা বিক্ষতাঙ্গ তরুগণের শাখাসকল কপোতদিগের রবচ্ছলে যাতনাতেই যেন রোদন করিতেছে; এবং ভুজঙ্গমগণ চিরপরিচিত শাখীদিগের সেই ক্লেশ সন্দর্শন করিয়া করুণাহেতু দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিজনির্ম্মোকখণ্ড দ্বারা শাখাদিগের ব্রণই যেন বন্ধন করিয়া দিতেছে।

এই সকল নিরীহ পাদপগণ,

অভ্যন্তর ভাগে শুষ্কতা ধারণ করিয়াছে, গুরুতর শোকের ন্যায় কীটকৃত ক্ষতি বহন করিতেছে, ছায়ার অপগম হেতু মলিন হইয়া

---

*এই স্থলটী পাঠ করিলে স্পষ্টই বোধ হয়, রাক্ষস যেন তদীয় অবস্থার সহিত জীর্ণোদ্যানের অবস্থার সাদৃশ্য প্রদর্শন করাইতেছেন। যথা—বিধ্বস্ত নন্দকুলের সহিত পতিত সৌধ, সুহৃত্তম নন্দদেবের বিনাশ হেতু সাধুব্যক্তি রাক্ষসের হৃদয়শোষণের সহিত সরোবরশোষণ, প্রতিকূল দৈবযোগ হেতু রাক্ষসপ্রযুক্ত নীতির বিফলতার সহিত বৃক্ষদিগের ফলহীনতা, এবং মূর্খ মলয়কেতুর দুর্নীতিপূর্ণ বুদ্ধির সহিত তৃণাচ্ছন্ন ভূমি, তুলনা করা হইয়াছে।

গিয়াছে, এবং দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হইয়াছে, সুতরাং যেন মৃত্যুমুখেই গমন করিতে উদ্যত হইয়াছে।

তা যাহা হউক, এই দুর্ভাগ্য সময়ে সুলভ ভগ্নাগ্র শিলাতলে মুহূর্ত্তকাল উপবেশন করি।

(উপবেশন ও শ্রবণ করিয়া)

অয়ে! অকস্মাৎ কেন এই শঙ্খপটহধ্বনিমিশ্রিত নান্দীনিনাদ শ্রুতিগোচর হইল? যে নান্দীধ্বনি

অতিগম্ভীরতা প্রযুক্ত শ্রোতাদিগের শ্রবণকুহর শ্রুতিশক্তিহীন করিতেছে, যাহা অতি বিপুল বলিয়া প্রাসাদসকল একবার পান করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ উদ্গীর্ণ করিতেছে, সেই পটু পটহ ও শঙ্খধ্বনি মিলিত ঘোরতর নান্দীনাদ দিঙ্মণ্ডলের দৈর্ঘ্য দর্শনে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াই যেন চারিদিকে বিস্তীর্ণ হইতেছে।

(চিন্তা করিয়া)

হাঁ বুঝেছি; এই নান্দীনাদ মলয়কেতুর সংযমন হেতু সম্ভূত রাজকুলের—

(ইহা অর্দ্ধেক কহিয়া)

মৌর্য্যকুলের অসীম আনন্দ প্রকাশ করিতেছে।

(বাষ্পাকুললোচনে)

হায়! কি কষ্ট! কি কষ্ট!

পূর্ব্বে আমাকে শত্রুর রাজশ্রী শুনিতে হইয়াছিল; এক্ষণে বোধ করি শত্রুগণ সম্পৎসূচক চিহ্ন প্রকাশ করিয়া আমাকে উহা অনুভূত করিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইতেছে।

পুরু। ইনি ত উপবেশন করিয়াছেন, তবে যাই আর্য্য চাণক্যের আদেশ সম্পাদন করি গে।

(রাক্ষসকে না দেখিয়াই যেন তাঁহার সম্মুখে
রজ্জুনির্ম্মিত পাশ দ্বারা স্বদেহ
উদ্বদ্ধ করিল।)

রাক্ষ। (দেখিয়া স্বগত।) অয়ে! কেন এব্যক্তি উদ্বন্ধন করিতেছে! হয় ত এই নির্দ্দোষীব্যক্তি আমারই ন্যায় দুঃখিত হইয়াছে; ভাল, ইহাকে জিজ্ঞাসা করি।

(অগ্রসর হইয়া, প্রকাশে।)

ভদ্র! ভদ্র! কি এ করিতেছ?

পুরু। (বাষ্পাকুললোচনে)। আর্য্য! প্রিয়বয়স্যের বিনাশদুঃখে মাদৃশ মন্দভাগ্য ব্যক্তিরা যাহা অনুষ্ঠান করিয়া থাকে।

রাক্ষ। (স্বগত)। আমি প্রথমেই জানিতে পারিয়াছিলাম, এই কাতর ব্যক্তি নিশ্চয় আমারই ন্যায় দুঃখিত; ভাল, ইহাকে জিজ্ঞাসা করি। (প্রকাশে)। ভদ্র! মৎসদৃশ-ব্যসন-পীড়িত! যদি নিতান্ত গোপনীয় অথবা গুরুতর না হয়, তবে তোমার প্রাণপরিত্যাগের কারণ কি, শুনিতে ইচ্ছা করি।

পুরু। (অবলোকন করিয়া)। আর্য্য! গোপনীয়ও নয়, অতি গুরুতরও নয়, কিন্তু প্রিয়বয়স্যের বিনাশ হেতু এতাদৃশ দুঃখিতান্তঃকরণ হইয়াছি, যে মরণের অল্পমাত্রও কালহরণ করিতে পারিতেছি না।

রাক্ষ। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া আত্মগত)। কি কষ্ট! আমি ঈদৃশ সুহৃদ্ব্যসনেও উদাসীনের ন্যায় রহিয়াছি, সুতরাং এব্যক্তির নিকট নিতান্ত নিরাকৃত হইতেছি। (প্রকাশে)। ভদ্র! যদি গোপনীয় অথবা গুরুতর না হয় তবে বল, পুনর্ব্বার শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি, কেন এদুঃখ উপস্থিত হইয়াছে।

পুরু। অহো! আর্য্যের বড় নির্ব্বন্ধ দেখিতেছি, তবে কি করি, নিবেদন করি। এই নগরে জিষ্ণুদাস নামে একজন মণিকার শ্রেষ্ঠী আছেন।

রাক্ষ। (স্বগত)। জিষ্ণুদাস নামে এক জন চন্দনদাসের পরম বান্ধব আছেন।

পুরু। তিনি আমার প্রিয়বয়স্য।

রাক্ষ। (সহর্ষ, আত্মগত)। অয়ে! "প্রিয়বয়স্য" এই বলিল; তবে এঅতি নিকট-সম্পর্কীয় ব্যক্তি, চন্দনদাসের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবে।

পুরু। (বাষ্পাকুললোচন)। সম্প্রতি তিনি অনলে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক হইয়া দীন দরিদ্র দিগকে নিজ সম্পত্তি বিতরণ পূর্ব্বক নগর হইতে বহির্গত হইয়াছেন; আমিও সেই প্রিয়বয়স্যের অশ্রোতব্য কথা শুনিতে না শুনিতেই উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিব বলিয়া এই জীর্ণোদ্যানে আসিয়াছি।

রাক্ষ। তোমার প্রিয়বান্ধবের অগ্নিপ্রবেশের কারণ কি?

তিনি কি ঔষধবলে অপ্রতীকার্য্য কোন মহাব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছেন?—

পুরু। আর্য্য! না না।

রাক্ষ। কিংবা অগ্নি ও গরল তুল্য ভয়ঙ্কর রাজক্রোধে নিরস্ত হইছেন?—

পুরু। আর্য্য! রাম! রাম! তা নয়; চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যে নৃশংস ব্যবহারের কথাও নাই।

রাক্ষ। অথবা তিনি কি কোন অলভ্য কামিনীজনের উপরি প্রগাঢ় অনুরক্ত হইয়াছিলেন?—

পুরু। (হস্ত দ্বারা কর্ণদ্বয় আচ্ছাদিত করিয়া)। আর্য্য! রাম রাম! অতিবিনীত শ্রেষ্ঠিগণ এরূপ আচরণের পাত্রই নন, বিশেষতঃ জিষ্ণুদাসের ত কথাই নাই।

রাক্ষ। তবে কি তোমার ন্যায় তাঁহারও প্রিয়বন্ধুবিনাশই মরণকারণ?

পুরু। আর্য্য! আজ্ঞা হাঁ।

রাক্ষ। (উদ্বিগ্নচিত্তে আত্মগত)। চন্দনদাসই ত ইহার বন্ধুর প্রিয়

সুহৃৎ, প্রিয়বন্ধুবিনাশই তাঁহার অনল-প্রবেশের কারণ, একথাতে সুহৃৎপক্ষপাতী মদীয় অন্তঃকরণ অতিশয় ব্যাকুল হইতেছে। (প্রকাশে)। ভদ্র! তোমার সেই প্রিয় বান্ধবের সাধু আচরণ বিস্তার পূর্ব্বক শুনিতে ইচ্ছা করি।

পুরু। আর্য্য! আর অধিক ক্ষণ এ মন্দভাগ্য নিজ মরণের ব্যাঘাত করিতে পারে না।

রাক্ষ। ভদ্র! এ কথাটী আমার নিতান্ত শ্রবণোপযুক্ত, অতএব বল।

পুরু। কি করি, এই নিবেদন করি, আর্য্য শুনুন।

রাক্ষ। ভদ্র! অবহিত হইয়া আছি।

পুরু। আর্য্য জানেন, এই নগরে চন্দনদাস নামে একজন মণিকার শ্রেষ্ঠী আছেন।

রাক্ষ। (বিষণ্ণচিত্তে আত্মগত)। দৈব এই আমার বিনাশোপদেশের সম্মুখদ্বার উন্মুক্ত করিল। হৃদয়! স্থির হও, তোমায় কি কষ্টজনক সংবাদ শুনিতে হইবে বলিতে পারি না। (প্রকাশে)। ভদ্র! হাঁ, সেই সাধু ব্যক্তি অতিশয় মিত্রবৎসল শুনা গিয়া থাকে, তাঁহার কি?

পুরু। তিনিও সেই জিষ্ণুদাসের প্রিয় বয়স্য।

রাক্ষ। (স্বগত)। ইহা মদীয় হৃদয়ে অসহ্য শোক-বজ্রপাত স্বরূপ! (প্রকাশে)। তার পর, তার পর?

পুরু। তার পর, অদ্য জিষ্ণুদাস প্রিয়বয়স্যের প্রতি স্নেহানুসারে চন্দ্রগুপ্তকে বিজ্ঞাপন করিলেন।

রাক্ষ। কি? তাহা বল।

পুরু। "মহারাজ! আমার গৃহে পরিবার পোষণের উপযুক্ত অর্থ আছে, তাহার বিনিময়ে আমার প্রিয়বয়স্য চন্দনদাসকে মুক্ত করুন" ইতি।

রাক্ষ। (স্বগত)। সাধু! জিষ্ণুদাস! সাধু! তুমি যথার্থ মিত্রস্নেহ দেখাইয়াছ। কারণ,

যে অর্থের নিমিত্ত পুত্রেরা শত্রুর ন্যায় অসৎঅভিসন্ধি করিয়া

পিতাদিগকে পরিত্যাগ করে, যাহার জন্য পিতারাও পুত্রদিগকে বিসর্জ্জন করে, এবং যে জন্য প্রিয়বান্ধবেরাও প্রিয়বন্ধুর প্রতি সৌহার্দ্দ্য পরিত্যাগ করে, তুমি স্বয়ং বণিক্ হইয়াও বিপদাপন্ন প্রিয়বয়স্যের জন্য সেই পরম প্রিয় বস্তু অর্থ একবারে পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছ, অতএব তোমার অর্থ যথার্থ কৃতার্থ হইল।

(প্রকাশে)

ভদ্র! তার পর জিষ্ণুদাস সেইরূপ বিজ্ঞাপন করিলে চন্দ্রগুপ্ত কি উত্তর দিল?

পুরু। আর্য্য! তার পর চন্দ্রগুপ্ত এইরূপে বিজ্ঞাপিত হইয়া জিষ্ণুদাসকে এই প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন, "জিষ্ণুদাস! আমি অর্থের নিমিত্ত শ্রেষ্ঠী চন্দনদাসকে সংযত করি নাই, কিন্তু ইনি অমাত্য রাক্ষসের পরিজনকে গোপিত রাখিয়াছেন, আমি বারংবার যাচ্ঞা করিতেছি, তথাপি ইনি দিতেছেন না; অতএব ইনি যদি অমাত্য রাক্ষসের পরিজন সমর্পণ করেন, তাহা হইলেই মুক্তি পাইবেন; অন্যথা তাঁহার প্রাণদণ্ডই আমার কোপ শান্ত করুক। তিনিও তাহা কখনই করিবেন না, সুতরাং বধ্যস্থানে আনীত হইয়াছেন। তার পর শ্রেষ্ঠী জিষ্ণুদাস, "প্রিয়বয়স্য চন্দনদাসের অশ্রোতব্য সংবাদ শুনিতে না শুনিতেই আত্মবধ করি গে" বলিয়া অনলে প্রবেশ করিবার কামনায় নগর হইতে বহির্গত হইয়াছেন। আমিও প্রিয় বয়স্য জিষ্ণুদাসের কোন অশ্রোতব্য শুনিতে না শুনিতেই উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিব বলিয়া এই জীর্ণোদ্যানে আসিয়াছি।

রাক্ষ। চন্দনদাসকে ত বধ করে নাই?

পুরু। আর্য্য! না এখনও বধ করে নাই; এক্ষণে তাঁহার নিকট অমাত্যরাক্ষসের পরিজনকে ভূয়োভূয়ঃ প্রার্থনা করিতেছে, তিনি মিত্রবৎসলতা প্রযুক্ত পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিলেও সমর্পণ করিতেছেন না, এই কারণেই তাঁহার বধের কাল বিলম্ব হইতেছে।

রাক্ষ। (সহর্ষচিত্তে, আত্মগত)। সাধু বয়স্য! চন্দনদাস! সাধু সাধু!

প্রিয়সুহৃদের বিরহে তোমার শরণাগত মৎপরিজনের রক্ষা করিয়া তুমি শিবি রাজার ন্যায় অত্যুন্নত কীর্ত্তি সঞ্চয় করিতেছ।

(প্রকাশে)

ভদ্র! ভদ্র! এখন শীঘ্র যাও, জিষ্ণুদাসকে অনল প্রবেশ হইতে নিবারণ কর গে; আমিও চন্দন দাসকে মরণ হইতে মুক্ত করি গে।

পুরু। আর্য্য কোন্ উপায় দ্বারা চন্দনদাসকে মরণ হইতে মুক্ত করিবেন?

রাক্ষ। (অসি আকর্ষণ করিয়া)। কেন এই নিখিল ব্যবসায়ের পরম বন্ধু খড়্গা দ্বারা। দেখ,

অপরিসীম বলাতিশয় প্রযুক্ত যে খড়্গোর শৌর্য্য বিপক্ষগণ সমর-ভূমিরূপ নিকষ-প্রস্তরে সন্দর্শন করিয়াছে, এবং যাহা মদীয় হস্তের সহিত চিরসখ্যভাব লাভ করিয়াছে, সেই এই মেঘমুক্ত অন্তরীক্ষের ন্যায় নীলবর্ণ সুদীর্ঘ খড়্গা সংগ্রামোৎসুক্যে পুলকিত হইয়াই যেন মিত্র-স্নেহ হেতু অতি ব্যাকুল হইলেও আমাকে সাহস কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছে।

পুরু। আর্য্য! শ্রেষ্ঠী চন্দনদাসের এইরূপেই প্রাণরক্ষা হইতে পারে ইহা শুনা গিয়াছে, কিন্তু যেরূপ দুর্ভাগ্য দশায় পড়িয়াছি, তাহাতে নিশ্চয়রূপে বলিতে পারি না।

(দেখিয়া পদতলে পতিত হইয়া)

আপনি কি সুগৃহীতনামা অমাত্য রাক্ষস? তবে আমায় সন্দেহ নির্ণয় দ্বারা অনুগ্রহ করুন।

রাক্ষ। ভদ্র! সেই আমি স্বামিবংশবিনাশদর্শী সুহৃদ্বিনাশের হেতু অনার্য্য রূপে গৃহীতনামা প্রকৃত রাক্ষস।

পুরু। (সহর্ষচিত্তে, পুনর্ব্বার পদতলে পতিত হইয়া)। প্রসন্ন

হউন, প্রসন্ন হউন, কি আশ্চর্য্য! ভাগ্যক্রমে আমি কৃতার্থ হইলাম।

রাক্ষ। ভদ্র! উঠ, উঠ, এখন আর বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই; জিষ্ণুদাসকে এই নিবেদন কর গে যে এই রাক্ষস চন্দনদাসকে মরণ হইতে মুক্ত করিতেছে।

("অপরিসীম বলাতিশয় প্রযুক্ত যে খড়্গের" ইত্যাদি কহিতে কহিতে অসি আকর্ষণ করিয়া পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন।)

পুরু। (পদতলে পতিত হইয়া)। অমাত্য রাক্ষস প্রসন্ন হউন! প্রসন্ন হউন! প্রথমে এই নগরে চন্দ্রগুপ্ত হতক আর্য্য শকটদাসের বধের আজ্ঞা দিয়াছিল, কোন ব্যক্তি বধ্যস্থান হইতে তাঁহাকে অপহরণ করিয়া দেশান্তরে লইয়া গিয়াছে, তাহাতে চন্দ্রগুপ্ত হতক "কেন এতাদৃশ অনবধানতা করিয়াছ?" বলিয়া আর্য্য শকটদাসের বধের বঞ্চনাপ্রযুক্ত সমুজ্জ্বলিত কোপানল ঘাতক ব্যক্তির বধরূপ সলিল দ্বারা নির্ব্বাপিত করিয়াছে। সেই অবধি ঘাতকেরা যদি কোন অদৃষ্টপূর্ব্ব অস্ত্রধারী ব্যক্তিকে সম্মুখে বা পশ্চাতে দেখিতে পায়, তখনি তাহারা আপনাদিগের জীবন রক্ষার্থ অবহিত হইয়া অর্দ্ধপথেই বধ্য ব্যক্তি বধ্যস্থানে উপস্থিত হইতে না হইতেই বিনাশ করিয়া ফেলে। অতএব অমাত্য যদি এইরূপ শস্ত্রধারী হইয়া তথায় গমন করেন, তাহা হইলে শ্রেষ্ঠী চন্দনদাসের বধ অতিশীঘ্রই সম্পাদিত হইবে।

(নিষ্ক্রান্ত হইল।)

রাক্ষ। (স্বগত)। অহো! চাণক্যবটুর নীতিপ্রয়োগ অতি-দুর্ব্বোধ। কারণ,

যদি শকটদাস বিপক্ষের মতানুসারেই আমার সমীপে নীত হইয়া থাকিবে, [ইহাতে বোধ হয় সিদ্ধার্থক শত্রুর গূঢ়চর]. তবে সেই বিপক্ষ ক্রোধভরে কেন ঘাতক ব্যক্তিকে বধ করিবে, [ইহাতে বোধ হয় সিদ্ধার্থক শত্রুর গূঢ়চর নয়]; আবার সিদ্ধার্থক [যদি শত্রুর গূঢ়চর না হইবে, তবে] তাদৃশ কৃত্রিম লেখই বা কেন উদ্ভাবিত করিবে? [ইহাতে

বোধ হয় সিদ্ধার্থক শত্রুর গূঢ়চর]; এই রূপে নানা বিতর্ক করিয়াও আমার বুদ্ধি কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিতেছে না।

(চিন্তা করিয়া)

তবে,

এখন খড়্গের সময় নহে, কারণ, আমার খড়্গ চালনার পূর্ব্বেই ঘাতকেরা চন্দনদাসকে বধ করিয়া ফেলিবে; নীতিপ্রয়োগও বহুকালে ফল প্রদর্শন করে, সুতরাং এস্থলে তাহাতে কোন কার্য্য হইতে পারে না; আর ঔদাসীন্যও অবলম্বন করা উচিত নহে, কারণ প্রিয়বান্ধব আমার নিমিত্ত অতিভীষণ বিনাশ প্রাপ্ত হইবেন; অতএব এই নিশ্চয় করিলাম, এস্থলে এই নিজ দেহই তাঁহার মোচন-মূল্য স্বরূপ সমর্পণ করিব।

(প্রস্থান।)

মুদ্রারাক্ষসে ষষ্ঠ অঙ্ক সমাপ্ত।

মুদ্রারাক্ষস।

সপ্তম অঙ্ক।

(একজন চণ্ডালের প্রবেশ।)

চণ্ডা। সরে যাও মহাশয়েরা সরে যাও, ভাগ মান্যগণ ভাগ।

যদি নিজ পুত্র, কলত্র, ঐশ্বর্য্য ও জীবিত রক্ষা করিবার মানস থাকে, তবে যত্ন পূর্ব্বক বিষের ন্যায় মহারাজের অপথ্য চেষ্টা পরিত্যাগ কর।

আরও,

অপথ্য সেবন করিলে লোকের ব্যাধি জন্মিয়া থাকে, কিন্তু রাজাপথ্য সেবন করিলে সকল কুল নির্ম্মূল হয়।

তাহাতে যদি প্রত্যয় না কর, তবে এই রাজকুপথ্যকারী শ্রেষ্ঠী চন্দনদাস পুত্রকলত্র সমেত বধ্যস্থানে আনীত হইতেছে দেখ।

(আকাশে)

আর্য্যগণ! কি বলিতেছ? "চন্দনদাসের কি কোন মুক্তির উপায় আছে?" সে হতভাগ্যের আর মুক্তির উপায় কোথায়? কেবল এই উপায় আছে—যদি সে অমাত্য রাক্ষসের পরিজন সমর্পণ করে।

(পুনর্ব্বার আকাশে)

কি বলিতেছ? "এই শরণাগতবৎসল কি আপনার প্রাণের নিমিত্ত এই অকার্য্য করিবেন?" আর্য্যগণ! যদি তা হয় তবে তাঁহার অমঙ্গল চিন্তা কর; আপনাদিগের এখন এই প্রতীকার।

(অনন্তর দ্বিতীয় চণ্ডালের অনুগামী বধ্যবেশধারী স্কন্ধে শূলধর চন্দনদাস এবং তৎপশ্চাৎ তাঁহার কুটুম্বিনী ও পুত্রের প্রবেশ।)

কুটু। হায়! ধিক্! হায়! ধিক্! নিরন্তর চরিত্রদোষ-ভীরু অস্মাদৃশ ব্যক্তিদিগেরও কেন চৌর জনের ন্যায় মরণ ঘটিল। কৃতান্তকে প্রণাম। অথবা নৃশংস ব্যক্তিদিগের দোষী বা নির্দ্দোষীতে কি বিশেষ আছে? তথাহি,

যে সকল মুগ্ধ হরিণ মরণভয়ে আমিষাহার পরিহার করিয়া কেবল তৃণ দ্বারাই জীবন ধারণ করে, তাহাদিগকে বধ করিতে ব্যাধগণের কি অনুরোধ আছে?

(সমন্তাৎ অবলোকন করিয়া)

ভাব প্রিয়বয়স্য জিষ্ণুদাস! কেন আমাকে প্রত্যুত্তরও দিতেছ না; অথবা ঈদৃশ সময়ে দৃষ্টিপথেরও পথিক হন এমন ব্যক্তি অতি বিরল।

চন্দ। (বাষ্পাকুললোচনে) এই সকল আমাদিগের প্রিয়বয়স্যেরা কেবল অশ্রুপাত দ্বারাই প্রতীকার করিয়া শরীর মাত্রে প্রতিনিবৃত্ত

হইতেছেন, কিন্তু প্রচীয়মান শোক হেতু দীন-মুখে বাষ্পপূর্ণ-লোচন দ্বারা আমাকে অনুগমন করিতেছেন।

চণ্ডাল দ্বয়। (পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া)। আর্য্য চন্দনদাস! বধ্যস্থানে ত উপস্থিত হইয়াছ; তবে পরিজনদিগকে বিসর্জ্জন কর।

চন্দ। আর্য্যে কুটুম্বিনি! তুমি পুত্র সমভিব্যাহারে নিবৃত্ত হও; এটী বধ্যস্থান; ইহার পর আর অনুগমন করা উচিত নহে।

কটু। আর্য্য পরলোকে যাইতেছেন, কোন দেশান্তরে নহে, অতএব এখন পরিজনের নিবৃত্ত হওয়া অনুচিত।

চন্দ। আর্য্যে! সত্য বটে, কিন্তু আমার বিনাশ কেবল মিত্রের কার্য্যার্থই, নতুবা কোন পুরুষদোষে হইতেছে না; অতএব হর্ষের বিষয়েও কেন রোদন করিতেছ?

কুটু। আর্য্য! যদি তাই হয়, তবে এখন পরিজনের নিবৃত্ত হওয়া অনুচিত।

চন্দ। তবে আর্য্যা কি স্থির করিয়াছেন?

কুটু। (বাষ্পাকুললোচনে)। আর্য্য আমাকে এই অনুগ্রহ করুন যে আমি পতিচরণের অনুগামিনী হই।

চন্দ। আর্য্যে! এটী তোমার দুশ্চেষ্টা, কারণ, এই লোকব্যবহারানভিজ্ঞ পুত্রের প্রতি তোমাকে কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ করিতে হইবে।

কুটু। ভগবতী কুলদেবতারা প্রসন্ন হইয়া ইহাকে অনুগ্রহ করুন; বাছা! জন্মের মত পরলোকগামী তোমার পিতার চরণে প্রণাম কর।

পুত্র। (পদতলে পতিত হইয়া)। পিতঃ! আমি পিতৃহীন হইয়া কি করিব?

চন্দ। বৎস! চাণক্যহীন দেশে বাস করিও।

চণ্ডাল দ্বয়। আর্য্য চন্দনদাস! শূল নিখাত হয়েছে, অতএব এখন প্রস্তুত হও।

কুটু। আর্য্যগণ! রক্ষা কর, রক্ষা কর।

চন্দ। ভদ্র! ক্ষণকাল অপেক্ষা কর। অয়ি জীবিতবৎসলে! কেন

এখানে ক্রন্দন করিতেছ? যে সকল নন্দদেব দুঃখার্ত্ত নারীজনের প্রতি প্রতিদিন অনুকম্পা প্রদর্শন করিতেন তাঁহারা এখন দেবলোকে গমন করিয়াছেন।

প্রথম চণ্ডাল। অরে বেণুবেত্রক! এই চন্দনদাসকে ধর্, ইহার পরিজন আপনিই চলিয়া যাইবে।

দ্বিতীয় চণ্ডাল। অরে বজ্রলোমক! এই ধরি।

চন্দ। ভদ্র! মুহূর্ত্তকাল থাম, পুত্রটীকে একবার আলিঙ্গন করি।

(পুত্রকে আলিঙ্গন ও মস্তকে আঘ্রাণ করিয়া)

বৎস! মরণ অবশ্যম্ভাবী হইলেও আমি মিত্রের কার্য্যভার বহন করিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইলাম।

পুত্র। পিতঃ! এটী কি আমাদের কুলক্রমাগত—ইহাই, বলিতে হইবে।

(পদতলে পতিত হইল)।

চণ্ডা। অরে বজ্রলোমক! ধর্।

(চণ্ডাল দ্বয় চন্দনদাসকে শূলে আরোপিত করিবার জন্য তাঁহাকে গ্রহণ করিল।)

কুটু। আর্য্যগণ! রক্ষা কর, রক্ষা কর।

(পটাক্ষেপ না করিয়াই রাক্ষসের প্রবেশ।)

রাক্ষ। অবলে! ভয় নাই, ভয় নাই। ওহে হে সেনাপতি! চন্দনদাসকে বধ করিও না, কারণ,

যে নরাধম পূর্ব্বে রিপুকুলের ন্যায় স্বামিকুল বিনষ্ট হইতে দেখিয়াছে, যে ব্যক্তি মিত্রগণের বিপদ্‌কালেও মহোৎসব মনে করিয়া সুস্থ চিত্তে অবস্থিতি করিয়াছে, এবং তোমাদিগের তিরস্কারের পাত্র হইয়াও যাহার প্রাণ প্রিয়তর জ্ঞান হইয়াছিল, সেই আমার বধের নিমিত্ত এই মৃত্যুপথপ্রদর্শিণী বধ্যমালা আবদ্ধ কর।

চন্দ। (দেখিয়া বাষ্পাকুললোচনে)। অমাত্য ! এ আপনার কিরূপ ব্যাপার ?

রাক্ষ। তোমার সাধু চরিতের একাংশের অনুকরণ মাত্র।

চন্দ। অমাত্য ! আমার সকলি পণ্ড হইল ; অমাত্য এইরূপ প্রয়াস পাইয়া আমার প্রিয় কার্য্য করিলেন না।

রাক্ষ। সখে চন্দনদাস ! আর তিরস্কারের প্রয়োজন নাই, সংসারে সকলেই স্বার্থচিন্তা করে। ভদ্র ! দুরাত্মা চাণক্যকে এই কথা জানাও গে।

চণ্ডাল দ্বয়। আজ্ঞা, কি ?

রাক্ষ। অসজ্জনগণের প্রীতিপ্রদ এই জঘন্য কলিকালেও যে যশস্বী মহাত্মা নিজ প্রাণ দান করিয়া অন্যকে রক্ষা করত শিবিরাজার কীর্ত্তিও হীন করিয়া ফেলিয়াছেন, এবং যে শুদ্ধান্তঃকরণ সাধু, সচ্চরিত্র দ্বারা বুদ্ধগণেরও আচরণ অধরীকৃত করিয়াছেন, সেই মহাত্মা যাহার জন্য তোমার পূজার পাত্র হইয়াও বধ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমি এই সেই ব্যক্তি।

প্রথম চণ্ডাল। অরে বেণুবেত্রক ! তুই শ্রেষ্ঠী চন্দনদাসকে নিয়ে এই মশান-সন্নিহিত পাদপের ছায়ায় মুহূর্ত্তকাল থাক, আমি ততক্ষণ আর্য্য চাণক্যকে নিবেদন করি গে, যে অমাত্য রাক্ষসকে ধরা গিয়াছে।

দ্বিতীয় চণ্ডাল। অরে বজ্রলোমক ! তাই হোক।

(স্ত্রীপুত্রসমেত চন্দনদাসের সহিত নিষ্ক্রান্ত হইল।)

প্রথম চণ্ডাল। (রাক্ষসের সহিত পরিক্রমণ করিয়া)। দ্বারবান্ দিগের মধ্যে এখানে কে কে আছ হে, নন্দকুলের সৈন্যসমূহের সংচূর্ণন বিষয়ে বজ্রস্বরূপ এবং মৌর্য্যকুলে ধর্ম্মসংস্থাপয়িতা আর্য্য চাণক্যকে নিবেদন কর গে—

রাক্ষ। (স্বগত)। ইহাও রাক্ষসকে শুনিতে হইল।

চণ্ডা। আর্য্যের নীতি ও নিয়ম প্রণালী দ্বারা সংযতবুদ্ধি ও বিফলিতপৌরুষ এই অমাত্য রাক্ষসকে ধরা গিয়াছে।

(অনন্তর জবনিকা দ্বারা আবৃতকায় বদনমাত্র-লক্ষ্য সহর্ষচিত্ত চাণক্যের প্রবেশ।)

চাণ। ভদ্র ! বল, বল,

কোন্ ব্যক্তি উদ্ধূত শিখাসমূহে পিঙ্গলবর্ণ হুতাশন বস্ত্রাঞ্চলে বদ্ধ করিয়াছে ? কোন্ ব্যক্তি পাশ দ্বারা সহসা সদাগতি প্রভঞ্জনের গতি রোধ করিয়াছে ? কোন্ ব্যক্তি দ্বিরদদানজলে সুবাসিতশঠাশালী কেশরীকে পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়াছে ? কোন্ ব্যক্তি চঞ্চল নক্রচক্র ও মকরনিকরে অতিভীষণ মহোদধি বাহুবলে উত্তীর্ণ হইয়াছে ?

চণ্ডা। নীতিবিশারদ আর্য্যই।

চাণ। ভদ্র ! এমন কথা বলিও না, নন্দকুলবিদ্বেষী বিধাতা— ইহাই বল।

রাক্ষ। (দেখিয়া, স্বগত)। অয়ে ! এই সেই দুরাত্মা, অথবা মহাত্মা, কৌটিল্য। কারণ,

সাগর যেরূপ রত্নের আকর, ইনিও সেইরূপ সর্ব্বশাস্ত্রের আকর ; আমরা শুভদ্বেষী বলিয়া ইহাঁর গুণে পরিতুষ্ট হইতেছি না।

চাণ। (দেখিয়া, সহর্ষচিত্তে স্বগত)। অয়ে ! এই সেই অমাত্য রাক্ষস, যে মহাত্মা,

দিবারাত্রি জাগরণের হেতু নানা গুরুতর উপায়কল্পনা-জনিত ক্লেশ দ্বারা চিরদিন বৃষলের সৈন্য ও আমার বুদ্ধিকে নিতান্ত ক্লেশিত করিয়াছেন।

(জবনিকা উত্তোলন করিয়া অগ্রসর হইয়া)

অমাত্য রাক্ষস ! বিষ্ণুগুপ্ত প্রণাম করিতেছে।

রাক্ষ। (স্বগত)। এক্ষণে " অমাত্য " এই বিশেষণ বড় লজ্জাকর হইয়াছে। (প্রকাশে)। বিষ্ণুগুপ্ত ! আমি চণ্ডালস্পর্শে দূষিত হইয়াছি, আমাকে স্পর্শ করিও না।

চাণ। অমাত্য রাক্ষস ! এ ব্যক্তি চণ্ডাল নহে, এই রাজপুরুষকে

তুমি পূর্ব্বে দেখিয়াছ, ইহার নাম সিদ্ধার্থক। আর এক জন সুসিদ্ধার্থক নামক রাজপুরুষ। এই দুই জনেরই সহিত নিরপরাধ শকটদাসের সৌহার্দ্দ জন্মাইয়া, আমিই তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহার দ্বারাই তাদৃশ কপটলেখ লিখাইয়া লইয়াছিলাম।

রাক্ষ। (আত্মগত)। শকটদাসের উপর আমার যে সন্দেহ জন্মিয়াছিল ভাগ্যক্রমে তাহা অপনীত হইল।

চাণ। বাহুল্যে কাজ কি, সংক্ষেপে বলি।

হে বীর! সেই যে ভদ্রভট প্রভৃতি পুরুষগণ, সেই লেখ, সেই সিদ্ধার্থক, সেই তিন খানি অলঙ্কার, সেই তোমার মিত্র ভদন্ত, সেই জীর্ণোদ্যানগত শোকার্ত্ত ব্যক্তি, এবং শ্রেষ্ঠী চন্দনদাসের সেই যাতনা—সেই সকলিই তোমার সহিত মিলন কামনায় আমার—

(অর্দ্ধেক কহিয়া সলজ্জভাবে)

বৃষলের নীতিপ্রয়োগ।

অতএব, এই বৃষল তোমাকে দেখিতে আসিতেছে, ইহাকে দেখ।

রাক্ষ। (স্বগত)। কি করি। (প্রকাশে)। এই দেখি।

(ভৃত্যবর্গে অনুগম্যমান রাজার প্রবেশ।)

রাজা। (স্বগত)। আর্য্য সংগ্রাম ব্যতিরেকেই দুর্জ্জয় রিপুকুল পরাজিত করিলেন, ইহাতে সত্য সত্যই আমার লজ্জা বোধ হইতেছে।

বাণগণ প্রয়োগাভাবে বিলক্ষতা* প্রাপ্ত হইয়াছে, শোকবশতই যেন অধোমুখ† হইয়াছে, সুতরাং তাহারা এক্ষণে ফলের‡ সহিত সংসর্গ প্রাপ্ত হইয়া নিজতূণীরে শয়নরূপ ব্রতের প্রতিষ্ঠাই যেন করিতেছে।

* এক পক্ষে লক্ষ্যহীনতা, লক্ষ্যবস্তুর অভাব। অন্যপক্ষে সলজ্জতা, লজ্জা।

† লোকে শোকার্ত্ত হইলে অধোমুখ হয়; বাণ যখন তূণীরমধ্যে থাকে তখনও অধোমুখ হইয়া থাকে।

‡ এক পক্ষে ফল শব্দে বাণের অগ্রভাগে সংলগ্ন লৌহময় শঙ্কু; অন্যপক্ষে ব্রত সমাপ্তি জনিত পুণ্য।

অথবা,

আমার ন্যায় রাজ্যচিন্তায় উদাসীন যে রাজার রাজকার্য্যে কার্য্যনিপুণ গুরুগণ নিরন্তর জাগরূক রহিয়াছেন, সে ভূপতি শরাসনে মৌর্ব্বী আরোপিত না করিয়াও ভূমণ্ডলে বিপক্ষপক্ষ পরাজিত করিতে নিশ্চয়ই সমর্থ হইবে।

(চাণক্যের সমীপে গমন করিয়া).

আর্য্য! চন্দ্রগুপ্ত প্রণাম করিতেছে।

চাণ। বৃষল! তোমার সমুদায় আশীর্ব্বচন এখন সম্পন্ন হইয়াছে; অতএব মাননীয় অমাত্য রাক্ষসকে প্রণাম কর; এই সচিবশার্দ্দূল তোমার পিতৃকুলাগত।

রাক্ষ। (স্বগত)। এ ত সম্বন্ধ যোজনা করিয়া দিল।

রাজা। (রাক্ষসের সমীপে গিয়া)। আর্য্য! আমি, চন্দ্রগুপ্ত, প্রণাম করিতেছি।

রাক্ষ। (দেখিয়া, স্বগত)। অয়ে! এই সে চন্দ্রগুপ্ত; যে ব্যক্তির বাল্যকালেই লোকে মহা অভ্যুদয় সম্ভাবনা করিয়াছিল, এবং হস্তী যেরূপ করিযূথের প্রভুত্ব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ যে ব্যক্তি ক্রমে রাজ্যে আরূঢ় হইয়াছে।

(প্রকাশে)

রাজন্! বিজয়ী হও।

রাজা। মাননীয় মহাশয় এবং এই গুরু নিরন্তর সন্ধিবিগ্রহাদি কার্য্যে জাগরূক থাকিতে আমি জগতের কি না জয় করিয়াছি তাহা ভাবুন।

রাক্ষ। (স্বগত)। কৌটিল্যের উপদেশে চন্দ্রগুপ্ত আমার নিকট ভৃত্যভাব অবলম্বন করিতেছে। অথবা ইহা চন্দ্রগুপ্তেরই নৈসর্গিক বিনীততা; আমরা তাহার শুভদ্বেষী বলিয়াই এরূপ বিপরীত ভাবনা করিতেছি। চাণক্য যথার্থই সর্ব্বমতে যশস্বী। কারণ।

সৎপাত্র জিগীষু ব্যক্তিকে অবলম্বন করিলে নিতান্ত নির্ব্বোধ সচিবেরও যশোলাভ অবশ্যই হইয়া থাকে; কিন্তু অসৎপাত্র জিগীষু

ব্যক্তিকে আশ্রয় করিলে নীতিবিশারদ মন্ত্রীও নদীতীরবিরূঢ় তরুর ন্যায় ক্রমশঃ দুর্ব্বলাশ্রয় হইয়া নিপতিত হয়।

চাণ। অমাত্য রাক্ষস! তুমি কি চন্দনদাসের জীবন ইচ্ছা কর?

রাক্ষ। বিষ্ণুগুপ্ত! তাতে তার সন্দেহ কি?

চাণ। অমাত্য রাক্ষস! তুমি শস্ত্র গ্রহণ করিয়া বৃষলকে অনুগৃহীত করিতেছ না বলিয়াই সন্দেহ। তবে যদি সত্যই চন্দনদাসের জীবন ইচ্ছা কর, তবে এই শস্ত্র গ্রহণ কর।

রাক্ষ। বিষ্ণুগুপ্ত! এমন কথা বলিও না, আমি ইহার গ্রহণে উপযুক্ত নহি, বিশেষতঃ তুমি যাহা গ্রহণ করিয়াছ।

চাণ। অমাত্য রাক্ষস! আমিই উপযুক্ত, আর তুমি উপযুক্ত নও, ইহা কি প্রকারে হইতে পারে? দেখ,

বলগর্ব্বিত বিপক্ষের গর্ব্বখর্ব্বকারী প্রবলপরাক্রান্ত তোমারই প্রভাব হেতু এই সকল বাজিরাজি মুখে নিরন্তর কবিকা সংসর্গ নিবন্ধন বিশীর্ণকায় হইয়াগিয়াছে, তাহাদিগের পৃষ্ঠদেশ একবারও আরোহি-শূন্য হইতে পারিতেছে না। এবং এই সকল গজপতিগণও স্নান, পান, আহার, বিহার, ও স্বেচ্ছাবিহার সুখে বঞ্চিত হইয়াছে, ইহারা সর্ব্বদা রণসজ্জায় সুসজ্জিত হইয়া উন্নত বংশ ধারণ করিতেছে।

অথবা, এসকল দেখাইয়াই বা কি হইবে; তোমার শস্ত্রগ্রহণ বিনা চন্দনদাসের জীবন রক্ষার আর অন্য উপায় নাই।

রাক্ষ। (স্বগত)। নন্দদিগের স্নেহকণা এখনও অন্তঃকরণ স্পর্শ করিতেছে, আবার তাঁহাদিগের শত্রু পক্ষেরই ভৃত্যভাব স্বীকার করিতেছি, যে সকল বৃক্ষ স্বয়ং হস্ত-সলিলে সেচন করিয়াছি, তাহাদিগকেই ছেদন করিতে হইবে, মিত্রগণের শরীরেই রোষ পূর্ব্বক শস্ত্র প্রয়োগ করিতে হইবে; হায়! কার্য্যের গতি বিধাতারও বুদ্ধির অগোচর।

(প্রকাশে)

বিষ্ণুগুপ্ত! খড়্গ লইয়া আইস। সর্ব্বকার্য্যস্বীকারের কারণভূত সুহৃৎ-স্নেহকে প্রণাম। কি করি, প্রস্তুত হইলাম।

চাণ। (সহর্ষচিত্তে শস্ত্র প্রদান করিয়া)। বৃষল! বৃষল! অমাত্য

রাক্ষস এক্ষণে শস্ত্র গ্রহণ করিয়া তোমাকে অনুগৃহীত করিলেন, অতএব তুমি ভাগ্যবলে বর্দ্ধমান হইতেছ।

রাজা। চন্দ্রগুপ্ত আর্য্যেরই এই অনুগ্রহ অনুভব করিতেছে।

পুরুষ। (প্রবেশ করিয়া)। আর্য্যের জয় হউক, আর্য্যের জয় হউক, আর্য্য! এই ভদ্রভট ভাগুরায়ণ প্রভৃতি রাজপুরুষেরা মলয়কেতুকে হস্ত-পদে বদ্ধ করিয়া দ্বারদেশে স্থাপিত করিয়াছে; অতএব ইহা শুনিয়া এস্থলে আর্য্যই প্রমাণ।

চাণ। হাঁ শুনিলাম, ভদ্র! অমাত্য রাক্ষসকে নিবেদন কর, এক্ষণে ইনি রাজকার্য্য করিবেন।

রাক্ষ। (স্বগত)। কি, কৌটিল্য আমাকে দাস করিয়া এক্ষণে আজ্ঞা দিবার নিমিত্ত বাচাল করিতেছে। কি করি। (প্রকাশে)। রাজন্ চন্দ্রগুপ্ত! তুমি ত জানই যে আমি মলয়কেতুর সহিত কিছুকাল বাস করিয়াছিলাম, অতএব ইহার প্রাণ রক্ষা কর।

রাজা। (চাণক্যের মুখের দিকে নিরীক্ষণ করিলেন।)

চাণ। বৃষল! অমাত্য রাক্ষসের এই প্রথম প্রার্থনা রক্ষা করা উচিত।

(পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া)

ভদ্র! আমার বচনানুসারে ভদ্রভট প্রভৃতি পুরুষদিগকে বল গে অমাত্য রাক্ষসের বিজ্ঞাপনানুসারে মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত মলয়কেতুকে পৈতৃক রাজ্য প্রদান করিতেছেন, অতএব তোমরা ইহাঁর সহিত যাও, ইনি রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে পুনঃপ্রত্যাগমন করিও।

পুরু। যে আজ্ঞা আর্য্য!

চাণ। ভদ্র! থাম। ভদ্র! বিজয়পাল ও দুর্গপালকে এই কথা বল গে শস্ত্রগ্রহীতা অমাত্য রাক্ষসের প্রীতির জন্য মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত আজ্ঞা করিতেছেন "এই শ্রেষ্ঠী চন্দনদাসকে পৃথিবীর যাবতীয় নগরে শ্রেষ্ঠি-পদে অধিরূঢ় কর"।

পুরু। যে আজ্ঞা অমাত্য।

(নিষ্ক্রান্ত হইল।)

চাণ। চন্দ্রগুপ্ত! আর তোমার কি প্রিয় কার্য্য করিব?

রাজা। ইহার পর আর কি প্রিয় কার্য্য আছে?

রাক্ষসের সহিত মিত্রতা সম্পাদন করিলেন, আমাকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং সমস্ত নন্দবংশ উন্মূলিত হইয়াছে, ইহার পর আর কি কর্ত্তব্য আছে?

চাণ। বিজয়ে! দুর্গপাল ও বিজয়পালকে বল গে অমাত্য রাক্ষসের প্রাপ্তিতে পরমাহ্লাদিত মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত আজ্ঞা দিতেছেন হস্তী ও অশ্ব ব্যতিরেকে আর সকলেরই বন্ধন মোচন করিয়া দাও। অথবা অমাত্য রাক্ষস অধিনায়ক থাকিতে হস্তী ও অশ্বেরই বা কি প্রয়োজন; অতএব এক্ষণে

হয় হস্তী সহিত সকলেরই বন্ধন মোচন কর; কেবল আমিই প্রতিজ্ঞায় উত্তীর্ণ হইয়া শিখা বন্ধন করি।

(শিখা বন্ধন করিলেন।)

প্রতী। যে আজ্ঞা আর্য্য।

(নিষ্ক্রান্ত হইল।)

চাণ। অমাত্য রাক্ষস! তবে বল, তোমার আর কি প্রিয় কার্য্য করি?

রাক্ষ। ইহার পরও কি প্রিয় কার্য্য আছে? যদি ইহাতেও পরিতোষ না হইয়া থাকে, তবে এই ভরতবাক্য সম্পন্ন হউক।

প্রলয়জল-মগ্না ধরিত্রী পূর্ব্বে অনুরূপ প্রবল বরাহমূর্ত্তিধারী যে নারায়ণের দংষ্ট্রার অগ্রভাগ আশ্রয় করিয়াছিল, এবং এক্ষণে ম্লেচ্ছগণ* কর্ত্তৃক উদ্বেজিত হইয়া যে রাজমূর্ত্তি ভগবানের বিশাল বাহুযুগল আশ্রয় করিয়াছে, সেই পার্থিব চন্দ্রগুপ্ত সৌভাগ্যশালী বন্ধু ও ভৃত্য বর্গের সহিত চিরকাল ধরা পালন করুন।

(সকলের প্রস্থান।)

মুদ্রারাক্ষসে সপ্তম অঙ্ক সমাপ্ত।

---

*এই ম্লেচ্ছগণ মহাবীর আলেক্জণ্ডরের সমভিব্যাহারী গ্রীকজাতিই অনুমান করা যায়। কারণ তিনি যখন ভারতবর্ষে আগমন করেন, তখন রাজা চন্দ্রগুপ্তই এখানকার সম্রাট ছিলেন।

সম্পূর্ণ।

—পাঠাগার
স্থাপিত ১৩২৭ বঙ্গাব্দ
পুস্তক নং...... .....
কলিকাতা